বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 525. May, 1907.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৪৫ বর্ষ ৫২৫ সংখ্যা | বৈশাখ, ১৩১৪। মে, ১৯০৭। | ৯ম কল্প ৪র্থ ভাগ

							সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।							
	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ	বঙ্গাব্দ ১৩১৪ সাল।		কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
আঃ	র	বু	র	বু	র	বু	ফসলী ১৩১৪-১৫।	আঃ	শু	র	ম	বৃ	বু	শ
শেঃ	৩১	৩২	৩১	৩২	৩১	৩০	হিজরী ১৩২৫-২৬।	শেঃ	৩০	৩০	২৯	৩০	৩০	৩১
	ম	শ	ম	শ	ম	শ	খৃষ্টাব্দ ১৯০৭-৮।		ম	সো	ম	বৃ	শু	সো
	†A	M	J	Jy	A	S	শকাব্দা ১৮২৯।		O	N	D	J	F	M
	‡14	15	16	17	18	18	সংবৎ ১৯৬৪-৬৫।		18	17	17	15	13	14
আঃ	সো	বু	র	বু	র	বু	মগী ১১৬৯-৭০।	আঃ	শু	র	ম	বৃ	বু	শ
শেঃ	30	31	30	31	31	30	ব্রাহ্ম সংবৎ ৭৮-৭৯।	শেঃ	31	30	31	31	29	31
	ম	শু	র	বু	শ	সো			ম	শ	ম	শু	শ	ম

র	বু	র	বু	র	বু	§১	৮	১৫	২২	২৯	শু	র	ম	বৃ	বু	শ
সো	বৃ	সো	বৃ	সো	বৃ	২	৯	১৬	২৩	৩০	শ	সো	বু	বৃ	শু	র
ম	শু	ম	শু	ম	শু	৩	১০	১৭	২৪	৩১	র	ম	বৃ	শু	শ	সো
বু	শ	বু	শ	বু	শ	৪	১১	১৮	২৫	৩২	সো	বু	শু	শ	র	ম
বৃ	র	বৃ	র	বৃ	র	৫	১২	১৯	২৬		ম	বৃ	শ	র	সো	বু
শু	সো	শু	সো	শু	সো	৬	১৩	২০								
শ	ম	শ	ম	শ	ম	৭	১৪	২১								

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শু: এঃ	১১	৯	৭	৫	৩	১.৩০
পূঃ	১৫	১৩	১০	৯	৫	৪
কৃ: এঃ	২৫	২৩	২১	১৯	১৭	১৬
অ:	২৯	২৭	২৫	২৪	২১	২০

আঃ—আরম্ভ। শেঃ—শেষ।
শু: এঃ-শুক্ল একাদশী, পূঃ-পূর্ণিমা।
কৃ: এঃ-কৃষ্ণ একাদশী, অঃ-অমাবস্যা।
‡ ১১ই বৈশাখ বুধবার ও ৬ই ... বৃহস্পতিবার শুক্ল একাদশী। ... বৈশাখ রবিবার ও ১০ই জ্যৈষ্ঠ ... পূর্ণিমা। ২৫এ বৈশাখ ... একাদশী, ২৯এ বৈশাখ ... অমা। ইত্যাদি।

* বৈ-বৈশাখ, ...
ও ৩১এ মঙ্গলবার ...
বৈশাখ ইং ১৪ই এ...
† A এপ্রেল আ...
শেষ.৩ মঙ্গলবার ...
‡ ১৪ই এপ্রেল ১...
১৫ই মে ১লা জ্যৈ...
§ ১লা বৈশাখ রবি...
ইত্যাদি। ১লা বৈ...
বৃহস্পতি ইত্যাদি ...
বৈশাখ রবি } ...
জ্যৈষ্ঠ বুধ &c. }
এক এক দিকে ...
দুই দিকে ১২ মাসে ...

নববর্ষ।

প্রণাম।

যিনি সর্ব্বমূলাধার সত্য সনাতন,
যাঁকে বাঞ্ছে নরামর গৃহী তপোধন।
যাঁহার প্রভাবে সৃষ্টি স্থিতি ক্ষয় লয়,
যাঁহারে সঁপিলে প্রাণ যায় ভব-ভয়।
যাঁহা হ'তে সিদ্ধি ঋদ্ধি সর্ব্ব ফলোদয়,
যাঁহার মহিমা ব্যাপ্ত চরাচরময়।
যাঁহাতে পরম শান্তি—চরম আরাম,
সে বিভু সচ্চিদানন্দ-চরণে প্রণাম।

অভ্যর্থনা ও আশা।

কালের চক্রেতে ঘুরি বরষ নূতন!
হাসি ধরা মাঝে আসি দিলে দরশন।
নবরূপধারী এই প্রকৃতি-মুরতি
...ভি।
...য়?
...।?
নবরবি ঢালিতেছে নবীন কিরণ,
ধরণী পরেছে আজি নবীন বসন,
বসন্ত এনেছে নব নব আশীর্ব্বাদ,
করপুট লই সবে বিধির প্রসাদ।
তাহারি পরশে শুষ্ক তরুলতাগণ
সাজিবে সুন্দর—ছুটি সুধা-প্রস্রবণ
বিদগ্ধ পরাণে দিবে শান্তি শীতলতা,
মরুমাঝে রেখে যাব শোক মলিনতা।
সংসার সঙ্কটপথে কণ্টক নূতন
ফুটে পায়—পায় পায়—বজ্র প্রহরণ,
মস্তকে পড়িছে প্রভু, তবু হে জীবন
করিতেছ দৃঢ় বাঁধি বিশ্বাস-বন্ধন।
আশা তব ঊর্দ্ধে তুলি কনক-অঙ্গুলি,
দেখাইছে পথ, কেন মোহে যাই ভুলি?
কৃপাময়! এত কৃপা দীনের উপরে,
যাচি তাই নববর্ষে ব্যাকুল অন্তরে—
আসুক ও স্বর্গ হ'তে অমিয় আহ্বানে,
বসন্ত-হিল্লোলে সঞ্চারুক নব প্রাণ।

...আশিস্ ভিক্ষা।

...রি | লজ্জা ও ক্ষোভে প্রাণ পূর্ণ হইতেছে।
...ত | আমার ব্রত উদযাপন হইল না, আমা...
...ন | সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না, ...
...ত | বৎসরটী বিধাতার আদেশ মস্তকে...
...ত | করিয়া নীরবে আপনার গন্তব্য...
...া- | চলিয়া গেল।
...া | আজ আবার তাঁহারই আ...

ও আনন্দ বহন করিয়া নববর্ষ আসিয়াছে। প্রাণের নিভৃত স্থানে গভীর নির্জ্জনে যে বিষাদ—যে নিরাশা রহিয়াছে, প্রভু! তোমার চরণতলে সে সব নামাইয়া জীবনের গুরুভার লাঘব করিতে আসিয়াছি। জীবনপথে হাঁটিতে হাঁটিতে রক্তাক্ত চরণ হইয়া তোমারই দুয়ারে আসিয়াছি। তুমি রক্ষা কর। আমার নিজের উপর নির্ভর নাই; আমি কি দুর্ব্বল, তাহা তুমি জান; তোমাকে বাক্যের দ্বারা কিছু জানাইতে হয় না। তুমি "সর্ব্বান্তর্যামী" বিধাতা। তোমার দয়া মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় পাপী ও পুণ্যবান্ সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত হইতেছে।

তাই আজ এই বিশেষ দিনে করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে তোমার দীনা কন্যা তোমার করুণা ভিক্ষা করিতেছে। যেমন তোমার সর্ব্বদর্শী চক্ষু জীবনের শোকাবহ ঘটনা সকলের সাক্ষিরূপী, তেমনি তোমার শীতল হস্ত-প্রসাদ দগ্ধ বক্ষের প্রলেপ। পাপীর নির্জ্জন গোপন পাপচিন্তার নিকট তুমি যেমন রুদ্রমূর্ত্তি, অনুতপ্ত হৃদয়ে তুমি তেমনি করুণারূপিণী জননী। অদূরদর্শী আমরা আপনাদিগকে নিরাশার গভীর গর্ত্তে ফেলিতে যাই, দেখি পশ্চাৎ হইতে তুমি আকর্ষণ করিতেছ। তোমারি দয়া মাতৃগর্ভ হইতে একাল পর্য্যন্ত আমাকে রক্ষা করিতেছে। কত বিপদের মধ্যে তোমার দয়া, কত অমঙ্গলের মধ্যে তোমার মঙ্গল-হস্ত। কত নিরাশার দীর্ঘশ্বাস, গভীর মর্ম্মবেদনা কত নীরব অশ্রু বহন করিয়া আজ তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়াছি, তা তুমি জান, কিছুই তোমার অবিদিত নাই। আজ এই নব-বর্ষের প্রথম প্রভাতে, কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর। গত বৎসরের সঙ্গে গত জীবনের পাপ ও দুঃখস্মৃতি মুছিয়া যাউক। নূতন বৎসরের সঙ্গে "নব-আশা" দাও। নূতন উৎসাহে, নবজীবনের পথে যেন দাঁড়াইতে পারি, পিতা, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

নববর্ষের নবচিন্তা—জগতের আশ্চর্য্য।

১। মৃত্যু আমার জন্য নয়—প্রতিদিন হাজার হাজার লোক মৃত্যুগ্রাসে প্রবেশ করিতেছে, তথাপি আমার মৃত্যু হইবে না, প্রত্যেকের এ বিশ্বাস কেমন দৃঢ়!

২। ঈশ্বর কোথায়?—এই দেহের মধ্যে নিত্য সত্য চিদানন্দময় পরমেশ্বর বাস করিতেছেন, অথচ বিশ্বাস হয় না যে তিনি আমার নিকটে।

৩। ধেও ফল ভোজনে লালসা—লোকে বিষাক্ত জন্তুর কামড়ান ফল খায় না, "ধেও" বলিয়া মৃত্যুর আশঙ্কায় ফেলিয়া দেয়। কিন্তু যে বিষয়-ফল কাল-সর্পের সহস্র সহস্র দংশন দিয়ে জর্জ্জরিত

এবং যাহা ভোগ করিয়া ইতিপূর্ব্বে কত লোক মরিয়াছে, তাহাই ভোগ করিতে জীবের লালসা!

৪। অমৃতে অরুচি— ঈশ্বর অমৃত এবং তাঁর অমৃতরস পান করিয়া দেবতারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তথাপি এ অমৃতে মানুষের অরুচি!

৫। স্থূলে ভুল—যাহা ইন্দ্রিয়-গোচর স্থূলবস্তু, তাহাই সত্য মনে করি, আর যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহাই কল্পনার বস্তু বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু ভাবিয়া কেন দেখি না—কেন বুঝি না যে যাহা স্থূল, তাহাই নশ্বর—ছায়াবাজীর ছায়া-মূর্ত্তির ন্যায় ক্ষণে বিলীন হইয়া যায়, যাহা সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়াতীত, তাহাই অবিনশ্বর নিত্যস্থায়ী?

৬। বিন্দুতে সিন্ধু—ঈশ্বরের নাম "ওঁ"বা "হরি" এক বিন্দু, কিন্তু ইহার মধ্যে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম ও অনন্ত পুণ্যের সিন্ধু লুক্কায়িত। যে সাধন করে, সে ইহার মধ্যে ডুবিয়া তলাইয়া যায়।

৭। কার এ অদ্ভুত কৌশল?—অবগণ্ড শিশু কাহারও কোনও উপকার করে না —রাজার হালে তাহাকে রাখিবার জন্য বিনা বেতনে ভৃত্য হইয়া পিতামাতা আত্মীয় স্বজন তাহার তরে খাটিতে ব্যতিব্যস্ত। শিশুর ক্রন্দনে এত বল যে মহাবীরপুরুষকেও পরাস্ত করে। কে বলে দুর্ব্বলের বল নাই?

৮। দুঃখেই সুখ, সুখেই দুঃখ— সতীনারী শতচ্ছিন্ন মলিন বসনে ও অনশনেও আত্মপ্রসাদের স্বর্গ-সুখে সুখী, আর দুরাচারিণী বহু বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা ও পানভোজনে রত হইয়াও আত্মগ্লানির নরক যন্ত্রণা ভোগ করে!

নূতন বৈশাখ।

আজ তুমি আবার ফিরিয়া এলে। তাই তোমাকে জগৎ সংসার নববর্ষের শিরোমণি বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন। দ্বাদশ মাসান্তে কতবার আসিয়া কতবার বিদায় লইয়া, জগতের এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্র পর্য্যন্ত পর্য্যটন তোমার লক্ষ্যস্থল। এই একইরূপে সৃষ্টির আদিকাল হইতে তুমি যাতায়াত করিতেছ যখনি ধরায় তোমার পাদস্পর্শ হয়, তখনি সূর্য্য-করোত্তাপে ধরিত্রী তপ্ত হইয়া উঠেন। জগতে জীবনের মূল উত্তাপ, সেই উত্তাপ তুমি বুক ভরিয়া আনিয়া ধরিত্রীর কক্ষে কক্ষে ঢালিয়া মানব পশু পক্ষী উদ্ভিদ্ সকলের প্রাণে নূতন তাপ বিধান কর।

তুমি সকল মাসের রাজা, তোমার হস্তে বর্ষফলের অদৃষ্ট লিপি ন্যস্ত। নূতন পঞ্জিকায় তোমার মুখ দেখিয়া সকল ঘটনা পাঠ করিতে হয়। আমরা অন্ধ, সুতরাং ভাবী শুভাশুভের নির্ণয় করিতে অক্ষম।

তুমি যেমন বৎসরান্তে নবজীবন লইয়া

আসিতেছ যাইতেছ, আমরাও সেই পথাবলম্বী। তবে তোমার নির্দ্দিষ্ট কাল আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু আমাদের কালাকালের তত্ত্ব জ্ঞাত নহি। এত দর্শন বিজ্ঞান—সকলেই পরাস্ত। আমরা তোমার কার্য্য লক্ষ্য করি, উপলব্ধি করি, অনুভব করি, কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাই। তুমি সৌরকরে পরিচালিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণপূর্ব্বক নিয়মিত কার্য্যে অনুরক্ত থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পূর্ণরূপে সম্পাদন করিতেছ, আর আমরা মহান্ প্রভুর দাস দাসী হইয়াও সকল কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া প্রাণে অনন্ত বেদনা ভোগ করিতেছি। তাই আমরা অপূর্ণ, অনারাম, অনুতাপী। তোমার কার্য্য উত্তাপ দান করা, আমাদের কার্য্য তাপ বহন করা। হে মাসশ্রেষ্ঠ! তোমার গুপ্ত ভাণ্ডারে আমাদের নিমিত্ত কি লইয়া আসিয়াছ? আমরা অতি মূঢ়, তাই কেবল তোমার নিকট প্রতি বৎসরে বলি "হে দেবতা! নব বল, নব সুখ, নব উদ্যম দেও, তোমার ভাণ্ডারের যত ধন রত্ন সকলি আমার গৃহে ঢালিয়া দেও, ইহাই আমার প্রার্থনা।" কিন্তু তুমিত চিরসঙ্গী হইয়া থাকিবে না, তোমার পরেই বর্ষা। এই ক্ষণিক আলোকের পর সুনীল নভোমণ্ডলে কৃষ্ণমেঘের উদয় হইবে, বিদ্যুতের তীব্র কটাক্ষে কেহ ঝলসিয়া যাইবে, কাহারও মস্তকে বিষম বজ্রপাত হইবে।

বল বল নব বর্ষ, আমরা কি তোমার মত আপন লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিব? জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার যোগ্য বল শক্তি উদ্যম তোমার আগমনে কি সঞ্চয় হইবে? কিম্বা চন্দ্রকলার ন্যায় দিনে দিনে ক্ষয় হইয়া শেষে জীবনের সন্ধ্যাবেলা একেবারে শূন্য অন্ধকারে পরিণত হইবে?

পুরাতন বর্ষকে কাঁদিয়া বিদায় দিলাম ও নূতন তোমাকেও অশ্রুহারে বিভূষিত করিয়া গ্রহণ করিলাম। কোনও কবি বলিয়াছেন "অশ্রু দেবতার আশীর্ব্বাদ, অশ্রু নন্দনের মন্দাকিনীকূলে মন্দারছায়ায় আসীনা, সুধপানে নিরতা দেবকন্যার মধুর অধরচ্যুত অমৃতকণা। অশ্রু হৃদয়-সাগরজাত লাবণ্য-শ্রীসমুজ্জ্বল মুক্তাফল।" এ অশ্রুতে স্বর্গের জ্যোতি প্রতিফলিত কর।

হে নূতন বৈশাখ! তুমি যাহা সুখ দুঃখ আনিয়াছ, তাহা উপযুক্ত রূপে সেবিতে ও সহিতে বল দেও। আমাদের আত্মা স্বর্গীয় বলে বলীয়ান্ হউক। হে পুণ্যমাস! তোমার পবিত্র সহবাসে আমরাও পুণ্যলাভ করিয়া নূতন বর্ষের জীবনকে যেন পবিত্র ও ধন্য করি।

হে নব বৈশাখ! হিন্দুনারী আজ ঘরে ঘরে তোমার পূজা করিতেছেন, তোমাকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন, আতপত্র জলছত্র—সকলি তোমারই উদ্দেশে দান করিতেছেন। সম্বৎসর তাঁহাদের জীবনকে শীতল করিয়া রাখ, পর উত্তপ্ত পবন আসিয়া যেন বিড়ম্বনা না ঘটায়।

হে চির-নববেশধারী চিরপুরাতন বর্ষ-দূত! তোমারি বক্ষে তোমারি চক্ষে শত শত উত্থান পতন হইতেছে, তুমি অবিচলিতভাবে সহিতেছ; কিন্তু কোমল হইতে কোমল এবং কঠোর হইতে কঠোর যে মানব-হৃদয়, তাহা পরিবর্ত্তন সহিতে অক্ষম! তাহার শিক্ষা দীক্ষা বিধান কর। এই রম্য কানন প্রকৃতি নানা ফল ফুলে শোভান্বিত, কিন্তু সকলেরই পরিণাম এক—মৃত্যু। কেবল তোমার জীবন অনন্ত অক্ষয়। তুমি সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত একইরূপে একই ভাবে চলিবে। তোমার ক্লান্তি নাই—ক্লেশ নাই। গত বৎসর এ জগৎকে যেরূপ দেখিয়াছ, এবারে তাহার কত পরিবর্ত্তন! এই চঞ্চল পৃথিবীর সহিত তুমি অচঞ্চলভাবে কার্য্য করিতেছ। তুমি স্থির, তুমি শান্ত। মানবকে কবে তোমার মত করিয়া তুলিতে পারিবে? স্বর্গ মর্ত্ত্যের ব্যবধান দূর হইবে? হে পুরাতন বর্ষের নবমূর্ত্তি নব বৈশাখ! কাতর ও আর্ত্তজনদিগের হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে শান্তি দাও। তুমি দেবদূত হইয়া তাহাদের সকল অভাব মোচন কর। যে কুসুমস্তবক ঝরিয়া গিয়াছে, আবার তাহার গুচ্ছ রচনা কর। এই নশ্বর অলীক বিরহ ভেদ করিয়া সত্য শুদ্ধ মিলনে আমাদিগকে মিলিত কর।

শান্তি শান্তি শান্তি।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ—গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক লেখিকা, পাঠক পাঠিকা ও বামাবোধিনীর হিতৈষী বন্ধুগণকে নমস্কার। নববর্ষে সকলে ইহার উন্নতির সহায় হউন্।

নববর্ষের পঞ্জিকা—পাঞ্জিকামতে এ বৎসর বুধ রাজা ও শনি মন্ত্রী।

রাজা ভাল হইলে কি হয়, মন্ত্রী সর্ব্বানর্থের মূল।

রাজভ্রমণ—ইংলণ্ডেশ্বর ৭ম এডওয়ার্ড রাজ্ঞী আলেকজান্ড্রা সহ ফ্রান্স ভ্রমণ শেষ করিয়া স্পেনে গিয়াছেন। তত্রত্য রাজা আল্‌ফন্সো ও রাজমাতা ক্রিশ্চিয়ানা বহু সম্মানসহ তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়াছেন। আলফন্সো এডওয়ার্ডকে তাঁহার সৈন্যদলের কাপ্তেন জেনারল করিয়াছেন।

উডবরণ স্মৃতি—ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার জন উডবরণের প্রতিমূর্ত্তি লালদীঘীর ধারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লর্ড মিণ্টো ইহার আবরণ উন্মোচন করেন।

কলেজ দ্বার রুদ্ধ—লর্ড কর্জনের বিশ্ববিদ্যালয় নূতন আইনের ফলে দাক্ষিণাত্যের তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লীর কলেজ উঠিয়া গিয়াছে।

এ দিকে গবর্ণমেণ্ট টাকা কড়ী দিয়া কত কলেজ রাখিতেছেন, কিন্তু যেরূপ নিয়মের কড়াকড়ি হইয়াছে, তাহাতে ক্রমে কলেজ ও স্কুল কমিয়া যাইবে।

হিন্দু বিধবাশ্রম—পুনার আশ্রমে ৫৬টী বিধবা স্থান পাইয়াছে এবং ইহা-দ্বারা দুর্ভাগিনী রমণীদিগের শিক্ষা ও শিল্পোন্নতিসহ জীবিকার উপায় হইতেছে।

হিন্দু বিধবাদিগের ন্যায় শোচনীয় অবস্থাপন্ন অল্প জীব আছে। ভারতের সর্ব্বস্থানে তাঁহাদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। ধনাঢ্যা বিধবারা দরিদ্রা ভগ্নীদের জন্য কি কিছু করিতে পারেন না?

মিশরে মন্ত্রিপরিবর্ত্তন—লর্ড ক্রোমার স্বাস্থ্যের জন্য নিজপদ পরিত্যাগ করাতে সার গরষ্ট তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

লর্ড ক্রোমার লর্ড রিপণের দলের একজন সদাশয় ইংরাজ এবং যারপরনাই সুখ্যাতির সহিত প্রায় ২৯ বৎসর রাজকার্য নির্ব্বাহ করিয়া-ছেন। ভারতের মত মিশরে ঘোরতর স্বদেশী আন্দোলন এবং মিসরবাসীরা স্বরাজের জন্য ব্যগ্র। এখন মিশর শাসন বিশেষ কঠিন কার্য্য হইয়াছে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক—১৯টী মহিলা রুষিয়ার ফিনল্যণ্ড পার্লেমেন্টের সভ্য হইয়াছেন। ইংরাজ মহিলারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়াসী হইয়া দলে দলে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত, লাঞ্ছিত ও কারারুদ্ধ হইতেছেন।

স্ত্রীলোকের অধিকার ইংলণ্ড অপেক্ষা রুষিয়াতে অধিক, ইহা বিস্ময়কর। যাহাহউক ইংরাজ রমণীগণ যেরূপ নাছোড়বান্দা ও মরিয়া, তাহাতে শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্পেক্টর—ডাক্তার পি, কে রায়ের নিয়োগ ভারত গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন এবং তিনি এপ্রিল হইতে পরিদর্শন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

সর্ব্বপ্রথম এরূপ পদে বাঙ্গালীর স্থান অতীব গৌরবসূচক। ডাক্তার রায়ের ন্যায় গুণ ভক্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইংরাজদের মধ্যেও কম। তিনি যে যোগ্যতাসহ কার্য্য করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শোচনীয় মৃত্যু—শোণবর্ষার মহা-রাজা হরবল্লভ সিং কে সি আই ই বাহাদুর নিজ রাজধানীর ১২ মাইল দূরে কার্য্যোপলক্ষে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গত ১লা এপ্রিল হঠাৎ কে তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়াছে!!

মহারাজ অতি সদাশয় ও দেশহিতকর কার্য্যে উৎসাহী ছিলেন, তাহার এরূপ অপঘাত মৃত্যুতে দেশময় শোকস্রোত বহিয়াছে। জগদীশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন্।

দ্রুতযান—আমেরিকার মোটর গাড়ী ঘণ্টায় ১২৫ মাইল বেগে চলিতেছে। এরূপ হিসাবে ৮ দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার কথা।

মাদক সঙ্কট—এক বৎসরে বাখরগঞ্জ জেলার আবগারী বিভাগে ২০ হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে। ইহা সুলক্ষণ।

দুর্ভিক্ষ—বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে কত হাজার হাজার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ রিলিফে কার্য্য করিতেছে। দ্বার-বঙ্গে দুর্ভিক্ষ অক্ষুন্ন। দুর্ভিক্ষ এ দেশের নিত্য ব্যাধি হইল।

স্বদেশী ব্যাঙ্ক—মাদ্রাজে স্বদেশী আন্দোলন প্রবল হইয়াছে। তথায় স্বদেশী

ব্যাঙ্ক রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। উহার মূলধন ২০ লক্ষ টাকা এবং প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা।

বিদেশীয়া ব্যাঙ্ক করিয়া কত লাভ করিতেছে। প্রত্যেক স্থানে স্বদেশী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

লেডী রিপণ—ভারতসুহৃদ ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লর্ড রিপণ মহোদয়ের পত্নী সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। এ সংবাদে ভারতবাসী মাত্রেই দুঃখিত।

নূতন কাগজ—জাপানে ঠিক্ কাপড়ের ন্যায় নরম ও পাতলা এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হয়। এই কাগজ হইতে জাপানীরা জামা, রুমাল, তোয়ালিয়া ও টুপী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বদা ব্যবহার করেন।

কার্পাস চাষ—কোটা রাজ্যের জমীদার তাঁহার এলাকায় অল্প খাজনায় কার্পাস বুনিবার জন্য জমী বিলি করিতে প্রস্তুত আছেন, এইজন্য তিনি বঙ্গদেশ হইতে কৃষক চান। এ দেশের চাষীরা গৃহের মায়া কি ত্যাগ করিতে পারিবে?

জেলা সমিতি—ত্রিপুরা ঢাকা প্রভৃতি জেলায় "জেলা সমিতি" সংস্থাপিত হইয়াছে। সকল জেলায় স্থানীয় পঞ্চায়েতের মত জেলা সমিতির স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। এই উপাদানে প্রাদেশিক ও জাতীয় সমিতি গঠনের সুবিধা হইবে।

প্রতিজ্ঞা পূরণ।

১

বসন্তের ঘন-পল্লবিত আম্রকানন, নবোদ্গত মুকুলের মধুর সুবাসে সুরভিত, বিহগের কলকাকলী-মুখরিত, শ্যামল স্নিগ্ধছায়া-সমাচ্ছন্ন সুরম্য স্থান। দূরে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী উচ্ছ্বাসময়ী—তরঙ্গময়ী পূর্ণযৌবনার মত কুল কুল রবে বহিয়া যাইতেছেন। নদীর বালুকাময় তটভূমির সন্নিকটে আম্রকাননের দক্ষিণ ভাগে ভবানীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। একটী ক্ষুদ্র মন্দির, দুই একখানি কুটীরও মন্দির-গাত্র সংলগ্ন হইয়া আম্রকাননের ছায়া-শীতল স্থানে শোভমান রহিয়াছে। প্রভাতে একজন রমণী ভাগীরথীতে স্নান করিয়া আম্রকাননের মধ্য দিয়া কুটীরাভিমুখে যাইতেছিল। রমণীর ব্রহ্মচারিণীর মত বেশ, জটাজাল সমাবৃত সুদীর্ঘ কেশরাজি এলায়িত, মমতা-মাখান সুন্দর মুখখানি প্রভাত কুমুদের ন্যায় মলিন। পবিত্রতার পূর্ণ জ্যোতি রমণীর শারীরিক মোহন সৌন্দর্য্য অধিকতর উজ্জ্বল করিতেছিল।

সম্মুখে একজন যুবা পুরুষকে আপন অভিমুখে আসিতে দেখিয়া, রমণী আর অগ্রসর না হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। যুবক নিকটে আসিয়া বিনীতভাবে কহিল, "লক্ষ্মী! আজ সেই কথাটা বল্‌বে কি? আমি ছয় মাস হতে খোঁজ করচি, কই

রমানাথ মুখুর্জ্যের সংবাদ'ত পাওয়া গেল না। সে জন্ম তুমি আমাকে আর কোনও আদেশ করবে কি?" লক্ষ্মী উত্তর করিল, "এস, মন্দিরে যাই।" উভয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে লক্ষ্মী সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিয়া অভ্যাগত যুবককে বসিতে আসন দিল। তার পর স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল, "ভাই ইন্দুভূষণ! তোমার ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না, তুমি এই দীনা দুঃখিনীর জন্য যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না, মা ভবানী তোমার মঙ্গল করিবেন। আর তাঁহার সন্ধান করিবার আবশ্যক নাই।" বলিতে বলিতে লক্ষ্মীর কমল-নেত্র অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে মহাসমুদ্রের উদ্দাম তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, সে যেন প্রাণপণে তাহার অধীরতা চাপিতে প্রয়াস পাইতেছিল।

ইন্দুভূষণ লক্ষ্মীর অবস্থা দেখিয়া তাহার মনোভাব কতকটা বুঝিতে পারিল। উত্তর করিল, "সে কথা থাক্ লক্ষ্মী, রমানাথ তোমার কে, এখনও কি তা আমাকে বলতে তোমার কোনও বাধা আছে?" শুষ্ক বিকৃতকণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, "না বলিব তিনি আমার স্বামী।" ইন্দুভূষণ যেন বজ্রাহতের ন্যায় চমকিয়া গেল, তাহার অন্তরে শত বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল। কাতর-কণ্ঠে অধীর-ভাবে ইন্দুভূষণ বলিল, "লক্ষ্মী, লক্ষ্মী! তবে কি আমার চিরপোষিত আশালতা দাবানলে পুড়িয়া গেল? হতভাগ্য আমি, কি ভ্রমেই ভুলিয়াছিলাম!!"

২

লক্ষ্মী অতি স্নেহভরে ইন্দুভূষণের হাত ধরিয়া মধুরকণ্ঠে বলিল, "আমি তোমার মনোভাব কতকটা বুঝি'ছি, তাই এ কথা তোমাকে বলিতে পারি নাই। আমি জানি এ কথা জানিলে তুমি বড় ব্যথা পাইবে। কিন্তু ভাই ইন্দুভূষণ, তুমি যদি আমাকে একটুও ভালবাস, বল, আমাকে কি দ্বিচারিণী দেখিতে চাও?" উত্তেজিত-ভাবে ইন্দুভূষণ উত্তর করিল "না, না, লক্ষ্মী! তুমি পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি, তুমি স্বর্গের আলো, তুমি নিষ্কলঙ্ক পুণ্য-জ্যোতি, কলুষতার পঙ্কিল ভাবে তোমার দেবীপ্রতিমা তিলমাত্র মলিন হইতে দেখিলে আমি সহিতে পারিব না।" ধীরভাবে লক্ষ্মী বলিল, "তবে এস ভাই ইন্দুভূষণ! এই লও মায়ের নির্ম্মাল্য, ভবানীর সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে বল আজ থেকে তোমার সহোদরার মত আমাকে মনে করিবে, কামনার কলুষতা ত্যাগ করিয়া ভ্রাতার মত বিশুদ্ধচিত্তে আমাকে ভাল বাসিবে। পার যদি উঠিয়া এস, আর না পার যদি, ইহজন্মের মত আম্র-কানন পরিত্যাগ কর, ভবিষ্যতে আর কখনও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।" ধীরে ধীরে ইন্দুভূষণ উঠিল, ভবানীর নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিতে করিতে বলিল, "লক্ষ্মী! তোমার অদর্শন সহিতে পারিব না,

এই নিস্মালা লইয়া শপথ করিতেছি, আজ থেকে তোমাকে সহোদরা ভগ্নী ভিন্ন অন্য-ভাবে দেখিব না।” লক্ষ্মীর কমনীয় মুখ-মণ্ডল আনন্দের আভায় প্রফুল্লিত হইল। গদ্‌গদ ভাবে তখন লক্ষ্মী কহিল, “ইন্দু-ভূষণ! তুমি দেবতা, ভবানীর কৃপায় তোমার মত ভ্রাতৃরত্নলাভ করিয়া অসহায়া অনাথিনী আমি—আজ কৃতার্থ হইলাম। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, ভাই আমাকে মার্জ্জনা কর। শুন, আজ আমার জীবনের ঘটনাগুলি তোমাকে বলিব যাহা তুমি কতবার জানিতে চাহিয়াছ। আমার স্বামী আছেন, কিন্তু জানিও, আজিও আমার বিবাহ হয় নাই, আমি কুমারী।”

ইন্দুভূষণ নির্জীব পুত্তলিকার মত নিস্পন্দভাবে শুনিতেছিল। লক্ষ্মী ইন্দু-ভূষণের নিকটে বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল। “মধুপুরে আমার স্বামীর বাড়ী। আমার মাতামহ বেশ অবস্থাপন্ন ধনী ছিলেন, আমার মা তাঁহার একমাত্র কন্যা। শৈশবেই আমি পিতৃহীন হইয়া-ছিলাম বলিয়া মা আমাকে লইয়া মধুপুরেই থাকিতেন। আমি মার একমাত্র সন্তান ছিলাম, মাতামহ ও দুইজন মাতুল আমাকে খুব ভাল বাসিতেন। আমার মার একজন বাল্যসখী ছিলেন, তাঁহাকে আমি মাসীমা বলিতাম। তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত পশ্চিমে বাস করিতেন। আমি যখন সাত বৎসরের, তখন তিনি একবার মধুপুরে এসেছিলেন তাঁর একটি ১২ বৎসরের ছেলে সঙ্গে ছিল। অনেক দিনের কথা—আমার স্পষ্ট কিছু মনে নাই, মার কাছে পরে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাই বলিতেছি। অনেক দিনের পর দুই সখীতে দেখা হওয়ায় মা ও মাসীমার খুব আনন্দ হয়েছিল। তাঁরা দুইজনে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বদ্ধ হইবেন ভাবিয়া মাসীমার ছেলের সঙ্গে আমার বিবাহ দিবার পরামর্শ করিলেন। আমরা দুই-জনে তখন বালক বালিকা, বিবাহের কিছু বুঝিতাম না। মার ইচ্ছা হইল তখনই আমাদের বিবাহ হইয়া যায়, কিন্তু মাসীমার স্বামী তাঁর বালক পুত্রের বিবাহ দিতে কিছুতেই সম্মত হলেন না। মাসীমা-দের আবার পশ্চিমে যাওয়ার দিন নিকট হয়ে এল। তখন মা ও মাসীমা কত পরামর্শ কল্লেন। মাসীমা বল্লেন, দূরে চলে গেলে যদি আর বিবাহ না হয়, ভবিষ্যতে তাঁর ছেলের অন্য কোথাও বিবাহ সম্বন্ধ হলে যদি তাঁর স্বামী সেখানেই জোর করিয়া ছেলের বিবাহ দেন, তাহলে মাসীমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। মা বল্লেন, আমরা লুকিয়ে পুতুলের মত এখন দুটির বিবাহ দিয়ে দি এস, তিন চার বৎসর পরে তুমি এ বিবাহের কথা প্রকাশ করে আবার সকলকে জানিয়ে রমানাথের বিয়ে দিও। তখন আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। মাসীমা বল্লেন, সেই ভাল; আর আমারইত ছেলে, বিবাহ দিয়েছি ব’লয়া আমি যখন লক্ষ্মীকে পুত্র-বধূ বলে বরণ করে নেব, আর কোনও

বউ বরণ করব না বলুন, তখন আর স্বামীর হাজার অমত হলেও কিছু বলতে পারবেন না। তার পর একদিন মা ও মাসীমা লুকিয়ে পুতুলের বিয়ে দেবার মত আমাদের মালা বদল করিয়েদিলেন, এবং দুইজনেই ইষ্টদেবতার নামে প্রতিজ্ঞা কল্লেন। মা বল্লেন তিনি তাঁর মেয়ের আর কোথাও বিবাহ দিবেন না, মাসীমাও বল্লেন, তিনি তাঁর ছেলের আর কোথাও বিবাহ দিবেন না। তার পর আমাদের দুজনের ফটোগ্রাফ তুলিয়ে নিয়ে মাসীমারা পশ্চিমে চলে গেলেন। সে আজ ১৩ বৎসরের কথা। সেই ঘটনার পর আমার মা চারি বৎসর বেঁচে ছিলেন, এবং তাঁর মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে মাতামহ ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। মা যতদিন ছিলেন, মাসীমার সঙ্গে বরাবর পত্র লেখালেখি হ'ত। কিন্তু মা স্বর্গে যাবার পর আমি আজ অবধি তাঁদের কোনও খবর পাইনি। মৃত্যুশয্যায় মা আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, রমানাথ ভিন্ন অন্য পাত্রে আমি যেন আত্মসমর্পণ না করি ; তাহলে তিনি ধর্ম্মে পতিত হবেন। আর আমার মামাদেরও প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, আমাকে যদি চিরকুমারী থাকিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি রমানাথ ভিন্ন আর কাহারও সহিত যেন তাঁরা আমার বিবাহ না দেন, কারণ তাঁহার মতে আমি একরূপ বিবাহিতা হইয়াছি।

ক্রমে আমি বয়ঃস্থা হইয়া উঠিলাম। অবিবাহিত থাকার জন্য লোকে আমার নানারূপ নিন্দা করিতে লাগিল, মাসীমাও সেই পর্য্যন্ত আমার কোনও খবর নিলেন না। আমার জন্য মামারা সমাজে মুখ দেখাইতে পারিতেন না। আমার বিবাহের জন্য মামারা বিস্তর চেষ্টার পর অবশেষে নিরাশ হইয়া, আমাকে আর বাড়ীতে রাখতে না পেরে, আমারই ইচ্ছানুসারে এখানে এই মন্দিরের কাছে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়ে আমাকে রেখে গেলেন এবং তোমার উপরে আমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে গেলেন। বুঝি তাঁরা মনে করিতেছিলেন, এই সুযোগে যদি তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়ে যায়, তাঁরা নিশ্চিন্ত হন"। কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর মুখমণ্ডল লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

লক্ষ্মীর দীর্ঘ কাহিনী শুনিয়া বিস্মিত ইন্দুভূষণ বলিল, "হাঁ লক্ষ্মী! তোমার বড় মামা আমার পিতার বন্ধু, তাই তিনি আমাকে তোমার রক্ষার ভার দিয়ে বলে গেলেন কোনও কারণে লক্ষ্মী আজিও অবিবাহিতা, সে বিবাহ করতে চায় না, তুমি যদি লক্ষ্মীর সম্মতি নিয়ে তাকে বিবাহ কর, আমি বড় সন্তুষ্ট হব। আর জানিও, লক্ষ্মীরূপা লক্ষ্মীর চরিত্রে কোনও দোষ নাই। কোনও কারণে বাধ্য হইয়া লক্ষ্মীকে আমরা এখানে রাখিয়া যাইতেছি। বিবাহের পর লক্ষ্মীকে আবার আমরা মধুপুরে নিয়ে যাব। আমার বাবার সঙ্গেও তোমার মামার এ বিষয়ে অনেক পরামর্শ হয়েছিল,

তোমার মামা এখনও সর্ব্বদা তোমার মনের অবস্থা জানিবার জন্য আমাকে পত্র লেখেন। লক্ষ্মী! আজ আমি তোমার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। এমন তেজস্বিনী পবিত্রা রমণী আমি আর কখনও দেখি নাই। তোমার কি অদ্ভুত সত্যনিষ্ঠা, কি অসাধারণ স্বার্থত্যাগ! দেবি! তুমি রমণীরত্ন, জগতে তোমার এ গুণের তুলনা হয় না। কিন্তু লক্ষ্মী! তুমি কি আজীবন কুমারী থাকিয়া এই রূপেই দিন অতিবাহিত করিবে?" লক্ষ্মী দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, "হাঁ, অবশিষ্ট জীবনটা এই রূপেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কাটাইব ভাবিয়াছি, সংসারে আর আমার স্থান নাই।" শুনিয়া ইন্দুভূষণ অধোমুখে নিরুত্তরে রহিল।

৩

লাহোরের পেন্সন্ প্রাপ্ত সবজজ তারিণী চরণ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র সন্তান রমানাথ রূপে গুণে বিদ্যা গৌরবে বুদ্ধিমত্তায় সকলেরই প্রশংসাভাজন ছিল। রমানাথ হাইকোর্টের উকীল, বয়স ২৪ বৎসর, কিন্তু আজিও অবিবাহিত। লাহোরের অন্যতম ধনাঢ্য উকিল শ্রীপতি বাবুর কন্যা হেমলতার সহিত রমানাথের বিবাহ সম্বন্ধ হইতেছে, কিন্তু রমানাথের মাতা বাসন্তী তাহাতে অত্যন্ত আপত্তি করিতেছেন। তাহার কারণ লক্ষ্মী। সেই যে ১২ বৎসর পূর্ব্বে বাসন্তী লক্ষ্মীর সহিত রমানাথের গোপনে প্রাকর্ম্ম বিধানে বিবাহ দিয়া ইষ্ট দেবতার নামে শপথ করিয়াছিলেন, যে লক্ষ্মী ভিন্ন আর কাহারও সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিবেন না; সেই প্রতিজ্ঞা অহোরাত্র তাঁহার অন্তরে জাগরূক থাকিয়া শল্যের ন্যায় বাসন্তীর মর্ম্মভেদ করিতেছিল। কিরূপে লক্ষ্মীর সঙ্গে রমানাথের বিবাহ দিবেন, কেমন করিয়া পুত্রবধূরূপে লক্ষ্মীকে গৃহে আনিবেন, দিবানিশি বাসন্তীর সেই চিন্তা। কিন্তু তারিণীবাবু কোন মতেই লক্ষ্মীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত নহেন। প্রথম দুই বৎসর লক্ষ্মীর মাতার পরামর্শ মত বাসন্তী বিবাহের কথা গোপন রাখিয়াছিলেন। তাহার পর যখন তিনি স্বামীর নিকট সেই বিবাহের কথা গল্প করিলেন, তখন তারিণীবাবু ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া বাসন্তীকে অনেক তিরস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি গোপনে আমার অনভিমতে কিরূপে এই দুঃসাহসের কার্য্য করিয়াছ? আমি কখনই লক্ষ্মীর সহিত রমানাথের বিবাহ হইতে দিব না; দেখি তুমি কি করিতে পার?" বাসন্তী বিস্তর অনুনয়পূর্ব্বক পতির চরণ ধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনেক কাতোরোক্তির পর তারিণীবাবু কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "এখন ত কোনমতেই রমানাথের বিবাহ হইতে পারে না. ইহার পর যাহা হয় দেখা যাইবে।" তখন বাসন্তী মহা বিপদে পড়িলেন, নিরুপায় হইয়া লক্ষ্মীর মাতাকে লিখিলেন, 'এখন কর্ত্তা কিছুতেই পুত্রের বিবাহ দিতে চাহেন না, আরও দুই চার

বৎসর পরে বিবাহ হইবে।' লক্ষ্মীর মাতাও তাহাই বুঝিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। তিনি ভাবিলেন, যখন লক্ষ্মীকে আমি সম্প্রদান করিয়াছি, তখন একপ্রকার বিবাহই হইয়াছে। আর বাসন্তী যখন বিবাহ দিতে অঙ্গীকারবদ্ধা হইয়াছেন, তখন যতদিনেই হউক বিবাহ নিশ্চিত হইবে, তজ্জন্য উদ্বেগের কারণ নাই। তাহার পর যখন লক্ষ্মীর মাতা ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, তখন আবার বাসন্তী স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। নিজের প্রতিজ্ঞার কথা জানাইয়া সত্যপাশমুক্ত হইবার জন্য স্বামীর অনুমতি চাহিলেন। তখন তারিণী বাবু বলিলেন, "সে বিবাহ ত তোমাদের পুতুল খেলা হইয়াছে, সাংসারিক সম্বন্ধে তাহার কোনও দায়িত্ব নাই। আর প্রতিজ্ঞার কথা যাহা বলিতেছ, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সংসার করিতে হইলে সময় বিশেষে লোককে অমন কত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হয়। এক কথায় কখনও বিবাহ কার্য্য হয় না। আর এখন লক্ষ্মীর মা যখন নাই, তখন সে সকল কথার আর প্রয়োজন নাই। কিছুদিন পরে তাহারা নিশ্চয়ই অন্য কোথাও লক্ষ্মীর বিবাহ দিবে।" শুনিয়া বাসন্তী মরমে মরিয়া গেলেন, অনুতাপের যন্ত্রণায় তাঁহার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে লাগিল। নিষ্ঠুরহৃদয় স্বামীকে এ বিষয়ে আর কিছু বলিতে পারিলেন না। (ক্রমশঃ)

আমেরিকার নারীসমাজ।

শিক্ষা ও কার্য্যকুশলতা এই দুইটি বরণীয় গুণ সম্বন্ধে প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা করিয়া যদি আমরা ভারতবর্ষীয় রমণী সমাজের সহিত আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার তুলনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে যতটা প্রভেদ, ভারত ও আমেরিকায় ঠিক ততটা প্রভেদ। পাঠক ও পাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, আমেরিকায় যত প্রকার সরল ও কঠিন বিদ্যাশিক্ষার স্থান আছে, তথায় স্ত্রীলোকদিগের প্রবেশ অবারিত। কেবল তাহাই নহে, সে দেশে শিল্প, বাণিজ্য, ভাস্কর্য্য, সংগীত বিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, গণিত, সাহিত্য, ধর্ম্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, প্রভৃতি যত প্রকার শিক্ষা প্রচলিত, আমেরিক স্ত্রীলোকেরা সে সমুদয় আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। তদ্ভিন্ন যত প্রকার ব্যবসা, কারখানা, কার্য্যালয়, রাজকীয় শাসন বিভাগ দৃষ্ট হয়, স্ত্রীলোকেরা তাহাতে যোগ দিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও যুদ্ধক্ষেত্র এই তিনটি বিভাগ

ব্যতীত তিন শত তিন প্রকার বিভাগে স্ত্রীলোকের সহযোগিতা অতি সুস্পষ্ট ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমেরিকায় ১৯৩ জন স্ত্রীলোক কর্ম্মকারের কাজ করে; ১৯০ জন বয়েলার (Boiler) প্রস্তুত করেন; ৪০৯ জন বৈদ্যুতিক কারখানার মিস্ত্রি, তিন শত অট্টালিকা নির্ম্মাত্রী, ১২৬ জন ইঞ্জিনিয়ার বিভাগে নিযুক্তা; ১০৪১ জন শিল্প বিভাগে, ১৬৭ পাথরের খনির কার্য্যে প্রধানা তত্ত্বাবধায়িকা, ৫৪৫ জন সূত্রধারিণী, ২৪১ জন কাগজ প্রস্তুতকারিণী, ৪,৫১৭,৫৯ জন কেরানী, দুই সহস্র চিত্রকরী, ৬১ জন সম্বাদপত্রসম্পাদিকা, চারিশত শিক্ষয়িত্রী, ৭১ জন জাহাজের কর্ম্মে নিযুক্তা, তিনশত বিরাশী জন ছাপাখানার কম্পোজিটর, দুই শত একুশ জন ডাক্তার, নয়শত স্ত্রীলোক রৌপ্য ও স্বর্ণের দ্রব্য প্রস্তুতকারিণী এবং রাজনীতি বিভাগে ২৬ জন অধ্যাপিকা নিযুক্ত আছেন।

তা ছাড়া কত বিভাগে কত স্ত্রীলোক কার্য্য করিতেছেন, তাহার ঠিক্ সংখ্যা দেওয়া যায় না। পাঠক পাঠিকারা ভাবিয়া দেখুন, ব্যাপারটা কি !! স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতি এই উভয়জাতি মিলিয়া যেন ঘোরতর পরিশ্রমের সহিত আমেরিকার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন। তথাকার একটা সুন্দর নিয়ম এই যে, বালিকার ছয় বৎসর বয়ঃক্রম হইলেই তাহার লেখা পড়া শিক্ষারম্ভ হয়; দশবর্ষ হইলে তাহার রীতিমত পরীক্ষা হইয়া থাকে। পিতা, মাতা বা অভিভাবকগণ এই নিয়ম পালন করিতে বাধ্য; এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে রাজকীয় শাসন বিভাগ হইতে ইহার প্রতীকার হইয়া থাকে। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়েরও এরূপ শাসন-ক্ষমতা আছে।

আমেরিকার নিউইয়র্ক হারবর (Harbour) সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বন্দর। এখানে নৌ-বিভাগের কার্য্য অত্যন্ত জটিল, কুটিল ও কঠোর। অসাধারণ প্রতিভা ও কার্য্যকুশলতা না থাকিলে এই বন্দরে কার্য্য করা একেবারেই অসম্ভব। পাঠক পাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, এখানে ৮৪ জন স্ত্রীলোক ইঞ্জিনিয়ার-পদে নিযুক্তা আছেন, ইহার মধ্যে একটি স্ত্রীলোক মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার, তাঁহার উপাধি "মাষ্টার কাপ্তেন।" ইনি একটা প্রকাণ্ড জাহাজের সর্ব্বপ্রধানা কর্ত্রী; ইনিই ঐ জাহাজ চালাইয়া থাকেন এবং ইঁহারই হস্তে এই বিরাট বাষ্পীয় তরণীর সমগ্র ভার সমর্পিত হইয়াছে। একদা অতীব ভীষণ ঝটিকা, প্রবল তরঙ্গ এবং অত্যন্ত ক্লেশদায়ক জলোচ্ছ্বাসের সময়ে যখন সুদক্ষ পুরুষ নাবিকেরা জাহাজ চালাইতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, এই মাষ্টার কাপ্তেন সিন্‌সিনাটি হইতে পিট্‌স্‌বর্গ পর্য্যন্ত এই তরণী চালাইয়া সমগ্র আমেরিকা ও ইউরোপবাসীদিগের বিশেষ প্রশংসা-

ভাগিনী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষে (১৯০৬) আমেরিকায় ১৬৬৮ জন রমণী রেলওয়ে বিভাগে, ৪৮ জন অশ্বযান পরিচালনে এবং ৫৭১ জন দর্জ্জির কর্ম্মে নিযুক্তা আছেন। একজন স্ত্রীলোক রচেষ্টার নগরের একটা প্রকাণ্ড কারখানার প্রধান ম্যানেজার, আর একটি স্ত্রীলোক তদ্দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "লৌহ ও ইস্পাৎ কুঠির" তত্ত্বাবধায়িকা; শেষোক্ত স্ত্রীলোকের অধীনে ষোল শত পুরুষ কর্ম্মচারী কাজ করেন। সে দেশে ১৮৬ জন রমণীর রুটির কারখানা আছে। এক একটা কারখানার বার্ষিক আয় সপ্তদশ লক্ষ টাকা!! ৩২৩ জন নারী কেবল মৃতদেহ সংকার করিবার জন্য বড় বড় আফিশ খুলিয়া বসিয়া আছেন!! এই দেশে প্রায় ছয় হাজার রমণী নাপিতের কার্য্য করে। ৮০০ জন কেবল দন্তরোগের চিকিৎসা এবং ছয় শত জন কেবল পাথরের, হাড়ের, সোণার বা রূপার দাঁত বাঁধাইয়া প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র টাকা উপার্জ্জন করে। একাদশ সহস্র একত্রিশ জন স্ত্রীলোক গৃহ শিক্ষয়িত্রীর (Private tutress) কার্য্য করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করেন এবং দুই সহস্রাধিক রমণী সম্বাদপত্র ও মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রভূত সম্মান ও সুখশান্তির সহিত পুত্রকন্যাদির প্রতি-পালন করিয়া থাকেন। আমেরিকা দেশে এক্ষণে ১১১৩ জন রমণী উকিল আছেন। এক এক জন রমণী উকিল সম্বৎসরে প্রায় পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা উপার্জন করেন। সিংহল দ্বীপের এক অতীব শিক্ষিত, ধর্ম্মভীরু ও সম্ভ্রান্ত পুরুষের নাম অনরেবল মিষ্টর রমানাথ। ইনি তথাকার সুপ্রীম কোর্টের সলিসিটার জেনেরল নামক অত্যুচ্চ পদে নিযুক্ত আছেন। এই সুবিখ্যাত সদ্বিদ্বান্ পুরুষ দুই তিনবার আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তথাকার রমণী উকিলদিগের সম্বন্ধে ইনি যাহা লিখিয়াছেন, পাঠিকাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য বারান্তরে তাহার প্রসঙ্গ করিব এবং তৎসঙ্গে তত্রত্য রমণী-দের সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। (ক্রমশঃ)

মাতাজি মহারাণী তপস্বিনী।

এই সুবিখ্যাতা রমণীর সাংঘাতিক পীড়ায় সংবাদে আমরা বিষাদিত হইয়াছিলাম। গত ৭ই বৈশাখ তিনি সজ্ঞানে কাশী লাভ করিয়াছেন। এই তপস্বিনী একজন দাক্ষিণাত্য রমণী। আর্কটের রাজ-বংশে তাঁহার জন্ম হয় এবং তিনি বাল্যাবস্থা হইতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিতা এবং বেদান্ত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্না ছিলেন। তিনি ভারতের প্রায় সকল তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন,

এবং নেপাল ও দ্বারভাঙ্গার রাজপরিবারের সহিত বিশেষ পরিচিতা ছিলেন। সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি কলা বিদ্যা, রন্ধন, পরিচর্য্যা এবং অশ্বারোহণ প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। মাতাজির বিবাহাদি সম্বন্ধে কিছু গূঢ় কথা আছে। কিন্তু তিনি গৃহধর্ম্ম করেন নাই, ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সচরাচর রাত্রি ৪টার সময় শয্যা হইতে উঠিয়া স্নান করিতেন এবং বেলা ৯টা পর্য্যন্ত আহ্নিক পূজায় রত থাকিতেন। তিনি রুটি অন্নাদি আহার করিতেন না। সচরাচর চা ও দুগ্ধ পান করিয়াই জীবন ধারণ করিতেন, ইহাতেই তিনি বিলক্ষণ সুস্থ ও দীর্ঘজীবিনী হইয়াছিলেন।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন। তখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের ঘোর আন্দোলন। হিন্দু সমাজের অনেক প্রধান প্রধান লোক তাঁহার সহায় হইলেন। স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী, দ্বারভাঙ্গার ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান মহারাজা, স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতি ধনাঢ্য মহোদয় ও মহোদয়াগণ তাঁহার সহায়তা করেন। তাঁহার নিজেরও অর্থবল ছিল। ইহাতে এই কলিকাতা নগরে হিন্দু বালিকাদিগের শিক্ষার্থ মহাকালী পাঠশালা স্থাপিত হয়। কলিকাতার নানা পল্লীতেও ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ে বালিকারা বিনা বেতনে পড়িতে পায়। ইহারা উচ্চ শিক্ষা না পাইলেও কিছু কিছু লেখাপড়া ও নীতি শিক্ষার সুবিধা পাইয়াছে। ইহাদের মুখে দেব দেবীর নানাবিধ সংস্কৃত স্তোত্র শুনিতে বড়ই মধুর এবং শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রে পুষ্প-চন্দনাদি লইয়া রাজপথে পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে সারিবদ্ধ হইয়া গমন করে, এ দৃশ্যও মনোহর। এই বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ উন্নতি প্রার্থনীয়। জগদীশ্বর মাতাজির সুকৃতির পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে পরম শান্তিতে রক্ষা করুন্।

রাজেন্দ্রনাথ।*

১

স্নেহময় রাজু! নাকি গিয়েছ কোথায়?
কি শুনিনু নিরমম,
শত বজ্রাঘাত সম,
এ যে কি বাজিল বুকে সহা নাহি যায়,
সর্ব্বনাশ করি রাজু, কোথা গেছ হায়!

২

স্নেহময় রাজু, তুমি গিয়েছ কোথায়?—
শুনেছি দানব-বাণে,
বাসব আকুল প্রাণে
অচেতন, বর-বপু লুটিল ধুলায়;
পুনঃ সেই ইন্দ্র-পাত,
কে ঘটালে অকস্মাৎ,
মধ্যাহ্ন-তপন হেন কেন অস্ত যায়?

* যশোহর-চৌগাছায় স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের স্মরণার্থ।

৩

স্নেহময় রাজু, তুমি গিয়েছ কোথায়?
ধীরবেশ চিরদিন,
আলস্য-ঔদাস্যহীন,
কর্ম্মিষ্ঠ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সদা সুস্থকায় ;
সরল সহাস্যমুখ,
প্রাণভরা শান্তিসুখ,
পর-দুঃখ-তমোনাশে প্রভাকর প্রায় ।

৪

স্নেহময় রাজু, তুমি গিয়েছ কোথায় ?
পরের মঙ্গল-তরে,
খাটিলে সহস্র করে,
ব্যথিতে টানিয়া নিলে স্নেহার্দ্র হিয়ায় ;
উদ্যমী, সংযমী, যতী,
বিশ্বের কল্যাণ-ব্রতী,
অতুল অমূল্য ধন, দীন বাঙ্গলায় !

৫

স্বদেশের অনুরক্ত,
জনমভূমির ভক্ত,
কত জনে শিক্ষা দিলে মায়ের পূজায় ;
সত্য ধর্ম্মে সদা মতি,
বিজ্ঞতায় বৃহস্পতি,
শান্ত ধীর যুধিষ্ঠির লক্ষ্মণের প্রায় ।

৬

সোণার সংসারখানি,
তুমি রাজা * * রাণী,
আশ্বাস বিশ্বাস-মাথা সেথা সমুদায় ;
আনন্দ, আরামভরা,
পরাণ শীতল-করা,
পুত্র কন্যা বন্ধুভরা, প্রেম উথলায় ।

৭

অবহেলি এত সুখ,
ভাঙ্গিয়া সহস্র বুক,
অকালে অদিনে গেলে কেমনে কোথায় ?
ব্যথিত, পীড়িত, দীন,
নিরাশ্রয়, অন্নহীন,
তোমারে কি ডেকেছিল অশ্রুত ভাষায় ?

৮

বিপন্নের আর্ত্তনাদে,
সদা তব প্রাণ কাঁদে,
তাই কি কহিলে সদা "বুক ফেটে যায় ?"
না চাহিয়া কারো পানে,
অলক্ষিত ব্যোমযানে,
চলি গেলে তাড়াতাড়ি—বাসন্তী উষায় ?

৯

আজি যে অভাগী * *
গরজি অনল সিন্ধু,
গরাসিতে পোড়াইতে ছুটিয়াছে হায় !
বিশ্ব যে রাক্ষসরূপে,
আসিতেছে চুপে চুপে
গিলিবারে, তোমা বিনা কে বাঁচাবে তা'য় ?

১০

সংসারে কত কি জ্বালা,
কিছু যে জানে নি বালা,
আজ তার কোন তাপ লাগে নি যে গায় ;
জনমের ভাগ্য-বলে,
স্নেহ-হিমাচল-তলে,
ঘুমাইয়া ছিল বাছা এ তপ্ত ধরায়।

১১

কি নিঠুর জাগরণ,
দিলে তারে বাপধন !

ভাবিলে না কেন দিনে কার মুখ চায় ?
তার যে জগতময়,
শত বিভীষিকা ভয়,
জগত-জননী মাগো ! রেখ তারে পা'য়।

১২

স্নেহময় রাজু ! তুমি গিয়েছ কোথায় ?
তোমার স্নেহের ধন,
শিশু পুত্র কন্যাগণ,
আদরের পারিজাত ফুটেছে হেথায়।
কিছুই বোঝে না তারা,
উল্লাসেই মাতোয়ারা,
আজি যে "বাবা"রে খোঁজে অনাথের প্রায়।

১৩

চিকিৎসা, শুশ্রূষা অত,
আশঙ্কা আশিস্ শত,
কেমনে জন্মের মত ডুবিল গঙ্গায় ?
কি আশ্চর্য্য !—বাস্তবিক,
মানব-জনমে ধিক্,
অনন্ত অসীম আশা পলকে ফুরায় !

১৪

তুমি তো দেবের ছেলে,
দেব-কাজ সাধি গেলে,
বায় যথা মধু-শেষে মলয়ের বা'য় ;
আমরা-ই ধরাতলে,
ভাসিব নয়নজলে,
আমরা জনমশোধ দিয়াছি বিদায়,
আমাদেরি রাজু আর আসিবে না হায় !

১৫

প্রাণাধিক রাজু ! আর আসিবে না হায় !
সেই রাজু স্নেহময়,
মুখে মাখা বরাভয়,
অনাথের চিরসখা মহাদেব প্রায় !
আপনা ঢালিয়া দিয়া,
শতপাকে জড়াইয়া,
বাঁধিলে উদাস হিয়া মহা মমতায় !
গুরু, বন্ধু, বাপধন,
বড় আপনার জন,
কর্ম্মে বুদ্ধি, মর্ম্মে বল, সেবক সেথায় ;
তোমার অমর স্মৃতি,
প্রাণের পবিত্র-গীতি,
পূজিব হৃদয়-রক্তে নিত্য নিরালায় ;
যাও বাবা ! মা'র কাছে,
যেখানে অমৃত আছে,
অসহ্য রোগের জ্বালা যেখানে জুড়ায়,
যাও বাবা, মা'র কোলে স্বর্গ অমরায়।

তোমার "শুভাকাঙ্ক্ষিণী"
সেই হতভাগী।

লেডি রিপণ।

প্রায় ২৫ বৎসর হইল লর্ড রিপণ ভারতের গবর্ণর জেনারল্ হইয়া ভারত-বাসীর যেরূপ কল্যাণসাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য এ দেশের সর্ব্বসাধারণে তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এখন তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর। এই বয়সে পত্নী-বিয়োগ তাঁহার পক্ষে বড়ই ক্লেশকর। বিশেষতঃ তাঁহার পত্নী একটী আদর্শ রমণী ছিলেন। জীবে

দয়া তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ প্রধান গুণ ছিল। তিনি অসংখ্য পক্ষী সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে সন্তানবৎ পালন করিতেন। পক্ষীদিগের পীড়া হইলে তিনি নিজহস্তে চিকিৎসা ও শুশ্রূষাদি করিতেন। পক্ষীরাও তাঁহাকে এত ভাল বাসিত যে সর্ব্বদা তাঁহাকে ঘেরিয়া থাকিত এবং অশেষ প্রকারে তাঁহার প্রতি তাহাদিগের মায়া মমতার পরিচয় দিত। কোন কোন পক্ষী তাঁহার এত "নেওটা" ছিল যে, সিঁড়িতে তাঁহার পদ শব্দ শুনিবামাত্র তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া ডাকিত এবং দূর স্থানে গমনকালে তাঁহার সঙ্গী হইত। নর নারীর প্রতি তাঁহার ভালবাসাও অসাধারণ ছিল। ধনী দরিদ্র, গুণী মূর্খ, উচ্চ নীচ শ্রেণীর প্রভেদ তিনি জানিতেন না —সকলকেই তুল্যরূপ ভাল বাসিতেন। কোনও মহিলা যদি তাঁহার সহিত দেখা করিতেন, তিনি পর দিবস তাঁহার গৃহে গিয়া প্রত্যভিনন্দন করিতেন। পীড়া প্রযুক্ত যদি যাইতে না পারিতেন, পর দিবস তাঁহার নামের কার্ডখানি সেখানে যাইবেই যাইবে। তাঁহার উচ্চপদোচিত কর্ত্তব্য সাধনে তাঁহার গভীর মনোযোগ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল।

তাঁহার রুচি অতি সুন্দর ও বিশুদ্ধ ছিল। চেল্‌সি এমব্যাঙ্কমেণ্ট নামক স্থানে তাঁহার গৃহখানি ছবির ন্যায় সকল সুন্দর বস্তুতে সুসজ্জিত ছিল। অনেক ধন রত্ন ও মূল্যবান্ বস্তু যে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইত, তাহা নহে; কিন্তু গৃহলক্ষ্মীর গৃহে যেমন লক্ষ্মীশ্রী, তাহাই মূর্ত্তিমতী দেখা যাইত।

তাঁহার আকৃতি দেবীমূর্ত্তি ছিল এবং তাহাহইতে দেবজ্যোতি বিনিঃসৃত হইয়া সকলকে আনন্দ ও পবিত্রতায় পূর্ণ করিত। তিনি সুশীলতার কথা মুখে বলিতেন না, কিন্তু আচার ব্যবহার ও চরিত্রে নিয়তই তাহার পরিচয় দিতেন।

শারীরিক সৌন্দর্য্যে তিনি অতুলনীয়া ছিলেন। যৌবনকালে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা শতমুখে তাঁহার রূপলাবণ্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহার যৌবনকালীন মূর্ত্তির ছবি দেখিয়া এখনও নয়ন মুগ্ধ হয়। তিনি যে বর্ষীয়সী হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে যুবতী বলিয়া বোধ হইত এবং তাঁহার মুখশ্রীর প্রফুল্লতা দর্শকমাত্রেরই মনে আনন্দ সঞ্চার করিত। তাঁহার স্বামিভক্তিও চিরদিন আন্তরিক ও অকৃত্রিম ছিল। এরূপ রূপবতী ও গুণবতী জীবনসঙ্গিনী হারাইয়া ভারত-বন্ধু লর্ড রিপণ কতই ব্যথিত ও মর্ম্মাহত! জগদীশ্বর তাঁহার শোকানল নির্ব্বাণ করুন ও তাঁহার প্রাণে শান্তি বিধান করুন।

খুল্লনা।

(৫২৪ সংখ্যা—৩৬৮ পৃষ্ঠার পর)

সদাগরের অনেক বন্ধু বান্ধব নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। খুল্লনা রন্ধনের অনুমতি পাইয়া ভীতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবতীর নিকট কাঁদিতে লাগিলেন। ভক্ত-বৎসলা অভয়া তাঁহাকে অভয় দান করিলে খুল্লনা রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। সে কালের হিন্দু পরিবারের ভোজনে কিরূপ সৌখিনতা ছিল, তাহা খুল্লনার পাক করা ব্যঞ্জনের তালিকায় অনেকটা বুঝা যায়।—শুক্তা এখনও এ দেশের হিন্দু গৃহস্থের নিত্য খাদ্য—নটে শাকের সঙ্গে ছোট ছোট চিঙ্গড়ি মাছ, ফুলবড়ি দিয়া কাঁটাল বিচির ব্যঞ্জন—দুধে লাউ সিদ্ধ করিয়া তাহা মহরীতে সম্ভোলিত—মুগের ঝোলে আকরস দিয়া ডাউল—মরিচগুঁড়া আদার রস দিয়া কৈ মাছ ভাজা—মস্থর ও মাস কলাই মিশ্রিত ডাউল, তাহা হিঙ্গ ও জিরা দিয়া সম্ভোলিত—মানকচু ও বড়ি দিয়া রোহিত মৎস্যের ঝোল—চিংড়ি মাছের বড়া—খরসোলা মাছ ভাজা, আম দিয়া সৌল মৎস্যের অম্বল—এই সকলই সেকালের উপাদেয় ব্যঞ্জন—তাহার পর পায়স, কলার বড়া, মুগ সিদ্ধ ও চাউল বাটা ভিতরে ক্ষীর, তিল গুড় বা গুড় নারিকেলের পুর দিয়া মুগসাউলী ও ক্ষীর মোন্না ও ক্ষীরপুলি—ইহাই পিষ্টকের চূড়ান্ত। সদাগর বিদেশ হইতে আসিয়া এইরূপে সখের খাবার অনেক বন্ধু বান্ধব সঙ্গে আহার করিলেন। এখনকার কাল হইলে তাহাতে কাহার কি তৃপ্তি হইত? কারি, কাটলেট, পোলাও, কালিয়া কোপ্তা প্রভৃতি আফগানী বিলাতী খাবার না হইলে কে সদাগরের বাড়ী খাইতে আসিত?

সেকালের রাজা রাজড়া ও সদাগর-গৃহে সোণারূপার পান ও ভোজন পাত্র ব্যবহৃত হইত—সোণার প্রদীপ জ্বলিত। শয্যার বড়ই আড়ম্বর ছিল, কিন্তু দড়ির খাটের কথা শুনিয়া মনে হয় বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড় লোকের বাড়ীর শয্যা না দেখিয়া অনুমান বা অন্যের কথায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দড়ির খাটে মতির ঝালর দেওয়া রেশমী মশারির কথা শুনিলে তা বই অন্য কিছু মনে হয় কি?

দড়ি করিয়া আঁটি, প্রথমে বিছায় খাট,
তুলিয়া মশারি সাজে ঝাপা।
ফিতা করিয়া বান্ধা, উপরে টানালা চাঁদা,
বিছায় মালতী যূথী চাঁপা।
ধবল চামর বান্ধা, উপরে টাঙ্গায় চাঁদা,
প্রতি চালে মুকুতার ঝারা।
পাটের মশারি বেড়, ভূমে নামে গজ দেড়,
মাঝে মাঝে লাল পাটের ডোরা।

খুল্লনা বিদেশাগত পতিসকাশে গমনকালে লহনার পদধূলি গ্রহণ করিলেন—সাপত্ন্য-দ্বেষ খুল্লনার তখন মনেই আইসে নাই। সাধারণ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যেমন প্রবলা হইয়া থাকেন, স্বামীর উপর

অসাধারণ প্রাধান্য বিস্তারে তাঁহাকে আজ্ঞাবহ করিয়া থাকেন, খুল্লনার তেমন কিছুই ছিল না। খুল্লনার প্রকৃতির মাধুর্য্য প্রশংসনীয়; মনের মহত্বের সীমা হয় না, দুর্ব্বলাকে পুরস্কার কালেই তাহা দেখা গিয়াছে। খুল্লনা পরম পতিব্রতা, স্বামীর কৃত্রিম আজ্ঞা পরিপালনার্থ একটী বৎসর কাল যেরূপ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত।

খুল্লনা বিনোদ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সদাগর ইতিপূর্ব্বেই তাহাতে শয়ন করিয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন। দেবী ভগবতী খুল্লনার ভক্তি পরীক্ষা জন্য এক ফাঁদ পাতিলেন—সদাগরের প্রাণবায়ু হরণ করিলেন। খুল্লনার চক্ষে ধনপতি প্রাণহীন প্রতিপন্ন হইলেন। তিনি কাঁদিয়া অস্থির—আপনার ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন—দেবতার অপূর্ব্ব লীলায় মানবী খুল্লনা অস্থির—তিনি অনেক কান্নাই কাঁদিলেন—শেষে বিষ ভক্ষণে আত্মজীবন বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন। তখন দেবী আবার প্রসন্ন হইয়া সদাগরের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তিনি জাগ্রত হইয়া নব-প্রণয়িনীর সহিত প্রণয়সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সদাগর তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলে খুল্লনা একে একে বারটী মাসের দুঃখের কথা সমস্তই জানাইলেন, আর মিষ্ট বচনে যে ভৎর্সনা করিলেন, তাহা কোন মতে খুল্লনার বয়সের উপযুক্ত না হইলেও বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

দাণ্ডায়ে পতির পাশে, খুল্লনা মধুর ভাষে,
"জানিনু তোমার যত দয়া।
তোমার কপট বাণী মূল কাটি ঢাল পাণি,
দূরে গেলা কোন্দল ভেজায়া॥
মুখে কয় মধু বুলি, কেবল কপট দৃষ্টি,
হৃদয়ে তোমার হলাহল।
কি পাইলা অপরাধ, কেন এত বিসম্বাদ,
পরে পরে করাল্যা কোন্দল।
সাধু লোক যেবা হয়, কারো নাহি করে ভয়,
দোষ গুণ দেখি দেয় ফল।
মা বুঝি তোমাকে ইথে, স্ত্রীকে মার পরহাতে,
বিপরীত তোমার সকল॥
আইনু তোমার বাস, করিলাম বড় আশ,
বিধি বাম আমার উপর।
আশার পড়িল বাজ, বনিতা সভার মাঝ,
লাথি কিলে ভাঙ্গিল পাঁজর।
তুমি সাধু শুদ্ধমতি, ধর্ম্মপথে তব রতি,
প্রকাশ করয়ে জগজন,
অন্নে না উদর পুরি, খুঞার বসন পরি,
এ তোমার ব্যাভার কেমন॥
জগজনে তোমা জানি, কুবের সমান ধনী,
সাত নায়ে কর যে ব্যাপার।
তুমি হেন মোর স্বামী; ছাগল রাখিনু আমি,
এই লাজে পুরাবে আওয়ার॥
উথলে আমার বাণী, শ্রাবণের যেন পাণি,
সমুদ্রের যেমন তরঙ্গ।
যত দুঃখ দিল সতা, কহিব কতেক কথা,
তোমার নিদ্রার হয় ভঙ্গ॥
দুর্ব্বলা যেমন আছে, থাকিব তোমার কাছে,
দূর কর জায়া ব্যবহার।
জানিতে তোমার গুণ, করিবা আমারে খুন,
লহনা তোমার ক্ষুরধার।

কহিতে বিদরে বুক, না চাহি তোমার মুখ,
বিধি কৈল অধম অবলা।
সন্তাপে পোড়ায়ে মন, দাবানলে যেন বন,
বনে ফিরি কান্দিয়া বিকলা॥
যদি মোর ছিল দোষ, ক্ষমিতে নারিলা রোষ,
গলে কেন নাহি দিলা কাতি।
এই বড় ঠাকুরাণী, মুখে দিলা চূনকালী,
সতিনী হাসিয়া মারে লাথি॥
কহিতে মনের দুখ, বিদরে আমার বুক,
মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমিতলে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাচালী করিয়া বন্ধ,
বিরচিলা অভয়া মঙ্গলে॥

এই ভর্ৎসনার অস্থিতে অস্থিতে উগ্রতার হলাহল আছে, অথচ প্রত্যেক কথায় শিষ্টতা, শীলতা ও মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ হয়—ইহার একটী কথাতেও স্বামি-ভক্তির বিন্দুমাত্র অপচয় হয় নাই। ইহা ধীরে ধীরে সর্ব্বস্বাপহারী তস্করের ন্যায় সদাগরের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া মর্ম্মপীড়ায় তাঁহাকে অধীর করিয়াছিল। তাহার পরে খুল্লনা তাঁহার কৃত্রিম পত্র খানি হাতে দিলে তিনি তাহা পাঠ করিয়া স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধির ন্যায় হইলেন। লহনাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কারও করিলেন। লহনা খুল্লনার যথোচিত নিন্দাবাদ করিতে ছাড়িল না। ফলে সে সকল স্রোতোমুখে তৃণগুচ্ছের ন্যায় ভাসিয়া গেল। ধনপতি বড়ই অনুতাপ করিয়া খুল্লনার সহিত পাশক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। পাশা খেলায় সেকালের স্ত্রী পুরুষ সকলেই অতিশয় আসক্ত ছিলেন। ধনপতি অতি সুবুদ্ধি পুরুষ—তিনি লহনার চিত্তবিনোদনার্থে মিষ্ট কথায় অনেক উপদেশ দিলেন। ফলতঃ তাহাতে লহনার মন উঠিল না, তাহার মনে সাপত্ন্য-দ্বেষ জ্বলিয়া উঠিল—সে আপনার অতীত যৌবনের জন্য অনেক আক্ষেপ করিল।

অতঃপর খুল্লনা পুষ্পবতী হইলেন,—এই উৎসব উপলক্ষে সদাগর যে যেমন ব্যক্তি তাহাকে সেইরূপে সন্তুষ্ট করিলেন। স্ত্রীলোকেরা জলক্রীড়ায় প্রভৃত আমোদ প্রমোদ করিল—শাস্ত্রানুসারে খুল্লনার গর্ভাধান হইল—সঙ্গে সঙ্গে তিনি গর্ভ-ধারণও করিলেন।

এই সময়ে স্বর্গে এক তৌর্য্যত্রিকী সভা—সেই সভায় স্বর্গবিদ্যাধর মালাধর নর্ত্তক—তাঁহার নর্ত্তনে দেবসভা সন্তুষ্ট হইয়া নানা প্রকার স্বর্ণ ভূষণ পুরস্কার করিলেন, দেবাদিদেব মহাদেব আপনার কণ্ঠ হইতে হাড়মালা খুলিয়া মালাধরের গলদেশে অর্পণ করিলে মালাধর ঈষৎ হাস্য করিলেন। ধূর্জটীর কোপ হইল। তিনি তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া অভিশাপ দিলেন—তুমি যেমন ধনলোলুপ, তেমনি মর্ত্ত্যে গিয়া বেণিয়ার কুলে জন্মগ্রহণ কর।

এই অভিশাপে মালাধর কাঁপিতে কাঁপিতে মহাদেবকে অনেক স্তব স্তুতি করিলেন, তাহাতে তুষ্ট হইয়া ভবানীপতি বলিলেন—দেবলোকের চারি মাস কাল মর্ত্ত্যে অবস্থিতি করিয়া দেবী ভগবতীর ব্রত প্রচার পূর্ব্বক পুনরায় স্বর্গে আসিবে।

মালাধরের কলেবর দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইল, তাহার দুই স্ত্রীও স্বামীর সহমৃতা হইল। মালাধর উজানী নগরে খুল্লনার গর্ভে এবং দুই স্ত্রীর মধ্যে একজন দক্ষিণ পাঠনে শালবান্ রাজার পুত্রী অপর উজানীরাজ বিক্রম কেশরীর কন্যা রূপে মর্ত্ত্যে জন্ম পরিগ্রহ করিল।

(ক্রমশঃ)

পরির গল্প।

ব্যাঙ্ রাজা।

একটী রাজকন্যা এমন পরমা সুন্দরী ছিল, যে পৃথিবীতে তেমন আর দেখা যায় না। একটী সোণার গোলা ইহার বড় প্রিয় ছিল এবং সে তাহা লইয়া খেলা করিতে ভাল বাসিত। এক দিন এক কূপের ধারে বৃক্ষতলে বসিয়া বালিকা সেই গোলা লুফিতেছে, হঠাৎ তাহা কূপে পড়িয়া গেল। রাজকন্যার বড়ই দুঃখ হইল এবং সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় এক কদাকার ব্যাঙ্ কূপ হইতে মাথা তুলিয়া বলিল "অয়ি সুন্দরী, কাঁদিও না। জলে ডুব দিয়া তোমার খেলনা তুলিয়া দিব। কিন্তু তুমি অঙ্গীকার করিয়া বল যে আমাকে তোমার খেলার সঙ্গী করিবে, তোমার সহিত তোমার সোণার পাত্রে ভোজন করিতে দিবে, তোমার সোণার পিয়ালায় জল পান করিতে দিবে এবং তোমার ক্ষুদ্র তুষারশুভ্র শয্যায় আমাকে শয়ন করিতে দিবে।" রাজকন্যা সব স্বীকার করিল, কিন্তু ব্যাঙ্ সোণার গোলা তুলিয়া দিবা মাত্র রাজকন্যা ছুটিয়া পলাইল। ব্যাঙ চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাতে কর্ণপাত করিল না। পর দিন রাজপরিবারবর্গ মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়াছে, এমন সময় কে দরজায় ঘা দিতে লাগিল। রাজকন্যা দ্বার খুলিবা মাত্র দেখিল সেই কদাকার ব্যাঙ ঘরে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে। রাজকন্যা ভয়ে চীৎকার করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। তাহার পিতা রাজা তাহার কাছে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন "তুমি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা অবশ্য প্রতিপালন করিবে।" রাজকুমারী তখন অনিচ্ছার সহিত আবার দরজা খুলিল। ব্যাঙ ভিতরে আসিলে তাহাকে তুলিয়া টেবিলে বসাইয়া দেওয়া হইল। ব্যাঙ রাজকন্যার স্বর্ণপাত্র হইতে ভোজ্য আহার করিল এবং তাহার স্বর্ণ পেয়ালা হইতে জল পান করিল। ব্যাঙ উদর পূর্ণ করিয়া খাইয়া বলিল "আমি খাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমাকে রাজকন্যার শুভ্র-বিছানায় শোয়াইয়া দাও।" রাজকন্যা আপন শয্যায় তাহাকে স্থান দিতে অনিচ্ছুক

হওয়ায় রাজা বলিলেন "তুমি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিবে। এ তোমাকে বিপদে সাহায্য করিয়াছে, ইহাকে ঘৃণা করিতে পার না।" ব্যাঙকে শয্যায় তুলিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু রাজকন্যা রাগিয়া তাহাকে দেওয়ালে আছাড় দিলেন। যেমন আছাড়, অমনি ব্যাঙ এক দিব্যকান্তি রাজপুত্রের বেশ ধারণ করিল। সকলেই আশ্চর্য্য হইল। কিছু দিন পরে সেই রাজকুমারের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইল এবং তাহারা সুখে সংসার করিতে লাগিল।

সত্য রক্ষার ফল আশ্চর্য্য দেখ।

বঙ্গ মহিলার হিমালয় ভ্রমণ।

২৮শে নবেম্বর বৃহস্পতিবার। রাত্রিতে চিমনিতে এত কাঠ দিয়াছিলাম যে, দেখিলাম সকাল পর্য্যন্তও ধু ধু করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বেই উঠিয়া স্নানাদির পর বাহির হইয়া কি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম; সম্মুখের উচ্চ পাহাড় হইতে এভারেষ্ট শৃঙ্গ হীরকের ন্যায় ঝকমক করিতেছে। বালসূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হইয়া কখন কখন মাঝে মাঝে তাহাকে ইন্দ্রধনুর বর্ণে সাজাইতেছে। প্রকৃতির এমন রমণীয় শোভা দেখিয়া আপনাকে ভুলিতেছি। এখানে অন্ততঃ দুই তিন দিন থাকিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে। দার্জ্জিলিং ছাড়া পর্য্যন্ত আহার বিভাগের ভার সাধারণতঃ আমার উপর পড়িয়াছিল। আজ প্রত্যূষে উঠিয়াই কোনও কাজে হাত না দিয়া কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিব স্থির করিলাম। উচ্চ একটা পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ডের উপর বসিয়া সেই অনন্ত দেবের অনন্ত প্রসারিত রাজ্যে অনিমেষনয়নে দেখিতে লাগিলাম। সাংসারিক চিন্তা আপনা হইতে হৃদয় ছাড়িয়া দূরে পলাইয়া অনন্ত দেবের পূজার স্থান প্রশস্ত করিয়া দিল। এদিকে আমাদের বাঙ্গলায় আহারাদি ও যাত্রার জন্য তাড়াতাড়ি আরম্ভ হইয়াছে। উপর হইতে বিলক্ষণ গোল শুনিতেছি। প্রকৃতির শোভায় মন প্রাণ এতই মুগ্ধ যে আহারাদির ইচ্ছা একবারেই নাই। তথাপি আমার প্রভুভক্ত চাকর অনেক পরিশ্রমে সেই দুরারোহ শৃঙ্গে কিঞ্চিৎ আহার আনয়ন করিল। আমি তাহাকে সেই আহার পুরস্কার দিলাম। সে পাইয়া মহা সন্তুষ্ট, নিমেষে ভোজনপাত্র শূন্য করিল। অনেকবার আহ্বানধ্বনি শুনিয়াও আমি নামিলাম না। উপর হইতে দেখি, সহযাত্রিগণ জিনিস পত্র বাঁধিয়া সত্য সত্য রওনা হইতেছেন, কাজেই ধীরে ধীরে নামিয়া দলের সহিত

একত্র হইলাম। আমার অনুপস্থিতে * * মহাশয়ের উপর কুলীদিগকে ডাকিয়া দ্রব্যাদি বোঝাই, কোথায় কি আছে দেখা ইত্যাদি ভার পড়িয়াছিল। আসিয়াই দেখি, যুগান্তর উপস্থিত। ক্রমাগত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার কপালে ঘাম ছুটিতেছে, 'এমন বিশৃঙ্খলতার মধ্যে চলা ভার, এমন কি দার্জ্জিলিং ফিরিয়া যাওয়া শ্রেয়স্কর' ইত্যাদি অনেক বলিলেন। এত সহজ কাজে পুরুষদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে ভাবি নাই, সুতরাং বিলক্ষণ হাসিতে লাগিলাম। পুরুষবর কাহারও প্রতি ক্রোধ চালিতে না পারিয়া নিরুপায় ঘোড়ার পৃষ্ঠে লাঠি প্রহার করিতে করিতে ক্রোধাগ্নি কথঞ্চিৎ নির্ব্বাপিত করিলেন। আজ যে অপূর্ব্ববেশ ধারণ করিয়াছি, পরিচিত লোকে দেখিলেও ম্যাকবেথের ডাইনী বলিয়া ভয়ে দূরে পলাইতেন। ফটোগ্রাফ তুলিবার সুবিধা থাকিলে নিশ্চয়ই অপূর্ব্ব ছবি তুলিয়া বন্ধুগণকে উপহার দিতাম। প্রথমতঃ অত্যন্ত মোটা সাড়ী ও জেকেট পরিয়া আয়তন দ্বিগুণ হইল, তাহার উপর মাথা কপাল সব ঢাকিয়া ৩।৪ খানা শাল জড়াইলাম। হাতে মোটা পশমের দস্তানা। দুই হাতে দুই খানা বাঁশের লাঠি ভর করিয়া চলিতেছি। আশঙ্কা হয়, এই বর্ণনা পড়িয়া অনেকে ভয় পাইবেন। আজ ঘোড়াগুলিকে অতি সাবধানে লইয়া যাইতে হইল, কারণ সম্মুখের পর্ব্বতসকল একোনাইট প্রভৃতি নানা প্রকার তীব্র বিষের গাছড়াতে পূর্ণ। ঘাসের সহিত অজ্ঞাতে এ বিষ আহার করিয়া অনেক পশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এমন তেজস্কর বিষের গাছ দেখিলাম যাহার আঘ্রাণেই জীবন শেষ হয়। দুরন্ত শীতের কথা কি বলিব? এত কাপড়ে ঢাকা, তবু শীতে যেন অবশ করিয়া তুলিতেছে। এক এক বার বোধ হইল শরীরের রক্ত বুঝি জমিয়া গেল। শরীর গরম করিবার জন্য অত্যন্ত বেগে দৌড়িয়াও কিছু হইল না, অবশেষে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিলাম। চা প্রস্তুত হইল। তাহা পান করিয়া কত আরাম বোধ হইল, বলিবার নহে। দার্জ্জিলিং থাকিতে শুনিয়াছিলাম, ১০।১৫ মিনিট পরে পরে ব্রাণ্ডি প্রভৃতি তেজস্কর সুরাপান ভিন্ন ফেলুট-যাত্রিগণ বাঁচিতে পারে না। আমরা এ কথায় কর্ণপাত করি নাই, কিন্তু আমাদের সহযাত্রী ** মহাশয় মহিলাদিগকে মোমের পুতুলী ভিন্ন ভাবিতে পারেন না। পথিমধ্যে আমরা মারা গেলে তিনিই সকল নিন্দার ভাগী হইবেন ইত্যাদি অনেক চিন্তা করিয়া এক বোতল সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পথে কাহাকেও একটু বসিতে দেখিলেই নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিতেন, একটু ঔষধ খান, নতুবা আপনার ফেলুট পঁহুছান ভার। আমাকেই শেষটা অপদস্থভাবে ফিরিতে হইবে দেখিতেছি।" ভদ্র-লোকটীর উদ্দেশ্য অতি মহৎ হইলেও আমরা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করি নাই। একটী বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে দার্জ্জিলিং

হইতে ক্ষুদ্র শিশিতে কিঞ্চিৎ আদার আরক আনিয়াছিলাম, আজ এই ঘোর শীতে তাহা খুব কাজে লাগিল। অল্প পরিমাণে পান করিয়া বেশ গরম বোধ করিলাম। দেখিতে দেখিতে ঘন মেঘ আমাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিল। বৃক্ষশ্রেণী পর্ব্বতচূড়া কিছুই দেখা যায় না—এমন কি ৩।৪ হাত দূরস্থ পদার্থও দেখিতে পাই না। যেন সন্ধ্যার অন্ধকারে দিগ্‌-দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ইহার মধ্যে আবার তুষারবর্ষণ আরম্ভ হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তার ন্যায় তুষারকণাতে শাল পূর্ণ করিলাম। কোন্ পথে চলিব, দূর হইতে কিছুই দেখা যায় না। তথাপি শীতের তাড়নায় সকলেই দ্রুতগতিতে চলিলাম। আজ পথে প্রকাণ্ড গগনস্পর্শী পাইন ভিন্ন অন্য বৃক্ষ দেখি নাই। গাছগুলি যেন সৃষ্টির আরম্ভ হইতে দাঁড়াইয়া আছে। পথ ক্রমেই অধিক দুর্গম হইতেছে—এমন কি আরোহী লইয়া যাওয়া দুষ্কর বুঝিয়া ঘোড়াগুলি আপনা হইতে থাকিয়া থাকিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সঙ্কীর্ণ পথ একেই তুষারপাতে পিচ্ছিল, তাহার উপর আলগা পাথর পড়িয়া শতগুণ দুর্গম হইয়াছে। ডাণ্ডিওয়ালাগণ আমাকে লইয়া খাদে গড়াইতে গড়াইতে বাঁচিয়া গেল। এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়া ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিলাম। ঘোর মেঘমালা ভেদ করিতে করিতে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে আমরা ফেলুট বাঙ্গলায় পঁহুছিলাম। লক্ষ্য স্থানে সকলে নিরাপদে পঁহুছিলাম বলিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মিল বলিবার নহে। সর্ব্বাগ্রে সেই মঙ্গলময় বিধাতাকে কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিয়া শয্যাদির শৃঙ্খলায় প্রবৃত্ত হইলাম। রাত্রির অন্ধকারে বাহিরের কিছুই দেখা গেল না। এই বাঙ্গলাটী অন্যান্য বাঙ্গলা হইতে উৎকৃষ্ট। কুঠরীগুলি বেশ বড় বড়; গৃহসজ্জা, পাক ও ভোজন পাত্র যথেষ্ট পাওয়া গেল। গ্লাস-ঢাকা বারাণ্ডা এত লম্বা যে দৌড়িয়া শরীর গরম করিতে লাগিলাম, হাতের অঙ্গুলীর মাথায় অত্যন্ত ব্যথা বোধ হইল, ভাবিলাম ফাটিয়া রক্ত বাহির হইবে। পুনরায় সেই আদার আরক পান করিলাম। চিমনীর আগুনে পাকাদি করিয়া আহার করা গেল। প্রত্যূষে যে মনোহর দৃশ্য দেখিব, কল্পনা চক্ষে তাহা চিত্রিত করিতে করিতে অনেক রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে গেলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।

নূতন সংবাদ।

১। লেডি মিণ্টো আগামী ৫ই জুলাই বিলাত হইতে ভারত যাত্রা করিবেন।

২। নাইস পর্য্যবেক্ষিকার এমজিয়া কলিনি গত ৯ই মার্চ্চ এবৎসরের ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা একাদশ শ্রেণীর তারকা সদৃশ।

৩। ভারত-হিতৈষী হজসন প্রাট ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

৪। ছোট লাটের বেলভিডিয়ার রাজপ্রাসাদে একটী নাচঘরের জন্ত ১,৩০,০০০, টাকা এবং পলাসী রণক্ষেত্রে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য ২৫০০০, টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।

৫। জাতীয় শিক্ষা-সমিতির অধীনে পশ্চিম বঙ্গে ২টী ও পূর্ব্ব বঙ্গে ৮টী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতি হইতে ঢাকায় ১২৫, রংপুরে ১৪০, দিনাজপুরে ৭৫, কুমিল্লায় ৭৫, চাঁদপুরে ৫০, মাগুরায় ৪০এবং কালকাতা জুবিলি একাডেমিতে ৩০ টাকা মাসিক সাহায্য দেওয়া হইতেছে।

৬। স্পেনের রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ফরাসী ভাষায় এক নাটিকা লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন! ইঁহার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। জগদীশ্বর কুশলে রাখুন্।

৭। ছাত্রদমনের জন্য কার্লাইল সার্কুলার প্রসিদ্ধ আছে। এই মে মাসে হোম সেক্রেটারী সার হার্ব্বার্ট রিজলি ভারতের সকল গবর্ণমেণ্টের অনুশাসন স্বরূপ সেইরূপ নিয়ম বাহির করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগ লইয়া যত কড়াকড়ি করিবেন, জাতীয় শিক্ষার পথ ততই প্রসারিত হইবে।

৮। জাতীয় শিক্ষা সমিতি আগামী ১লা জুলাই ৫ম ও ৭ম ষ্ট্যানডার্ডের পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

৯। পূর্ব্ব বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা ক্ষেপিয়া হিন্দু দেবমূর্ত্তি সকল ভাঙ্গিতেছে, কাছারি ও বাজার লুট করিতেছে এবং আরও অনেক প্রকারে উপদ্রব করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের হস্তে সাহায্য না পাইয়া জামালপুরের হিন্দুগণ দেশত্যাগী হইয়াছেন। অন্যান্য স্থানের লোকও ঘোর বিপন্ন। একি অরাজক?

১০। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য সভা বন্ধ করিয়া দেশীয় প্রধান লোকদিগকে গ্রেপ্তার করাতে মহা হুলস্থূল পড়িয়াছে। সাধারণ লোক দলে দলে রাউলপিণ্ডি ও আরও কোন কোন স্থানে এত গোলযোগ করিতেছে যে, তাহার জন্য অশ্বারোহী সৈন্য আনা আবশ্যক হইয়াছে।

১১। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের উপকূলে একটী নূতন দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে।

১২। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের বিয়োগ-শোক উপশম হইতে না হইতে তাঁহার দ্বিতীয় জামাতার বিয়োগ-সংবাদ কি মর্ম্মভেদী ও ক্লেশকর! জগদীশ্বর মহারাজ ও রাজপরিবারকে স্বর্গের শান্তি জলে শীতল করুন্।

১৩। পঞ্জাবের স্বদেশব্রতী সুপ্রসিদ্ধ লাজপত রাওকে গবর্ণমেণ্ট বলপূর্ব্বক দেশান্তরিত করিয়াছেন।

১৪। আগামী বর্ষে ইটালীর স্বাধীনতা-উদ্ধারক গারিবল্ডীর শতবর্ষীয় স্মরণোৎসব হইবে। এই উপলক্ষে তাঁহার স্ত্রী আমিতার জন্য একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণার্থ ৪৫ হাজার টাকা মজুত রাখা হইয়াছে।

১৫। অমৃতসরের সনাতন ধর্ম্মসভা মহা সমারোহে এক কন্যা পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন।

১৬। পঞ্জাবের রসুল নামক স্থানে ২০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৩০০ প্লেগে মরিয়াছে। লোকাভাবে ঝিলম খাল কাটা বন্ধ।

১৭। গ্রেট ইণ্ডিয়া পেনিনসুলার রেলওয়ে লেডি মিণ্টো ফণ্ডে বার্ষিক ৫০০ টাকা দিবেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১—৩। শ্রীযুত বাবু শ্রীহরি ঘোষ প্রণীত ও প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাইয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম :—

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ; মূল্য ॥০ আনা।

বোধ গয়া ; মূল্য।০ আনা।

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ; মূল্য ৵০ আনা।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের পুরীর ইতিবৃত্ত এবং ভুবনেশ্বর ও লোকনাথ প্রভৃতির মন্দিরেরও বিবরণ আছে। বোধগয়ায় বুদ্ধদেবের স্থাপিত প্রাচীনগয়ার পুরাতন ও নূতন বৃত্তান্ত এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক কথা আছে। প্রসূতি পরিচর্য্যায় হোমিওপ্যাথিক মতে প্রসূতির চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষাদির ব্যবস্থা আছে। পুস্তক কয়েক খানি সরল ভাষায় লিখিত এবং অনেক অনুসন্ধান পূর্ণ। পাঠিকাগণ পাঠ করিয়া উপকৃত হইতে পারিবেন।

৪। রাজা রামমোহন রায়—শ্রীশশিভূষণ বসু প্রণীত। রাজা রামমোহন রায় বর্ত্তমান যুগের আদর্শ মহাপুরুষ এবং তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ সাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য। শশি বাবু সংক্ষেপে সুন্দর আকারে ইহা প্রকাশিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের একটি মহৎ অভাব পূর্ণ করিয়াছেন।

বামারচনা।

নববর্ষ।

নববর্ষ সমাগত, পুরাতন হল শেষ,
নবীন বরষে হেরি, প্রকৃতির নব বেশ।১
সাজায়েছে দিগঙ্গনা নব ভাবে নব ডালা,
বরষে বরিতে উষা গেঁথেছে নূতন মালা।২
সকলি নূতন আজ নূতন নূতন মন,
নব গীতি গাহে পিক নদী নব তানে বয়।৩
নূতন চাঁদিমা আজি নূতন তপন তারা,
নূতন সৌন্দর্য্যে আজি প্রকৃতি আপনা-হারা।৪
নূতন গজায় পাতা, নূতন ফুটেছে কলি,
নব মধুপান আশে ধেয়ে আসে নব অলি।৫
নূতন উদ্যমে আজি বুকে নব বল নিয়ে,
যে যাহার চলিয়াছে কর্ত্তব্যের পথে ধেয়ে।৬

পুরাতন নিয়ে শুধু পড়িয়া রয়েছি আমি,
মোরেও নূতন কর হে বিভু! জগত-স্বামী ৭
দাও বুকে নব বল, দাও প্রাণে নব আশা,
দাও নব কার্য্যভার, দাও মোরে নব ভাষা।৮
দুর্ব্বল পরাণ মোর, পুরাণ লাগে না ভাল,
এ নব বরষে শিরে নূতন আশিস ঢাল।৯
শিখাও গো বিশ্ব-প্রেম, শিখাও কর্ত্তব্য নীতি,
আত্ম-পর ভুলে যাব গাহিব প্রেমের গীতি১০
আজ কি মাগিব ভিক্ষা বিভু, তব পদে আর
মন প্রাণ তব কাজে সঁপি যেন অনিবার।১১
জানাও এ বিশ্ব সব তোমারি বিভূতি রাজ,
বিশ্ব-পূজা তব পূজা বিশ্ব-কাজ তব কাজ১২

শ্রীস্বভাবশোভনা সেন গুপ্তা, কাকিনা।

নববর্ষ আবাহন।

শ্যামল সুন্দর সাজে বরষ নূতন!
ধরণীতে আসি পুন দিলে দরশন।
শুষ্ক তরুরাজি অই তোমার পরশে
কিশলয়ে দেহ ঢাকি হাসে কি হরষে!
নব ভাবে বরি তোমা ডাকি সমাদরে,
পুনব ভাবেতে সাজি প্রফুল্ল অন্তরে
ভাঙাবীণা লও হাতে বাজুক সুতান,
হয়ত পাইতে পারি দিব্য নব প্রাণ।
ভাই বোন এস সবে হাত ধরা ধরি
শোক তাপ যাতনায় অশ্রু পরিহরি,
গভীর কৃতজ্ঞ ভরে অবনত-শিরে
প্রভুর আশিস মাগি চলি ধীরে ধীরে।
পশ্চাতে ফিরিলে শুধু শ্মশান-অনল!
যত হেরি ভগ্ন প্রাণ হয় হীনবল।
শ্যামলা প্রকৃতি-মুখ নিঁখুত সুন্দর
হেরিয়া জাগুক প্রাণে আশা স্তরে স্তর।
(প্রভু!) অসীম মরুর মাঝে শির নোয়াইয়া
তব আজ্ঞা বহি যেন যাইহে চলিয়া।
বসন্ত হিল্লোল তব কৃপা-সমীরণ,
সেবি তাহা লভি যেন নবীন জীবন।

শ্রী—ভা।

নববর্ষের উপহার।

এস ভাই, বোন গুলি, প্রাণের কবাট খুলি
প্রীতির কুসুম তুলি দিতে উপহার।
শুভ নববর্ষ দিনে, মিলি ভ্রাতা ভগ্নীগণে,
মনের মালিন্য ভুলি এস একবার।
ভুলি শোক দুঃখ জ্বালা,
আমরা বঙ্গের বালা,
এনেছি কুসুমমালা দিতে উপহার।
মনের কাপট্য ত্যজি, ভাই ভগ্নী এস সাজি
ভুলি ভাই দ্বেষাদ্বেষি, খুলি হৃদি দ্বার।
এনেছি যতনে তুলি, বনের কুসুমগুলি
ভাই ভগিনীর গলে করিতে অর্পণ।
ত্যজি ঈর্ষ্যা দ্বেষ, ভাই, এস সবে মিলে যাই,
করি সবে পরস্পর স্নেহ আলিঙ্গন।
ভুলিতে যাতনা দুঃখ, লভিতে বিমল সুখ,
একতার হার সবে করিব গ্রহণ।
এই নব বর্ষ দিনে, এস সবে প্রীতমনে,
ভাই ভগিনীতে হোক অনন্ত মিলন।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

মহৎ শিশু।

(Casabianca হইতে অনুবাদিত)

কি এক মহান্ দৃশ্য,
কি সাহস তার!
প্রজ্বলিত জাহাজেতে
কেহ নাই আর।
বালক একাকী শুধু
চাহি শূন্য পানে
সাহসে দাঁড়ায়ে আছে
ভয় নাই প্রাণে।
জল-যুদ্ধ বাধিয়াছে,
সেই সে কারণে
পিতা আজ্ঞা দিয়াছেন
থাকিতে সেখানে।
বীর-প্রসবিনী মাতা,
বীরের সন্তান
জানে না ভয়ের লেশ
নির্ভয় পরাণ।
অগ্নি-শিখা বেগে যবে
হল অগ্রসর,
পিতৃ-আজ্ঞা পালিবারে
অটল অন্তর।
ডাকিল সে উচ্চৈঃস্বরে
"বল পিতা বল
যাইতে কি পারি এবে
আমি তব স্থল।"
জানিত না বীর-শিশু
পিতা তার হায়!
মৃত্যুর করাল কোলে
শয়ান কোথায়।

পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিল পিতারে
"যাইতে কি পারি পিতা
কহ শীঘ্র করে।"
প্রজ্বলিত গোলা সব
ছুটিয়া ত্বরিতে,
মুখে চোখে চুলে তার
লাগিল পড়িতে।
আর একবার শুধু
কাতর অন্তরে
ডাকিল করুণ স্বরে
আপন পিতারে।
কহিল সে "তবে কিগো
নিতান্ত আমায়
থাকিতে আদেশ মত
হইবে হেথায়?"
রাশি রাশি অগ্নি আসি
বেড়িল বালকে,
তথাপি সে নির্ভয়তা
নিভিল না চোখে।
সহসা বজ্রের মত
ধ্বনিল কেবল—
ডুবিল অতল জলে
ফুরাল সকল।
কোন্ পথে এসেছিল
এ মহারতন,
রেখে গেছে অমরত্ব
মহত্ব ভূষণ!!

শ্রীসন্তোষকুমারী দেবী।

Bamabodhini Patrika.

AIDS TO DEVOTION.

The earth gets new life in conjunction with the sun in the Ares. How wondrous are the effects of this mysterious union—new foliage grow, the blossoms and flowers bud forth, the air becomes warm and fragrant, the bowers resound with the chorus of singing birds and the whole creation is full of fresh animation and joy. The human soul has similar mysterious union with the divine spirit, which gives it new life, the effects of which are manifest in its new hope and joy, peace and purity, energy and activity to lead godly life and to establish on earth the kingdom of heaven.

Know God well by (তপস্যা) *devotion.*
Nothing is impossible to *devotion.*

THE LATE LADY RIPON.

BENEFACTRESS OF THE POOR.

The Marchioness of Ripon died on Thursday night, February 28th, at his Lordship's residence at Chelsea.

Her Ladyship, a first cousin of the Marquess, was daughter of the late Mr. Henry Vyner, of Goutby Hall Horncastle, and a grand daughter of the first Earl de Grey.

She was formerly Lady of the Bedchamber to Queen Alexandra and was married to Lord Ripon in 1851. Their golden wedding was celebrated with great rejoicings and festivities by Ripon, and the neighbourhood, which had good reason to be grateful to the Marchioness. Her mother, Lady Vyner, had spent a great deal of time and money in deeds of unostentatious kindness to her poorer neighbours and at her death left £1,000 towards the establishment of a nursing institution for the city and its neighbourhood.

The late Marchioness, acting on the same principle as her mother of doing good by stealth, actively supported this institution, and on the occasion of the golden wedding, the City's gratitude took the form of providing permanent home for these nurses.

Among the Marchioness's ancestors was Lady Jane Grey, and it is not, perhaps, far-fetched to trace some resemblance between the gentle victim of political intrigue and the quiet retiring Lady Bountiful of Ripon. King Edward sent a telegram of condolence on hearing of her Ladyship's death, followed by an autograph letter, and on March 1st Lord Hamilton of Dalzell called at 9, Chelsea Embankment, with a message of sympathy from the King and Queen.

Although Lord Ripon is a staunch Roman Catholic, his wife was a Protestant.

The Marchioness of Ripon was one of the finest gentlewomen that England over produced. Feeling more delicate tenderness of heart, more deep sympathy with all human sorrow and suffering, more sincere never existed in any woman, you could see these fine qualities in her face. In youth

she was quite wondrously beautiful. I read once an old man's book and the page he devoted to her—whom he had known in her girlhood—still glowed with the enthusiasm of young. There are still extant portraits of her in that halcyon period of her life and they confirm the tradition of he youthful beauty. Even in recent years when she was old and when she was ill you could see the traces of her beauty; the face never could be anything but a spiritual, a sympathetic and an affectionate face. The eyes remained bright, candid—a little shy to the very end. And though you knew she must be old, she never struck you as old.

One of the little things in her surroundings which proved the sweetness of the nature was the large collection of birds. She knew all about birds and could treat them when they were ill, and nurse them back to health. And the birds in return paid her back to the full her affection. They seemed all to know her. She had a bullfinch once—as instance—that began to sing the moment he heard the footstep of his beloved misress on the stairs and indeed, was so attached to his mistress and so unhappy without her that he had to be carried around with her when she was visiting country houses. One day the Marchioness was found by a friend seated and the Marchioness without rising apologised the bullfinch who was ill and indeed dying, had settled in her neck and she could not rise without disturbing him.

Another of Lady Ripon's charms was the combination in her of the grande dame to her finger tips and of sympathies broad, generous and without a trace or a thought of discrimination of class. A doctor who knew her said to a friend of mine that in his experience he had never known a woman who knew so little of the distinction of class as she did when her sympathies were appealed to. And yet no lady could have been more punctilious in the discharge of all the duties of her great social position. If a lady called on, her card was at the visitor's house the very next day, often when she lay ill and suffering. She was exquisite in her tastes; her house on the Chelsea Embankment was full of beautiful things. There was no display—no heaping treasure upon treasure, but dainty and beautiful things—the intimate little possessions which appeal to the womanly woman to whom her home is her kingdom.

If one were to try to find the adjective which best summed up her nature it would be the word spiritual. She did not talk about the simple life but led it, just took enough food to keep life and this accounted, I dare say, for the slightness of her figure—the purity and the spirituality of the expression. That also was the reason perhaps why you had that feeling that she was young in spite of the record of calender. To sum her up she was one of those beautiful woman natures that to those she loved gave all and demanded nothing. As to the poor lonely husband whom she has left behind—after nearly sixty years of perfect companionship—his tragic lot is one too deep for tears.—J. T. O.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 526. June, 1907.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৪৫ বর্ষ। ৫২৬ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪। জুন, ১৯০৭। | ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার পুত্ররত্নলাভ—স্পেনের রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া একটী পুত্র-রত্ন লাভ করিয়াছেন। ইহার নাম "আল্‌ফন্সো" ও "ইভার্ডোক" হইয়াছে।

ইংলণ্ডেশ্বরীর ভ্রমণ—রাজ্ঞী আলেক-জান্ড্রা একখানি তরণীযোগে ভূমধ্যস্থ সাগর ও তাহার তীরস্থ আথেন্স প্রভৃতি স্থান সকলে ভ্রমণ করিতেছেন।

অগ্ন্যুৎপাত—এটনার ন্যায় ষ্ট্রম্বলি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইয়া নিকটস্থ দ্রাক্ষাক্ষেত্রাদি দগ্ধ করিয়াছে।

বাঙ্গালীর দেশীয় রাজ্যে সম্মান—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল মজুমদার, এম এ, গবর্ণমেণ্ট রাজস্ববিভাগে কার্য্য করিতে-ছিলেন। মহীশূর রাজ্যে তিনি "কণ্ট্রো-লার" নিযুক্ত হইয়াছেন।

পঞ্জাবে বিভ্রাট—গবর্ণমেণ্টের কতক-গুলি কার্য্য পঞ্জাববাসীরা অত্যাচার মনে করিয়া প্রকাশ্য সভায় আপনাদের মনো-ভাব প্রকাশ করে। ইহার ফল ভয়ঙ্কর হইয়াছে। লালা লাজপত রাওকে ধরিয়া গোপনে একেবারে ব্রহ্মদেশে চালান করা হইয়াছে। শিখ অজিত সিং পলাইয়া এরূপ বিপদ্ আপাততঃ এড়াইয়াছেন। নিম্নলিখিত ছয়জন প্রধান লোক হাজতে বিচারাধীন আছেন:—উকীল হংসরাজ সাহনী ও আমলোকরাম এবং বারিষ্টার গুরুদাস সাহনী, খাজান সিং ও পণ্ডিত জানকীনাথ কল।

দেশের আরও অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সৈন্যদলের মধ্যে গোল-যোগ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতি-বিধান চেষ্টা করিতেছেন।

প্রকাশ্য সভা বন্ধ—পঞ্জাব ও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় হুলুস্থুল পড়িয়াছে দেখিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্টে এই দুই প্রদেশের প্রকাশ্য সভা দমনের হুকুমজারী করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট দেশের শান্তিরক্ষার জন্য সময় সময় কঠোর নীতি অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু শাসনের দোষত্রুটি শ্রবণের জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকা এবং সময়ে তাহার প্রতীকার করা জ্ঞানী গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্ম।

লর্ড কর্জনের শুভদিন—লর্ড কর্জন

রীতিপূর্ব্বক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর পদে অভিষিক্ত ও এল এল ডি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

দিল্লীর সুলক্ষণ—যমুনাতীরে নীল-ছত্রী নামক দেবমন্দিরের মূল্যবান্ প্রস্তর সকল গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ স্থানান্তরিত করিতেছিলেন। হিন্দু মুসলমান এক হইয়া ইহাতে বাধা দিয়াছেন।

হিন্দু মুসলমান উভয়ে সমস্বার্থ ও সমব্যথী হইলে ভারতের দুঃখ থাকে না।

উল্কাপাত—গত ৯ই মে গাজীপুরে জুলালপুর রেলওয়ে ষ্টেষণের নিকট এক গ্রামে প্রায় ১০ সের হইতে ২ মণ ওজনের বৃহৎ উল্কাপিণ্ড পড়ে। ইহা প্রস্তর ও লৌহময়। ইহার পতনে গ্রামবাসীরা ভয়ার্ত্ত হয়।

উল্কা আকাশস্থ গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতির ভগ্নাংশ, দ্রুতবেগে পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। ইহার সহিত মানব-সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের কি সম্পর্ক বুঝা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাফল—এ বৎসর এফ এ পরীক্ষায় ১১০৩ জন উত্তীর্ণ; তন্মধ্যে ১ম বিভাগে ১৩৩, ২য় বিভাগে ৪৫৪ ও তৃতীয় বিভাগে ৫১৬ উত্তীর্ণ হইয়াছে। স্ত্রীলোক ৭জন উত্তীর্ণা, তন্মধ্যে ৪জন দেশীয়া। বেথুন কলেজের কুমারী মৃণালতা রায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

প্রতিজ্ঞা পূরণ।

(৫২৫ সংখ্যা—১৩ পৃষ্ঠার পর)

তারিণী বাবুর চরিত্রে অন্যান্য সদ্‌গুণ থাকিলেও তাঁহার একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি বড় জেদালো প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। নিজে যাহা ভাল বোধ করিতেন, অন্যে তাহাতে সহস্র দোষারোপ করিলেও সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না; নিজে যাহা করিবার সঙ্কল্প করিতেন, তাহা অশুভ হইলেও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিও তাঁহাকে সে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিত না। বাসন্তী স্বামীর স্বভাব ভালরূপেই জানিতেন, স্বামীকে সাধ্য সাধনা করিলে আর কিছু হইবে না বুঝিলেন। তখনও নিরাশার অন্ধকারে আশার ক্ষীণালোক বাসন্তীর হৃদয়ে দেখা দিতেছিল যে, পুত্র উপযুক্ত হইলে তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়া বিবাহ করাইবেন।

তারপর আরও তিন চারি বৎসর অতীত হইল। লক্ষ্মীর মাতুল স্বীয় ভগিনীর প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া তারিণী বাবুকে লিখিলেন যে, লক্ষ্মীকে আর অবিবাহিতা রাখিতে পারেন না, লোকে নিন্দা করিতেছে, তিনি শীঘ্র পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ গৃহে লইয়া যাউন। তারাণীবাবু সে পত্রের কোনও উত্তর দিলেন না, এবং বাসন্তীকেও কিছু জানাইলেন না। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মীর মাতুল তারিণী বাবুকে

অনেকগুলি পত্র লিখিলেন। তাহাতেও কোনও ফলোদয় না হওয়ায় নিজে অনুসন্ধানার্থ লাহোরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তারিণী বাবুর সহিত তাঁহার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না, সন্ধান লইয়া তারিণী বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে, তারিণীবাবু উত্তর দিলেন, "তিনি সে প্রতিজ্ঞা ও বিবাহের কথা কিছুই অবগত নহেন, সে বোধ হয় অন্য কেহ হইবে, তাঁহার পুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে" বলিয়া অম্লান বদনে মিথ্যা কহিলেন। পাছে বাসন্তী লক্ষ্মীর মাতুলের আগমনের কারণ জানিতে পারিয়া কিছু অনর্থ ঘটান, সেই আশঙ্কায় তারিণীবাবু তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিবার চেষ্টা করিলেন। অগত্যা ক্ষুণ্ণমনে লক্ষ্মীর মাতুল দেশে ফিরিয়া গেলেন, এবং অন্যত্র তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কিন্তু মুমূর্ষু মাতার অন্তিম শয্যায় মাতৃঅঙ্গ স্পর্শ করিয়া লক্ষ্মী যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা মাতুলকে স্মরণ করাইয়া বিবাহে অসম্মতি জানাইল। তখন হতাশ হইয়া লক্ষ্মীর মাতুল বলিলেন, "তোমার অদৃষ্টে বিবাহ লিখিত নাই, বিধাতার বিড়ম্বনা না হইলে এরূপ ঘটিবে কেন? আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, চিরকুমারী থাকাই তোমার ভাগ্যলিপি।"

এদিকে স্বামীর কৌশল সমস্ত জানিয়া বাসন্তী মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তিনি অপরের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে লক্ষ্মীর সংবাদ লইতেন। লক্ষ্মী আর বিবাহ করে নাই, তাহা তিনি জানিলেন। এই সময় একদিন বাসন্তী রমানাথকে কাছে ডাকিয়া সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত ভাবে জানাইয়া লক্ষ্মীকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে রমানাথ উত্তর করিল, "মা, তুমি এমন গুরুতর বিষয়ে ছেলে খেলা করিতে গেলে কেন? বাবার অমতে আমি কিরূপে বিবাহ করিব? তুমি কি বাবার স্বভাব জান না? তাঁর অনিচ্ছায় বিবাহ করিলে বাবা আমাকে শুদ্ধ ত্যাগ করিবেন। কিন্তু মা তুমি সেজন্য আর দুঃখ করিও না, অতঃপর তোমার অনুমতি না পাইলে আমি আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। ইহার পর আর বাসন্তী পুত্রকে বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি অহর্নিশি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জনিত মনস্তাপে এবং অভাগিনী লক্ষ্মীর ভবিষ্যৎ ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, অচিরে তাঁহার স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইয়া গেল।

৪

তারিণী বাবুর যত্নে শীঘ্রই হেমলতার সহিত রমানাথের বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। পিতার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও একদিন রমানাথ পাত্রী দেখিতে গেল। শ্রীপতি বাবুর সুবৃহৎ প্রাসাদের একটি সুসজ্জিত কক্ষে রমানাথ উপবিষ্ট, সায়াহ্নের স্নিগ্ধ সমীর অট্টালিকা-পার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যানের সুরভিরাশি বহন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ

করিতেছিল। দূরস্থ কোনও বাটী হইতে হারমোনিয়মের মোহন যন্ত্রে মধুর বামা-কণ্ঠের করুণ স্বরলহরী দূর দূরান্তরে ভাসিয়া যাইতেছিল। রমানাথ সেই উন্মাদক সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসে ভাবমুগ্ধ—বিভোর হইয়াছিল। এমন সময় বিচিত্র বস্ত্রাভরণ-ভূষিতা সুসজ্জিতা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কিশোরী হেমলতা সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সায়াহ্নের অস্তগামী দিনকরের উজ্জ্বল লোহিতাভা মুক্ত বাতায়ন-পথে আসিয়া হেমলতার সুন্দর মুখের উপর পড়িয়াছিল। মোহিতচিত্তে রমানাথ হেমলতার দিকে চাহিল, সলজ্জ দৃষ্টিতে হেমলতাও একবার রমানাথকে দেখিয়া লইল। চারি চক্ষুর মিলন হইল। মোহিনীর চারু অঙ্গনিঃসৃত মধুর সৌরভ রমানাথের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইতেছিল। সে রূপে রমানাথ মুগ্ধ হইল, হেমলতার মোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মহারা রমানাথ গৃহে ফিরিয়া গেল। তারিণীবাবু জিজ্ঞাসিলেন "রমানাথ! বিবাহে সম্মত আছ ত?" হেমলতার সৌন্দর্য্যের মোহ তখন যুবক রমানাথের শিরায় শিরায় তাড়িত সঞ্চার করিতেছিল, সে মন্ত্রমুগ্ধের মত সম্মতি জানাইল। মাতার অসম্মতি অথবা লক্ষ্মীর কথা তখন আর তাহার মনে ছিল না। ক্ষুদ্র বালিকা লক্ষ্মীর অস্ফুট স্মৃতি স্বপ্নের ন্যায় একবার রমানাথের মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু হেমলতার ভুবনমোহন রূপের ছটায় রমানাথের মানস নেত্রে লক্ষ্মীর সে ছায়া-মূর্ত্তি নিতান্তই ম্লান বোধ হইল। রূপ-মোহে উন্মত্ত রমানাথ তখন ভাবিল "হেমলতার কাছে কি লক্ষ্মী?"

তারপর একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে হেমলতার সহিত রমানাথের বিবাহ হইয়া গেল। সেই দিন বাসন্তীও কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়িনী হইলেন।

৫

মুমূর্ষু অবস্থায় একদিন বাসন্তী রমানাথকে নিকটে ডাকিয়া মর্ম্মভেদী স্বরে কহিলেন "বাবা রমানাথ! তুমি আমার সুসন্তান, তবুও মাতাকে সত্য-পাশ হইতে মুক্ত করিতে পারিলে না। আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না, কিন্তু অঙ্গীকার পালন করিতে না পারিলে মরণেও আমি শান্তি পাইব না। অভাগিনী লক্ষ্মীর চিন্তা দিবানিশি আমাকে নরকযন্ত্রণা প্রদান করিতেছে, আমি একটি বালিকার চিরজীবনের সুখ হরণ করিয়াছি। সে তেজস্বিনী বালিকা, আজিও অবিবাহিতা থাকিয়া ব্রহ্মচারিণী-বেশে মাতৃ-সত্য পালন করিতেছে; আর তাহার মাতার প্রেতাত্মা—ধর্ম্মশীলা প্রাণসখীর পরলোক-গত পবিত্র আত্মা বালিকার দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া—বিশ্বাসঘাতিনী পাপিষ্ঠা আমাকে নিয়ত অভিশাপ প্রদান করিতেছে। রমানাথ বাছা, তুমি কি আমায় এ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতে পার না? আমি আর সহ্য করিতে পারি না।" বলিতে বলিতে বাসন্তীর বিশীর্ণ কপোল প্রান্তে কয়েকটি অশ্রুধারা গড়াইয়া

পড়িল। রমানাথ অধীর হইয়া উঠিল, মাতার পদযুগল ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "মা! মা! তোমার নরাধম সন্তান—আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, বল কি করিলে তুমি শান্তি পাইবে? এই তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, প্রাণপণে তাহা পালন করিব।" বাসন্তীর মুখ ক্ষণেকের জন্য প্রফুল্ল হইল, পুত্রকে নিকটে বসাইয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করতঃ কহিলেন, "বাবা, তুমি চিরসুখী হও, আমার নিজের কর্ম্মফল নিজেই ভোগ করিতেছি, তোমার অপরাধ নাই। এখন আর তোমাকে বেশী কি বলিব, তবে এই সময় তুমি যদি লক্ষ্মীকে আনিয়া একবার আমাকে দেখাইতে পার, তাহা হইলে বুঝি কিছু শান্তি পাই।" অনুতপ্ত রমানাথ বলিল "তাহাই হইবে, আমি আজই মধুপুরে যাইতেছি।" বাসন্তী কহিলেন, "বৎস, লক্ষ্মীকে ও তার মামাকে আমার অবস্থার কথা বলিও, তাহা হইলে সরলা বালিকা নিশ্চয়ই আমাকে দেখিতে আসিবে। এই লও রমানাথ, একখানি ছবি—বিবাহের দিন এই ফটো আমি তোলাইয়া আনিয়াছিলাম। ইহা দেখিয়া তুমি লক্ষ্মীকে চিনিতে পারিবে বোধ হয়।" বলিয়া শয্যার নিম্ন হইতে এক খানি ছবি বাসন্তী রমানাথের হাতে দিলেন। রমানাথ দেখিল পুষ্পভূষণে ভূষিতা মুক্তকেশী হাস্যময়ী একটি অনিন্দ্য সুন্দরী বালিকামূর্ত্তি, রমানাথের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। "এই লক্ষ্মী?" —লক্ষ্মীর কথা রমানাথের একটুও স্মরণ হইত না, কবে ছোট বেলায় দেখিয়াছিল, এক্ষণে তাহা স্মৃতির বহির্ভূত, অনেক চেষ্টায় স্বপ্নের মত সে কথা তাহার মনে পড়িত। রমানাথ ভাবিল "এই লক্ষ্মী, না জানি এখন কেমন হইয়াছে?" সেই দিনই রমানাথ মধুপুরে যাত্রা করিল। তারিণী বাবুও পত্নীর অবস্থা দেখিয়া ইদানীং কিছু অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিষ্ঠুরতার পরিণাম যে এইরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা তিনি আশা করেন নাই। আর পুত্রের বিবাহ দিবার পর হইতে তিনি এ বিষয়ে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং এখন আর কোনও বাধা দিলেন না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুশীলাবালা দেবী।

ব্রহ্মদেশে শিশুপ্রদর্শনী।

ভারতবর্ষে রাজপুতানা সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে শিশুহত্যা-প্রথা প্রচলিত ছিল, ইংরাজশাসন-প্রভাবে তাহা তিরোহিত হইয়াছে। শুনা যায় ব্রহ্মদেশে এইরূপ কদাচার অদ্যাপি আছে। মগ শিশু-দিগের প্রতি উপযুক্ত যত্ন করা হয় না, সেই জন্য তাহাদিগের মৃত্যুসংখ্যা অত্যধিক। এই অত্যাচার নিবারণ এবং

শিশুদিগের পুষ্টিসাধনের উদ্দেশে শিশু-মৃত্যু-নিবারণী (Society for the Prevention of Infantile Mortatity in Burma) নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভা হইতে এ বৎসর শিশুপ্রদর্শনীর উদ্যোগ হয়। ব্রহ্মদেশীয় জননীরা এ কার্য্যের সহায়তা করিবেন আশা ছিল না। কিন্তু কার্য্যতঃ আশাতীত ফললাভ হইয়াছে। গত ২৭এ এপ্রেল রেঙ্গুণের জুবিলী হলে প্রদর্শনীর কার্য্য আরম্ভ হয়। মেজর উইলিয়ম এবং কাপ্তেন রষ্ট (Major William and Captain Roast) তালিকা গ্রহণের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, ২।৩ ডজনের অধিক শিশু আসিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্য ২৬এ শুক্রবার হইতে শিশুসমাগম হইতে লাগিল। সে দিন রেজেষ্টারী করা হইল না। ২৭এ শনিবার বর্ম্মি মা বাপ, বড় ভাই ও ভগ্নী দলে দলে ছেলে মেয়েদিগকে লইয়া আসিতে লাগিল। জুবিলী হল, বারাণ্ডা ও রাস্তা লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। বয়স অনুসারে শিশুদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া মাদুরের উপর সাজান হইল। দৃশ্য অতি মনোহর হইল। জননী প্রভৃতি বাহার দেওয়া কাপড় চোপড় পরিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে দৃশ্য আরও উজ্জ্বল ও নয়নমুগ্ধকর হইল। বর্ম্মি-শিশুরা অতি শান্ত ও সুশীল, কোন প্রকার গোলমাল না করিয়া স্থির ভাবে রহিল। মেজর উইলিয়ম এবং কাপ্তেন রষ্ট প্রত্যেকে ৫০০ প্রতিযোগীর নাম তালিকাভুক্ত করিলেন এবং বয়স অনুসারে প্রত্যেকের ওজন লইয়া পুরস্কার নির্দ্ধারণ করিলেন। বালকবালিকাদের স্বাস্থ্যও বিবেচনা-স্থলে গৃহীত হইল। পুরস্কারযোগ্য শিশু-দিগের বাহুতে নীল, লাল ও পীতবর্ণের ফিতা সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইল এবং যেমন তাহারা পুরস্কার পাইতে লাগিল, অমনি এক একটী করিয়া তাহাদিগকে দর্শকদিগের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইল। স্যার চার্লস ফক্স এক এক করিয়া সকলকে পুরস্কার দিতে লাগিলেন। দর্শনেই সকলের তৃপ্তি, তাঁহাকে আর কোনও বক্তৃতা করিতে হইল না। তিন মাসের কম বয়সের শ্রেণীর শিশুদিগের মধ্যে মাংথামং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসিত হইল। এই বয়সের বালকের শরীরের গড় ওজন সাড়ে নয় পাউণ্ড; কিন্তু তাহার দেহের ওজন ১৮ পাউণ্ড অর্থাৎ ৯ সের। মেজর উইলিয়ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৃহৎ পরিবারে পারিতোষিক দান করেন, তাহা যে পরিবার পায়, তাহার বালক-বালিকাদের সংখ্যা ১১টী,২০ বৎসর হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত তাহাদের বয়স। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছিলেন শ্রীমতী লাউং, বিচারকদের মধ্যে ৪ জন সাহেব ও ২ জন বিবি ছিলেন।

তপস্যা।

(১)

আমি একজন বঙ্গবাসিনী। আমার মামাতো ভাইঝির বিবাহের জন্য বড়ই স্নেহের, বড়ই আদরের নিমন্ত্রণ পাইলাম। সেই স্নেহ ও আদর পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে মায়ের সহিত মামার বাড়ীতে গেলাম। আনন্দে উৎসবে কয় দিন বেশ কাটিয়া গেল।

সুখের দিন যাইতে বড় বিলম্ব হয় না; সুতরাং আমাদেরও সেখানে থাকার দিন শীঘ্র শীঘ্র ফুরাইতে লাগিল। সহরবাসিনী ভগিনীরা কেহ কেহ শুনিয়া বিস্মিতা হইবেন, আমি সে পল্লিগ্রামে অনেক স্থানে অবাধে বেড়াইতে পারিতাম, তার উপরে কয়টী সমবয়স্কা সখীও পাইয়াছিলাম, ছাড়িয়া আসিতে হইবে ভাবিয়া বড়ই মন কেমন করিতে লাগিল।

একদিন দুপুর বেলায় বাটীর প্রায় সকলে ঘুমাইয়াছেন, আমি একা জাগিয়া একখানি সংবাদপত্র পড়িতেছিলাম; সহসা পূবের বাড়ীর মণি দিদি আসিয়া আমার হাত ধরিয়া কোথায় টানিয়া লইয়া চলিল। তাহার আচরণে আমি বিস্মিতাও হইলাম, আপ্যায়িতাও হইলাম; হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মরণ আর কি! নিয়ে যাচ্ছ কোথায়?"

মণি দিদি গম্ভীরমুখে উত্তর করিল "যমের বাড়ীতে—আপত্তি আছে কি?"

আমি উত্তর করিলাম "যমের বাড়ীতে যাইবার সময়ে কোনও আপত্তি খাটে না, মণি দিদিও সে পথের পাণ্ডা নয়; আপাততঃ কাহাকে না বলিয়া আসাটা কি ভাল হইল?"

মণি দিদি পূর্ব্ববৎ টানিয়া লইতে লইতে বলিল "বৈতরণী পার হইবার সময়ে কাহাকেও বলা কাহারও রীতি নাই, তবে আজ আর যমের বাড়ীতে গিয়া কাজ নাই, ভূতের বাড়ী দেখিবে চল।"

ভূতের বাড়ীর গল্প আমি এখানে আসিয়া অনেকবার ইহাদিগের মুখে শুনিয়াছি। আমি সে সব কথা বিশ্বাস করি নাই বুঝিয়া ভূতের বাড়ী দেখাইবার জন্য মণি দিদির এত আগ্রহ! তখন আমি উৎফুল্ল হইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে মণি দিদির হাত ধরিয়া চলিলাম; আর আমাকে টানিতে হইল না।

(২)

আমি মণি দিদির সঙ্গে চলিলাম। খানিকটা ভাঙ্গাচোরা বাঁকা পথ; খানা, ডোবা, বাঁশ গাছের সারিপূর্ণ বনপথ; সূর্য্যের কিরণ ক্বচিৎ উঁকি দিতেছে; দোয়েল, পাপিয়া, কোকিল মধুরকণ্ঠে কাকলী করিতেছে, তমাল ফুলের গন্ধে বন আমোদিত করিতেছে; ভ্রমর মৌমাছি সব মধুর ঝঙ্কার তুলিয়াছে; এই সব দেখিতে শুনিতে পথ বাহিয়া চলিলাম।

সহসা মণি দিদি আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল—ঐ। চাহিয়া দেখি প্রায় সাত আট হাত দূরে একটী পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ী। ছাদের আলিসা খসিয়া পড়িয়াছে, দেয়ালে ফাট ধরিয়াছে, চূণের জমাট পড়িয়া গিয়াছে; প্রাচীরের গায়ে বট অশ্বত্থ মাথা জাগাইয়া আছে; সদর দরজার কপাট খানিকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

"ভূতের বাড়ী" শুনিয়া যে কেহ ভাবিবেন এ বাড়ী ভূতেরাই রাজমিস্ত্রী আনিয়া, ইট, কাঠ, চূণ, সুরকী কিনিয়া প্রস্তুত করিয়াছে, ভরসা করি বামা-বোধিনীর পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে সে রকম "সরল" লোক কেহই নাই। কথা এই যে ঐ বাড়ীতে নাকি এক সময় তিনটি লোকের অপমৃত্যু ঘটনা হয়; তাহারা তো উপদেবতা হইয়া ঐ বাড়ীতে আছেই, অধিকন্তু তাহাদের সমাজের অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও ওখানে যাতায়ত করিয়া থাকে; কেননা ক্ষান্ত গোয়ালানী, নাপিতানী বুড়ি, রামা চাঁড়ালের পিসী, ইহারা অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছে, ভূতেরা কোন দিন শৃগাল কুকুর বা সর্প-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বেড়ায়, কোন দিন পরম সুন্দর যুবক ও যুবতীর রূপ ধারণ করে, কোন দিন ঢিল ছোড়ে; অধিক কি কলু বৌকে একদিন বৃষরূপে তাড়া করিয়া মারিতে আসিয়াছিল, ইত্যাদি।

প্রতি দিনের মত আজিও যে এই ভূতের বাড়ীর সমক্ষে দাঁড়াইয়া এই "সনাতন সত্য" ঘটনাগুলি আমি একেবারেই অবিশ্বাস করিব, ইহা মণি দিদি স্বপ্নেও জানিত না। তার পরে যখন আমি সেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিবার একান্ত আগ্রহ জানাইলাম, তখন মণি দিদির আজন্মের বিস্ময়াপন্নতা তাহার আপাদমস্তক অধিকার করিল। এ রকম অসম্ভব সাহস মনুষ্যে—বঙ্গবাসিনী স্ত্রীলোকে কিরূপে করিতে পারে, তাহা সে ধারণা করিতে পারিল না।

তারপরে যখন আমি সেই যারপরনাই বিস্মিতার হস্ত নিজের হস্তে টানিয়া লইয়া সত্য সত্যই ভূতের বাড়ী অভিমুখে অগ্রসর হইলাম, তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল; সে আমাকে প্রথমে নিবারণ করিল, তাহাতে অশক্ত হইয়া শেষে বলিল "তোর সাহস হয়, তুই দেখিয়া আয়, আমি এই খানে দাঁড়াই।"

তখন কে জানিত যে, ভূতের অধিক ভূত আমার ঘাড়ে চাপিবে বলিয়া আমি একাকিনী সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

(৩)

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি, বাড়ীটা বেশ বড়, কিন্তু জনশূন্য। এখন উঠানে জঙ্গল; বারাণ্ডায় মাকড়সার জাল; কোনও ঘরের ভিতরে চামচিকা উড়িতেছে, কোনও ঘরের ইষ্টক খসিয়া পড়ায় ঘরের ভিতর সূর্য্যকিরণ ঝলমল করিতেছে, কোনও ঘরের কারনিসের উপরে পাখীতে বাসা বাঁধিয়াছে। আমি

এই সব দেখিতেছিলাম। যদিও ভূতের কোন চিহ্ন পাইলাম না, তথাপি এরকম নির্জ্জনে একা একা বেড়াইতে মনে যেন অজানা আশঙ্কা আসিতে লাগিল। তখন মনে মনে এই গৃহের সেই ভূতপূর্ব্ব অধিস্বামী এবং অধিস্বামিনীর কথা ভাবিতে লাগিলাম। তাহারা কেমন ছিল, কি ভাবিয়াছিল, কি করিত, আজি কেবল এই বাড়ীই সে সব কাহিনী জানে। এই বাড়ী কত সুখ দুঃখের কথা জানে; কত হাসি অশ্রুর কথা জানে; কত জন্ম মৃত্যুর কথা জানে; কত বিবাহের, কত বিচ্ছেদের কথা জানে—এমন সময়ে ও কি ও?

মৃদু মৃদু মনুষ্য-কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। এখানে মানুষ কোথা হইতে আসিল? সত্য সত্য ভূত নাকি? আমি ধীর পাদ-ক্ষেপে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলাম; সেই ঘরের বদ্ধ জানালার ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া দেখিতে পাইলাম, পাশের ঘরের মধ্যে দুই জন লোক বসিয়া আছে; একখানা পুরাতন তৈলনিষিক্ত চেয়ারের উপরে একজন যুবক, কিছু দূরে ঘরের মেজের উপরে একজন যুবতী; দুজনের আকৃতি এত সুন্দর যেন আঁধার বনের ভিতর দুটী গোলাপ ফুল ফুটিয়াছে; দুজনেই সম্রান্তবংশীয় বোধ হইল; যেন কোনও শাপভ্রষ্ট দেবদেবী এই আঁধার ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন! কিন্তু ইহারা কারা? এইরূপ গোপনে লুক্কায়িত থাকিয়া ইহাদের কথা বার্ত্তা শুনা কি আমার উচিত? মেয়েটীকে সদ্বংশ-জাতা ও সধবা বলিয়া বোধ হইতেছে, মেয়েটীকে ডাকিয়া সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলে হইত, কিন্তু পুরুষ মানুষটীর কাছে আত্মপ্রকাশ করিব কি করিয়া?

সহসা আমার চিন্তায় বাধা পড়িল; কেন না শুনিলাম, রমণী যুবককে কিছু রুক্ষ ভাবে বলিল "এ সব মিছা কথা কাটাকাটি করিয়া কি হইবে, আমি এখন আসি।" এই কথায় যুবক বড়ই ব্যথিত হইল, আকুলস্বরে বলিল "এখনই যাইও না সুষমা, আর একটু খানি বোসো।" মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া যুবক আবার বলিল "দেখ, তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিবে, তাহাই করিব; নিশ্চিত জানিও।"

সুষমা হাসিল, সে আনন্দের হাসি নহে; একটা কি তিরস্কার-পূর্ণ অভি-মানের হাসি; সেই হাসি হাসিয়া বলিল "আমার আর কি বলিবার আছে বল দেখি? সকল পথই ত খুঁজিয়া দেখিলাম, কিন্তু একমাত্র মৃত্যুপথ ভিন্ন আর আমার কোন্ পথ খোলা আছে বল দেখি?" যুবক অধিকতর আকুল হইয়া সাগ্রহে বলিল "আচ্ছা তাই, এস! দুজনে একত্রে বিষ খাইয়া মরি।"

সুষমা। আমি মরিতে পারি—মরিলেই এ জ্বালা জুড়াইবে তাহা জানি, কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ; এত বড় পাপ করিয়া ভগবানের কাছে মুখ দেখাইব কিরূপে? আর তুমি যে কথায় কথায়

বিষ খাইতে চাও, তাহা হ'লে তাঁদের উপায় কি হবে?

যুবক অশ্রু মুছিয়া বলিল "তাঁদের উপায় ভগবান্ আছেন। আত্মহত্যা মহাপাপ তা জানি, কিন্তু আমি যে মহা পাপী সুষমা! তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী, তোমার প্রাণে এত ব্যথা দিয়াছি, এ যন্ত্রণা যে আর সহিতে পারিতেছি না সুষমা—" যুবা আর কিছু বলিতে পারিল না; কোঁচার কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এবারে সুষমার আর সে দর্পিতা তেজস্বিনী মুর্ত্তি রহিল না। স্নেহময়ীর মত নিজের অশ্রু মুছিতে মুছিতে যুবকের কাছে গিয়া দাঁড়াইল; বাষ্পাকুল গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল "তুমি কাঁদিও না; সত্যই কি তুমি আমার প্রাণে আঘাত করিয়াছ? গত জীবনের কথা ভাবিয়া দেখ, তাহা কদাপি নহে; আমার অদৃষ্টই আমার এ দশা করিয়াছে। কিন্তু—কিন্তু আমার বড় ক্ষোভ এই যে, তুমি আমার স্বামী, আমার পবিত্রতার দেবতা, আমি কি না লুকাইয়া কুলটার মত তোমার সহিত দেখা করিতে আসি!"—

সুষমা সহসা থামিয়া উচ্চ কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, তাহার স্বামীও কাঁদিতে লাগিল; ঠিক্ এই সময়ে একটা বউ কথা কও পাখী করুণকণ্ঠে মধুর রবে আকাশ মাতাইয়া দিল; এই মধুর মধুরতম সঙ্গীত ভঙ্গ করিয়া মণি দিদির সভয়-আহ্বান আমার কাণে পৌছিল। আমি সাবধানে অথচ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলাম।

আমাকে জীবিতাবস্থায় অক্ষতদেহে ফিরিতে দেখিয়া মণিদিদি যেন কৃতার্থা হইল; সে আমাকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমি ভাল করিয়া কোনও উত্তর করিতে পারিলাম না; কেননা সুষমাই বা কে, তাহার স্বামীই বা কে, কেনইবা এরূপ অবস্থায় পরের নির্জ্জন বাড়ীতে উভয়ে দেখা করে, এই সব চিন্তায় আমার মন আকুল হইতেছিল। এক দিন যে ভবিষ্যৎ আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিবে, তাহা তখন আমি জানিতাম না। (ক্রমশঃ)

মহিলা সমিতি—বাদ প্রতিবাদ।

(প্রাপ্ত)

বিগত ফাল্গুন মাসের বামাবোধিনীতে বেথুন কলেজে আহূত মহিলা-সমিতির অধিবেশন ক্ষেত্রে উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে কতকগুলির বেশভূষা ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদির বিষয় আলোচনা করিয়া জনৈক লেখিকার এক ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গত চৈত্র সংখ্যায় মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের টীকাসহ অপর এক মহিলার প্রতিবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধ বাহির হইবার পর মনে করিয়াছিলাম এ বিষয়ে তাঁহার কোন কোন কথার সমর্থন আবশ্যক, কিন্তু শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করি। কিন্তু প্রতিবাদপত্র ও টীকা বাহির হওয়ায় বিষয়টি আর উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া আমার আলোচনা পত্রস্থ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

নব্যবঙ্গের উৎপত্তি, গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে আপনাকে ত্রিকালজ্ঞ বলিতে বাধা নাই। আপনি বর্ত্তমান সমাজ গঠনের সূচনাকাল হইতে এ পর্য্যন্ত সমস্তই পরিজ্ঞাত, এবং ইহার গঠনকার্য্যে প্রচুর সহায়তা করিয়াছেন। আপনাদের পরিশ্রমে সুফল ফলে নাই, এ কথা বলিলে ঠিক্ কথা বলা হইবে না। অবশ্যই স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতায় শুভ ফল ফলিয়াছে। কিন্তু প্রাচীনতন্ত্রের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে স্ত্রীজাতির শতবিধ দুর্দ্দশার মধ্যে যে সারল্যপূর্ণ নিষ্ঠা ও সদাশয়তা বিরাজ করিত, আজ তাহা অপহৃত বলিয়াই মনে হয়। আমার এ ধারণা ভুল কি না আপনিই তাহা বিচার করিবেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এজন্য দায়ী কে? —রমণীগণ, না পুরুষগণ? স্ত্রীজাতি প্রকৃতিপরম্পরা কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল বলিয়া আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোথাও পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। পুরুষগণের নিকট স্ত্রীজাতি আপনাদের অধিকারের সমগ্র ভাগ কবে বুঝিয়া লইতে পারিবেন, তাহার স্থিরতা নাই। জগতের সর্ব্বত্র প্রবল যাহা অধিকার করিয়া বসে, দুর্ব্বলের তাহা আদায় করিতে বেগ পাইতে হয়—আর দুর্ব্বলকে সর্ব্বদাই প্রবলের ইঙ্গিতে উঠিতে বসিতে, ও তাহার মনোরঞ্জনে নিযুক্ত থাকিতে হয়, ইহাও সহজ সত্য কথা।

বাঙ্গালী বাবুদের যখন শিখা ফোঁটা ছিল, তখন গৃহিণীগণ শাঁখা সাড়ীতে তুষ্ট ছিলেন। বাঙ্গালী বাবুরা যখন বাবুরি-কাটা চুলে বাহার দিতে শিখিলেন, তখন পুরাঙ্গনারা ঝাপ্‌টা কেশে কেশবিন্যাসে ব্যস্ত হইলেন। এখনকার হ্যাট কোটে "ঘাড় কামান" কর্ত্তার সম্মুখে গৃহিণীর শাঁখা শাড়ী ও ঝাপ্‌টাও মানায় না। যাহা মানায়, তাহাই হইতেছে। আর আমার বিশ্বাস শত সহস্র বাদ প্রতিবাদে ও তিরস্কারে ইহার প্রতীকার হইবে না, কারণ মনুষ্য-সমাজ সর্ব্বত্রই রুচির অধীন, রুচি বস্তুটা প্রবৃত্তিমূলক। যে দেশে বা যে সমাজে যেরূপ প্রবৃত্তির প্রবাহ বহিতে থাকে, সেখানে রুচি তদনুরূপ আকার ধারণ করিবেই করিবে।

আড়ম্বর, বেশ ভূষার পারিপাট্য ও অঙ্গরাগ বৃদ্ধি করা স্ত্রীজাতিসুলভ, এটা দোষই বলুন, আর গুণই বলুন, সাধারণ মানবসমাজের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া

যায়। বর্ব্বরের বন্য জীবনে ও সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিত জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্না নারীগণ সুসভ্য সমাজে সর্ব্বত্রই আপনাদিগকে কতকটা শোভনীয় করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। মানবের সামাজিক ইতিহাসে কোন কোন স্থলে ইহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমা লেখিকা প্রসঙ্গক্রমে তপোবনবাসিনী শকুন্তলাকে আদর্শ করিয়া সমালোচনা-ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া ভাল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মহর্ষি কণ্বের আশ্রম-পালিতা শকুন্তলার অকপট সারল্যই এক মাত্র সম্বল। কাব্যকাননে শকুন্তলা মনোজ্ঞ মূর্ত্তি, সংসারের ভীষণ সংগ্রাম-পাথারে শকুন্তলা সঙ্গিনী হইবার যোগ্যা নহেন, সামাজিক জীবনে আদর্শ হইবার অধিকার তাঁহার তখনও ছিল না, এখনও নাই। তাঁহার আশ্রমযোগ্য বেশভূষার অন্তরাল হইতে মাতৃক উচ্ছৃঙ্খলতা যেন উঁকি মারিতেছে।

ইংলণ্ডের পিউরিটানিক আন্দোলন (Puritanic Movement) ক্ষেত্রে যে সকল গরীয়সী মহিলা পুরুষগণের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই কেবল মানব সমাজের সামাজিক জীবনে বেশ ভূষার চাক্‌চিক্য ও অঙ্গরাগ বর্জ্জনপূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত অনুন্নত মানব-সমাজের সমক্ষে নারীজীবনের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছিলেন আর আমাদের দেশে বৌদ্ধ যুগে, সেই ত্যাগের দিনে, সেই সহস্র সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আদর্শ-জীবনের পার্শ্বে নারীসমাজ কি আকার ধারণ করিয়াছিল, ঠিক্ বলিতে পারি না, তবে ব্রাহ্মসমাজে স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্রের অভ্যুদয়কালে ও ঠিক্ তাহার পরবর্ত্তী যুগে, যখন অঘোরনাথ ও বিজয়-কৃষ্ণ ইত্যাদি তপস্যানিরত ও ব্রহ্ম-সঞ্জীবিতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে দেশবিদেশে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গীয় নারীসমাজে কেশব-চন্দ্রের যত্ন ও চেষ্টার ফলে এক বিন্দু আড়ম্বর পরিশূন্যতা স্থান পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সমাজের সর্ব্ববিধ অন্তঃসারশূন্য রীতি-নীতি যেমন পুরুষগণকর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, রমণীরাও ঠিক্ সেই সময়ে বিবি সাজিতে আরম্ভ করিলেন। কেশবচন্দ্রের জীবৎকালে ব্রাহ্মমহিলাগণ বিলাতী ঢংএর ততটা পক্ষপাতী হইতে সাহস করেন নাই। হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় সমাজের বাহিরে যাঁহারা থাকিতেন, প্রয়োজনমত কখন হিন্দু কখন ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতেন; তাঁহারাই অধিক পরিমাণে বিলাতী মহিলাকুলের অনুকরণে আপনাদের গার্হস্থ্য জীবন যাপন আরম্ভ করেন। অনুকূল অবস্থানিবন্ধন ইঁহারা সমাজে অনেকটা সম্মান সম্ভোগ করিবার সুযোগ পাইয়া সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবে বিচরণ করায় অনেকে ক্রমে ইঁহাদের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দুঃখের বিষয় অনু-করণে অনেক স্থলেই গুণের অপেক্ষা,

দোষের ভাগ অধিক গ্রহণই ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনে ইংরাজী রীতি নীতির ঘোল আনা অনুকরণ করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের ও সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। এই সত্য কথাটি প্রথমা লেখিকা ও তাঁহার প্রতিবাদকারিণী উভয়েই উত্তমরূপে তলাইয়া বুঝেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। যে বাঙ্গালা দেশে এখনও শতকরা আশীটি প্রাণী নিরক্ষর ; অবশিষ্ট কুড়িজনের অর্দ্ধেকের অধিক কেবলমাত্র বর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছে মাত্র। এই হিসাবে যাহারা উচ্চ শিক্ষায় দাবী করিতে পারেন, আটকোটি বাঙ্গালীর মধ্যে তাঁহাদের পরিমাণ বিন্দুর আকার অপেক্ষা কত বড়? এই বিশাল জন-তরঙ্গের তুলনায় নিরাকারপ্রায় শিক্ষিত সমাজের কতটুকু অংশ ব্রাহ্মসমাজ, তাহাও ভাবিবার বিষয়। এই ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ ব্রাহ্মসমাজের মহিলাগণের সুরুচিসঙ্গত বেশ ভূষা ও শিষ্টাচারসঙ্গত চলা ফেরা যে সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে মতান্তর হইবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু সে কার্য্যে অবহেলার জন্য মহিলাগণ অপেক্ষা পুরুষগণই অধিক অপরাধী। পুরুষের প্রিয়সাধনে মহিলাকুলের এই অবনতির সূত্রপাত হইয়া আজ পর্য্যন্ত চলিয়াছে, তাহার নিবারণকল্পে পুরুষগণ কোনও সঙ্গত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক বোধ করেন না। তাহার পর সমগ্র দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার মাঝখানে যেমন একখানি গণ্ডগ্রাম দীর্ঘকাল বিনা যত্ন চেষ্টায় নীরোগ থাকিতে পারে না ; ঠিক্ সেইরূপ এক দিকে স্বদেশীয়া মহিলাগণের রাশি রাশি অলঙ্কারের শোভা সৌন্দর্য্য-বিমিশ্রিত মধুরতর নিক্কণ, অপরদিকে বিদেশীয়া মহিলাদের হাবভাবময় বেশবিন্যাস, এতদুভয়ের আক্রমণের মধ্যস্থলে বাস করিতে কতটা বৈরাগ্যের প্রয়োজন, তাহা কি সংস্কারপ্রিয় ব্যক্তিগণ উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন? বৎসরে একবার মাঘোৎসবের দিনের উপদেশের মধ্যে বিলাসবাসনার প্রতি—অর্থসম্পদের প্রতি বৈরাগ্যের ভ্রূকুটিপূর্ণ তীব্র কটাক্ষপাতে কি বৈদ্যের সূচিকাভরণরূপে এই সমাজবিকারে ঔষধির কার্য্য করিতে পারে? প্রতিবাদকারিণী যে সকল সুশিক্ষিতা মহিলাগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা শিক্ষিতা মহিলাসমাজে গণনীয় ব্যক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা বাদে আর সকলকেই কি তাঁহার কথিত "রামা শ্যামা"? প্রতিবাদকারিণী যতগুলি মহিলার নাম করিয়াছেন আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম, তাহার ত্রিগুণ চতুর্গুণ সংখ্যার নামোল্লেখ করিয়া দেখাইতে পারি যে তাঁহারা রামা শ্যামা নহেন, প্রতিবাদকারিণীর আদর্শে তাঁহারা শিক্ষিতা, পদস্থা ও গণনীয়া মহিলা, এবং তাঁহারা অনেকে মহিলাসমিতিতে উপস্থিত ছিলেন। কেবল তাঁহাদের অবমাননা ভয়ে আমি তাঁহাদের নামোল্লেখে বিরত রহিলাম। তবে তাঁহাদের আচরণ

যে দিন দিন আমাদিগকে অধোগতির পথে লইয়া চলিয়াছে, দুঃখের বিষয় তাঁহাদের তাহা ভাবিবার অবসর নাই।

ব্রহ্মের প্রিয়কার্য্য সাধন জন্যই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। এই ব্রহ্মপ্রীতির ভাব এ দেশের নারীসমাজে যেমন সহজে ফল পুষ্পে সুশোভিত হইতে পারিত, এমন আর কোথাও সম্ভব নহে। শত দোষ, ত্রুটি ও অজ্ঞতা সত্বেও ভারত-ললনার হৃদয় যেমন ধর্ম্মপ্রবণ, যেমন পরসেবাপ্রিয়, যেমন স্বার্থপরিশূন্য, এমন আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সেই অনুপম সুন্দর ক্ষেত্র পাইয়া ব্রাহ্মগণ উপযুক্ত পরিচর্য্যার দ্বারা উত্তম ফল ফলাইতে পারিলেন না। ইহা অপেক্ষা বিষম পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আহার বিহার, বসন ভূষণ ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদির প্রবল প্রবাহে যাঁহারা ভাসিলেন, তাঁহাদিগকে ফিরাইবার লোক কোথায়?

ভক্তিভাজন শাস্ত্রীমহাশয়ের রচিত—

"না মাগি সুন্দর কায়, অর্থে মন নাহি ধায়
যেন মোর ধর্ম্মে মতি রহে।"

তাঁহার নিজের সমাজে কেহ শুনিল না, যাহারা শুনিল, তাহারা মানিল না। এই কথা বলিলে অনেকে হয়ত রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিবেন, কিন্তু সমাজে সকলেই আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠের অনুসরণ করিয়া আপন অবস্থার উচ্চতর চালে চলিতে অগ্রসর, সে বিষয়ের হিসাব নিকাশ লইবার চেষ্টা অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দানে দাতাকর্ণ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কপর্দ্দকশূন্যতা সহ্য হয়, কিন্তু ব্রহ্মের প্রিয়কার্য্য সাধনপ্রিয় গার্হস্থ্য জীবনে ডিউক অব্ আর্গাইলের সমারোহ শোভা পায় না। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের সমাজসেবকগণ এক্ষণে স্থবিরত্বের প্রান্তদেশে পদার্পণ করিতে বসিয়াছেন, কেহ কেহ বা স্বর্গে। এখন এই সকল সামাজিক ব্যাধির নির্দ্দেশ ও প্রতীকারে নবীন ব্রাহ্মগণকে আহ্বান করাই শ্রেয়ঃ। এ বিষয়ে ইহার অধিক আর কিছু বলা অনাবশ্যক। তবে বঙ্গের পক্ষে, সভার সমাগতা সমগ্র মহিলাগণের পক্ষে ও ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অসঙ্গত ও অশিষ্ট পরিচ্ছদ ও অঙ্গরাগ অপমানজনক; বিশেষতঃ বরোদার অসামান্যা গুণবতী মহিষী-সদনে বঙ্গগৃহিণীর এরূপ ব্যবহার অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

তার পর আর একটি কথা বলিয়া আমি আমার আলোচনা শেষ করিব। শ্রীমতী অনামিকা ও শ্রীমতী সরলা এই উভয় লেখিকাই একটা গুরুতর বিষয় উপেক্ষা করিয়া অপেক্ষাকৃত অনুল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলাম। ঘৃণার ভাবে অনুল্লেখযোগ্য বলিলাম। এই সকল ব্যাধির মূল কোথায়? মহিলাসমিতির আলোচিত বিষয় সকলের তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেই লেখিকারা দেখিতে পাইবেন একটা আলোচনার বিষয় হইল, "এক শত টাকা মাসিক আয়ে সন্তান

লইয়া সংসার যাত্রা সুনির্ব্বাহ করিয়া মাসে মাসে পাঁচ টাকা কিরূপে সঞ্চয় করা যায় ?" ভারতের ত্রিশ কোটি লোকের কথা ছাড়িয়া দিলাম, বঙ্গের আট কোটি লোকের ভাবনাও ভাবা দায়, অল্প-শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও যথেষ্ট শিক্ষিত অসংখ্য লোক হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এক শত টাকার অনেক কম মাসিক আয়ে আজিও দিন যাপন করিতেছে। ১৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা আয়ের লোকই অধিক। ইহারা সকলেই ভদ্র-বংশজাত। ইহারা অবশ্যই কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করে. ইহাদের সংগ্রামপূর্ণ সংসারে যে সকল রমণী সুখে ও সন্তুষ্ট-চিত্তে দুঃখ কষ্টের বোঝা বহন করিয়া মালক্ষীর মত আদর্শ নারীজীবন ধারণ করিতেছেন, তাঁহারাই কি ঐ প্রশ্নের জীবন্ত সদুত্তর নহেন ? এক শত টাকার মধ্যে পাঁচ টাকা বাঁচাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা এ দেশে কয়জন লোকের ভাগ্যে ঘটে ? এ চিন্তা যাঁহাদের মনে উদয় হয় না, তাঁহারা যে বেশভূষা ও অঙ্গরাগে মাতোয়ারা হইবেন, ইহা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অর্থাভাব ভারতের ব্যাধি হইলেও, ব্যয়বাহুল্য যে আরও গুরুতর রোগে পরিণত হইয়াছে, সে দিকে লোকের দৃষ্টি অল্প। বলিলে অনেক কথাই বলা যায়, তবে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমেরিকার নারী সমাজ।

(৫২৫ সংখ্যা—১৫ পৃষ্ঠার পর)

সিংহলের আডভোকেট অনরেবল রমানাথ আমেরিকার নারীসমাজ সম্বন্ধে যে ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।* বাঙ্গলায় ইহার সারাংশ দিতেছি :—

আমি সিংহলদ্বীপে ২০ বৎসরের অধিক

*"I practised as an advocate in Ceylon for a period extending over twenty years, and am now appointed there as the Solicitor General of the Supreme Court of the Colonial Government, and therefore it is not at all unnatural that I should evince very lively interest in the present Bar and Bench question of America. There are about 1,110 ladies in the United States who practise law * * * So prosperous are the lady lawyers of New York city, it may be remarked in passing, that they have their own women lawyers' club and Bar Association. One lady who is a patent lawyer in Chicago makes £ 25,000 a year ; and there are regular law firms in New York, such as "Ashley, Pope, and Dotoy & co." of the Windsors Arcade, in which no one would suspect the sex of the partners unti he turned the handle of the door and found himself in the luxurious offices."

আডভোকেটের কার্য্য করিয়া এখন সুপ্রিম কোর্টের সলিসিটার জেনারল নিযুক্ত হইয়াছি। আমেরিকার উকীল ও জজদিগের সম্বন্ধে মনোনিবেশ আমার পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। যুক্তরাজ্যে এখন ১১১০ মহিলা ওকালতী করিতেছেন। নিউ ইয়র্কের স্ত্রী-উকীলদের এমন উন্নত অবস্থা যে তাঁহাদের আইন সংক্রান্ত নিজস্ব সভা সমিতি আছে। সিকাগোতে একটী স্ত্রী উকীল বৎসরে ৩,৭৫,০০০৲ টাকা উপার্জন করেন এবং নিউইয়র্ক সহরে উকিলদিগের সমৃদ্ধিশালী ফারম্ ও তাহার সাইনবোর্ড দেখিয়া তাহা স্ত্রীলোকের কি পুরুষের বুঝা যায় না। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখা যায় অনেক স্থানে স্ত্রীলোকেরাই কর্ত্তা।"

এতদ্ব্যতীত আমেরিকায় প্রায় তের হাজার স্ত্রীলোক ধর্ম্মযাজন কার্য্যে নিযুক্তা আছেন। মার্কিন মুলুকে এক সহস্র রমণী ঘড়ি তৈয়ার করিতে জানে এবং শতকরা সাত্তেক স্ত্রীলোক শিকারে প্রেরিতা হইলে বন্দুক চালাইতে সক্ষমা হইয়া থাকে। ৫১ জন নারী "পালোয়ান" বলিয়া প্রসিদ্ধা। ইহাঁরা বিবিধ প্রকার কুস্তী বিদ্যায় পরিপক্কা।

মার্কিন দেশে নারীসমাজে শতকরা ৯৩২ জন শিক্ষাপ্রাপ্তা এবং শতকরা ৮৯ জন বিবাহিতা। এ দেশে বিবাহিতা স্ত্রীলোক, অবিবাহিতা বা বিধবা স্ত্রীলোকাপেক্ষা অধিক কাল বাঁচিয়া থাকেন। গড়ে উনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কুমারীদিগের বিবাহ হয় এবং স্ত্রীলোকের পরমায়ু গড়ে ৫২ বৎসর একাদশ মাস ও চতুর্দ্দশ দিন। বাঙ্গালী রমণীর পরমায়ু গড়ে ৩৪ বৎসর দুই মাস !! আর আমাদের মেয়েদের শিক্ষার পরিমাণ শুনিলে গালে হাত দিয়া থাকিতে হয়; গড়ে প্রতি একাদশ সহস্র ভারতবর্ষীয়া স্ত্রীলোকের মধ্যে একজনও পূর্ণমাত্রায় লেখা পড়া জানে না। মার্কিণ মুলুকে দুই সহস্রাধিক স্ত্রীলোক সংবাদপত্রে লেখনী পরিচালনা করেন, হতভাগ্য ভারতবর্ষে দুই হাজার স্ত্রীলোক সমাচারপত্র রীতিমত পাঠ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। সে দেশে রমণী তাঁহার স্বামীর প্রতিকার্য্যে সহচরী ও সহযোগিনী, আর এ দেশে স্ত্রীলোকগণ স্বামীর দাসী ও কেবল পাচিকা মাত্র !! সমস্ত দিবসের মধ্যে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয় না, নিশাকালে শয়নের সময় গৃহস্থের বাটীর নিয়মানুসারে স্বামী ও স্ত্রীতে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন হইয়া থাকে !! যাহাই হউক, প্রকৃত কথা এই, যেমন দুইটী হাত না থাকিলে কাজ চলে না, তেমনি পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ে উন্নত না হইলে জাতি বা সমাজ কখনই উন্নত হইতে পারে না।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

স্বভাবের শিক্ষা।

মনুষ্যরচিত শাস্ত্রাদি হইতে অল্প সময়ে অল্প আয়াসে অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়, কিন্তু সে সকল শিক্ষা তত গভীর, হৃদ্‌গত ও চিরস্থায়ী হয় না। প্রকৃতি স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া সকল জ্ঞানের আকর হইয়া আছে, জ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা তাহা হইতেই জ্ঞান শিক্ষা করিয়া সেই জ্ঞান সাধারণের হিতার্থ গ্রন্থবদ্ধ ও প্রচারিত করিয়া থাকেন। বাহ্য প্রকৃতি এই জগৎ এবং অন্তঃপ্রকৃতি মানবাত্মা—অনন্ত জ্ঞানের রত্নাকর হইয়া আছে, কে তাহা হইতে কত রত্ন উদ্ধার করিবে? সে রত্নাকর চিরকাল অক্ষয়, অগাধ ও পূর্ণ। প্রকৃতি হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই খাঁটি জ্ঞান এবং তাহাদ্বারাই জীবন প্রকৃতরূপে গঠিত হয়।

মহাকবি সেক্‌সপিয়ার বলিয়াছেন পর্ব্বত ও নির্ঝরিণী উপদেশ দিতেছেন। আমাদের দেশের কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস প্রভৃতি প্রকৃতিগ্রন্থ হইতে সকল রস ও উপমা লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। বেদ কোরাণ প্রভৃতিরও উদ্ভব এই প্রকৃতি রত্নাকর হইতে। কবি গে (Gay) এক চাষার মুখ দিয়া এক মহাপণ্ডিতকে নীতি-শিক্ষা দিয়া বলিয়াছেন :—

"And from the most minute and mean
A virtuous mind can morals glean."

সূক্ষ্ম সুনীচ বস্তু হ'তে অনুক্ষণ,
ধর্ম্মার্থী অশেষ নীতি করেন চয়ন।

আমাদের দেশের প্রাচীন নীতিবেত্তা চাণক্য পণ্ডিত স্বভাব হইতে নীতি-শিক্ষার যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাই এ স্থলে গৃহীত হইল, আশা করি ইহা পুরাতন বলিয়া হেয় হইবে না।

সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্ শুনস্ত্রীণি গর্দ্দভাৎ।
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেত চত্বারি কুক্কুটাদপি॥ ১

সিংহ হইতে এক, বক হইতে এক, কুক্কুর হইতে ছয়, গর্দ্দভ হইতে তিন, কাক হইতে পাঁচ এবং মোরগ হইতে চারিটী গুণ শিক্ষা করিবেক।

প্রভূতমল্পং কার্য্যং বা যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
সর্ব্বারম্ভেণ তৎ কুর্য্যাৎ সিংহাদেকং প্রকীর্ত্তিতং॥২

মনুষ্য অল্প হউক, অধিক হউক, যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা সুসিদ্ধ করিবেন, সিংহের নিকট হইতে এই একটী উপদেশ।

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বকবৎ পণ্ডিতো জনঃ।
দেশকালোপপন্নানি সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ॥৩

পণ্ডিত ব্যক্তি অগ্রে সকল ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া বকের মত নিশ্চল হইয়া থাকিবেন, পরে উপযুক্ত দেশকাল বুঝিয়া সকল কার্য্য সাধন করিবেন।

বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্ শুনো গুণাঃ॥৪

ভোজনে অনেক আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু অল্পেতেই সন্তোষ, গভীর নিদ্রা অথচ শীঘ্র চেতনা, প্রভুভক্তি এবং শৌর্য্য এই ছয় গুণ কুক্কুরের জানিবে।

অবিশ্রান্তং বহেদ্ভারং শীতোষ্ণঞ্চ ন বিন্দতি।
সসন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেত গর্দ্দভাৎ ॥৫

গর্দ্দভ শীত কি গ্রীষ্ম বিচার করে না, অবিশ্রান্ত ভার বহন করে এবং সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, গর্দ্দভ হইতে এই তিন গুণ শিক্ষা করিবেক।

গূঢ়মৈথুনং ধার্ষ্ট্যং কালে কালে চ সংগ্রহং।
অপ্রমাদমনালস্যং পঞ্চ শিক্ষেত বায়সাৎ॥৬

গোপনে দম্পতীর মিলন, কর্ত্তব্যসাধনে সাহস, যথাসময়ে সঞ্চয়, সতর্কতা ও পরিশ্রম এই পঞ্চগুণ কাকের নিকট শিখিবেক।

যুদ্ধং চ প্রাতরুত্থানং ভোজনং সহ বন্ধুভিঃ।
স্ত্রিয়মাপদ্গতাং রক্ষেৎ চতুঃ শিক্ষেত কুক্কুটাৎ॥৭

নির্ভয়ে শত্রুর সহিত যুদ্ধ, প্রত্যুষে গাত্রোত্থান, সগোষ্ঠী ভোজন এবং বিপদাপন্ন স্ত্রীদিগকে রক্ষা কুক্কুট হইতে এই চারিটী শিক্ষা করিবেক।

অমলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অমিয় ও অমলা বহুক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলেন। দেখিলেন নবীন সন্ন্যাসিনীর বাক্যস্রোতের সম্মুখে অন্য কাহারও বাক্‌স্ফূর্ত্তির অবসর হওয়া সুকঠিন। তিনি ক্লান্ত হইলে মধ্যে মধ্যে সন্ন্যাসী ২।১টী মাত্র বাক্যালাপ করিয়া নিরস্ত হন। যুগলমূর্ত্তির ৮।১০ হস্ত পরিমাণ দূরে আর একটী কুটীরে একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবক উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার গলায় তুলসীর মালা ও ললাটে তিলকের ফোঁটার অভাব ছিল না। এই বাবাজীর সহিত তপস্বিনীর বাক্যস্রোত কিছু খরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছিল; মোট কথা দুই জনেই আসর জমকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

এই স্থানের লীলা অবলোকন করিতে করিতেই অমিয় ও অমলার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। সন্ন্যাসী যথার্থই সাধু হইতে পারেন; সাধনার নানা প্রকার পথ থাকিতে পারে; কিন্তু অমিয় অমলা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, তৎসিদ্ধির আশা অতি অল্প দেখিয়া তাঁহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিলেন। সন্ন্যাসীর কুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া অল্পদূর গমন করিবা মাত্র তাঁহারা অবগত হইলেন যে, অনতিদূরে আর একজন সাধুপুরুষ সস্ত্রীক বাস করেন। পথ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা সেই সাধু সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, স্থূলদেহী এক সন্ন্যাসী তাকিয়া ঠেস দিয়া সতরঞ্চের উপর উপবিষ্ট; চারিদিকে কম্বল ও মাদুরের বিছানা এবং নিকটে ২।৩টী বাধান হুঁকা। সন্ন্যাসীর গলদেশে তুলসী-

মালা, পরিধানে সাদা ধুতী, এবং গাত্রে একটা মোটা বোম্বাই চাদর। তাঁহারা দেখিলেন সন্ন্যাসীর হাবভাব কিছু নূতন ধরণের। তিনি গৃহী কি সন্ন্যাসী কিছুই স্থির করিবার যো নাই। পথিমধ্যে তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, যিনি সন্ন্যাসী, তিনি অতি বৃদ্ধ এবং তাঁহার মস্তক জটাজূট-সমন্বিত, অঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত এবং পরিধানে কৌপীন ও গৈরিক বসন থাকিবে; তিনি মৌনী, কাহারও দিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই, কিন্তু কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি যোগবলে আগন্তুকের হৃদয়স্থ ভাব অবগত হইয়া নেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক দুই এক কথায় বিপদ উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিবেন। উভয়ে যেরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা দেখিলেন যখনি কোন বৈষ্ণব বা ভদ্রলোক তাঁহার নিকট গমন করিতেছেন, তখনি তিনি আসন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের সহিত কোলা-কুলি ও ভদ্রলোকের সহিত আদর-সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেছেন; সরল প্রাণে সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন; আগন্তুকেরাও অবিরত ধূমপানে পরিতৃপ্ত হইতেছেন; এবং সন্ন্যাসী সর্ব্বদাই মালা জপ করিতেছেন।

অমিয় ও অমলা একটু অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন "মা, তোমরা ভিতরে যাও।" সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া একজন ভৃত্য তাঁহাদিগকে অন্দরে লইয়া গেলেন। তাঁহারা অন্দরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সন্ন্যাসি-পত্নীকে বেষ্টন করিয়া অসংখ্য স্ত্রীযাত্রী বসিয়া আছেন। ধূলোট উপলক্ষে যে সকল বাবাজী ও সন্ন্যাসিনী আশ্রমে আসিবেন, তাঁহাদের জন্য অন্দরে আহারের উদ্যোগ হইতেছে। অমিয় ও অমলা অন্দরে গৃহীর ন্যায় যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু যে আশায় আসিয়াছিলেন, সে আশা পূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না। বহুক্ষণ অন্দরে যাপন করিয়া উভয়ে দুঃখিত অন্তরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আশা-প্রদীপ নির্ব্বাণপ্রায় হইল।

আশা! লোকে তোমায় কুহকিনী বলে কেন? যে পৃথিবীর মায়াতেই সৃষ্টি, মায়াতেই স্থিতি ও মায়াতেই বিলোপ, তাহা অপেক্ষাও কি তুমি অধিক মায়াবিনী! যে সংসার মনুষ্যকে অহরহঃ নাচায়, হাসায় আবার কাঁদায়, শেষে নিরাশায় ডুবায়, তুমিতো কই সেরূপ কর না! নিরাশ আঁধারেও তুমি আলো। আশা! তুমিই মনুষ্যের চির-সঞ্জীবনী শক্তি। স্নেহময়ী জননী যে দশ মাস দশ দিন ধরিয়া গর্ভধারণ-কষ্ট আনন্দ-সহকারে সহ্য করেন, সে কেবলমাত্র কয়েক দিন পরে সন্তানের মুখচন্দ্র অব-লোকন করিতে পাইবেন এই আশায়; সদাগর যে না ভাসাইয়া সাত সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে বহুকষ্টে দিন কাটায়,

যে কেবল মাত্র ভবিষ্যতে মহাধনী হইবে এই আশায়; সন্ন্যাসী বা যোগিঋষিগণ যে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া দিবারাত্রি কঠোর নিয়ম পালন করিয়া কষ্টকর তপশ্চারণে রত হন, সে কেবল মাত্র দেহান্তরে মোক্ষপ্রাপ্ত হইবেন এই আশায়। গৃহী হইতে সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত যখন আশার উপর নির্ভর করিয়া কষ্টসাধ্য ও দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তখন অমিয় ও অমলা সরলা রমণী হইয়া যে তাঁহাদের জীবনের এক মাত্র অবলম্বনকে পুনঃপ্রাপ্তির আশায় প্রণোদিত হইয়া কোনরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি? সন্ন্যাসীর নিকট আশা পূর্ণ না হইলেও তাঁহাদের মন হইতে আশাকে একেবারে অন্তর্হিত করিতে পারিলেন না। শুষ্কপ্রায় আশালতা পুনরায় মুঞ্জরিত হইয়া ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইতে পারে, এই আশায় তাঁহারা হতাশ প্রাণে আকাশ পানে চাহিয়া বনচারী বাগান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

জীবরাজ্যে ঐশ্বরিক বিশেষ ব্যবস্থা।

১। সৃষ্টিকর্ত্তা পক্ষী জাতির দেহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য এক আশ্চর্য্য উপায় করিয়াছেন—ইহাদিগের শরীরে এক একটি তৈলভাণ্ড আছে। শরীরের যে স্থান হইতে পুচ্ছ বা লাঙ্গুল বাহির হইয়াছে, সেখানে স্তনের বোঁটার মত একটি থালি আছে, ইহা টিপিলে মাখনের মত একপ্রকার তৈলাক্ত দ্রব্য বহির্গত হয়। পক্ষীরা চঞ্চুদ্বারা থালি ঠোকরাইয়া এই তৈল বাহির করে। এই তৈল ঠোঁটে লইয়া আপনাদের গাত্রাবরণে মাখাইয়া দেয়, তাহাতেই পালক সকল মসৃণ, কোমল, ও চিক্কণ থাকে। পক্ষী স্বভাবতঃ আপনার অভাব বুঝিয়া বারবার তৈল বাহির করে এবং তাহা সমুদায় গায় মাখাইয়া দেয়। আবার তৈলের সংস্থান বুঝিয়া তাহার যথোপযুক্ত ব্যয় করিয়া থাকে। তৈলভাণ্ড, ভাণ্ডের স্তনের বোঁটাকৃতি, নিঃসারিত স্নেহ পদার্থের স্বভাব ও গুণ, যে প্রণালীতে শরীরাভ্যন্তর হইতে ইহা গৃহীত হয় এবং গৃহীত হইয়া যে প্রকারে কার্য্যে ব্যবহৃত হয়—এই সকল বিষয় একত্র বিবেচনা করিলে ইহার মধ্যে যে সৃষ্টিকর্ত্তার নিগূঢ় অভিপ্রায় নিহিত আছে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? পশু জাতির মধ্যে এরূপ তৈলভাণ্ডের ব্যবস্থা নাই, কেবল পক্ষী জাতির মধ্যেই ইহা দৃষ্ট হয়। ইহা নিশ্চয়ই পক্ষিগণের শুভ উদ্দেশে বিধাতার একটি বিশেষ বিধান।

২। বায়ুকোষ বা মাছের পটকা মৎস্য জাতির জন্য একটী বিশেষ ব্যবস্থা।

ইহাতে মৎস্যজাতির বিশেষ প্রয়োজন সাধন করে, বলা বাহুল্য। মৎস্য-শরীরে এই যন্ত্র থাকাতে তাহারা ইচ্ছামত জলের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্যে আপনাদিগের শরীর স্থির রাখিতে এবং ভাসাইয়া উচ্চ বা নিম্ন দিকে লইয়া যাইতে পারে। যদি এই যন্ত্র কাটিয়া যায়, তাহা হইলে মৎস্য জলের তলে গিয়া হাঁকু পাঁকু করিয়া বেড়ায়। কতকগুলি মাছের শরীরে এই যন্ত্র নাই, জলের উপরিভাগে উঠিতে হইলে তাহাদিগকে অনেক চেষ্টা করিতে হয়। ডানা এবং লেজের দ্বারা নৌকার দাঁড় ও হালের মত মৎস্যেরা আপনাদিগের দেহ নানা দিকে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তদ্ভিন্নও এই উপায়ে তাহাদের চলিবার সহায্য হয়। বায়ুকোষ সঙ্কুচিত করিলে তৎসঙ্গে মৎস্যের দেহ-পরিমাণ সঙ্কুচিত হয়। ইহাতে (Specific gravity) আপেক্ষিক গুরুত্বের নিয়ম অনুসারে শরীর জল অপেক্ষা ভারি হইয়া নিম্নগামী হয়। এইরূপে বায়ুকোষ প্রসারিত করিয়া জলের উপর উঠিবার সাহায্য হয়। একপাত্র জলে বায়ুপূর্ণ কাচের গোলক সকল এই নিয়মে উত্তোলিত বা নিমগ্ন করা যায়। এই বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সিন্ধু-নিমজ্জন যন্ত্র সকল উদ্ভাবিত হইয়াছে। মৎস্যেরা চিরকাল জলে বাস করিয়া দেহমধ্যে বায়ুর থলি কিরূপে পাইল? মৎস্যের বিশেষ অভাব মোচনের জন্য ইহা জগদীশ্বরের বিশেষ কৌশল।

৩। উষ্ট্রের পাকস্থালী। জলশূন্য বহুযোজনবিস্তৃত বালুকারণ্যে উষ্ট্রকে বাস ও ভ্রমণ করিতে হয়, এজন্য ইহার পাকস্থালীর অদ্ভুত নির্ম্মাণকৌশল দেখা যায়। ইহার একটী প্রধান পাকস্থালী আছে, তৎসঙ্গে অনেকগুলি ছোট ছোট থালীও আছে, এই ছোট থালী কখনও কখনও ৩০টা দেখা গিয়াছে। ছোট ছোট ছিদ্র দ্বারা পাকস্থালীর সহিত এই ক্ষুদ্র থালিদের যোগ আছে। কোনও স্থানে জলপানের সুযোগ হইলে উষ্ট্র জলে পাকস্থালী পূর্ণ করে, সেই জল উপরিস্থ ছিদ্র দ্বারা ছোট ছোট থালীতে সঞ্চিত হয়। ইহাতে ৩টী আশ্চর্য্য কার্য হয়:—(১) জল প্রকৃত পাকস্থালীতে সহজে যাইতে পারে না; (২) কঠিন ভুক্ত বস্তু হইতে জল পৃথক্ থাকে; (৩) পাচক রসের সহিত যুক্ত হইয়া জল পাকস্থালীর পাককার্য্যের অধীন হয় না, সুতরাং বিকৃত হইতে পারে না। এইরূপে উষ্ট্র শরীর-যন্ত্রে বিশুদ্ধ জল লইয়া দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিতে পারে এবং আবশ্যক হইলে পাকস্থালীর বিশেষ সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা সেই জল বাহির করিয়া আপনার তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে এবং চালককেও পানীয়ের কিছু অংশ দিতে সমর্থ হয়।

৪। কাঠ ঠোকরার জিহ্বার নির্ম্মাণ-কৌশল অতি চমৎকার। কাঠ ঠোকরা কীট ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে এবং এই কীট সকল মুমূর্ষু বা জীর্ণ বৃক্ষ-

ত্বকের মধ্যে বাস করে। কাষ্ঠে ছিদ্র করিবার উপযোগী চঞ্চু ইহার আছে। এই চঞ্চু সোজা, কঠিন, ধারাল, এবং ফলাযুক্ত। চঞ্চু কীটের বাসস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলে চঞ্চুপুটের ভিতর হইতে ৩।৪ বুরুল লম্বা জিব প্রক্ষিপ্ত হয় এবং তাহাই কীট ধরিয়া ইহার গ্রাসের মধ্যে আনিয়া দেয়। যেমন গভীর গর্ত্তে কীট দর্শন—অমনি তাহা ধারণ ও ভক্ষণ চলিয়া থাকে। আর কোনও জাতীয় পক্ষীর জিহ্বার আকৃতি ও কার্য্য এরূপ দেখা যায় না। জিবের আগায় কঠিন, ধারাল, অস্থিময় কণ্টক আছে। আরও আশ্চর্য্য, জিবের অগ্রভাগ যেমন সূচাগ্র, তেমনি তাহার দুই দিকে তীরের ফলার মত দুইটী ফলা আছে। চঞ্চুদ্বারা কীট বাহির হইবামাত্র জিব দ্রুতবেগে ঘূর্ণায়মান হয়—তাহার সূচের ন্যায় অগ্রভাগ কীটকে বিদ্ধ করে এবং ফলাদ্বয় শীঘ্র শীঘ্র কীট টানিয়া বাহির করিবার পক্ষে সাহায্য করে। এখন বিবেচনা কর কাঠ-ঠোকরা কি নিজে জানিয়া শুনিয়া জিবটী কীট-ধারণের উপযুক্ত যন্ত্ররূপে প্রস্তুত করিয়াছে? জগদীশ্বর বিশেষ জীবের বিশেষ প্রয়োজন জানিয়া তৎসিদ্ধির এইরূপ অপূর্ব্ব ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা-দ্বারা পক্ষীর জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, বৃক্ষও অনেক সময় কীটের উপদ্রব হইতে রক্ষা পায়। সৃষ্টি রক্ষণ ও পালনে সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত লীলা! *

* From Paley's Natural Theology.

প্রেমের শক্তি ও পাশব শক্তি।

দুর্ব্বৃত্তের শাসনকল্পে সচরাচর দ্বিবিধ শক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে, এক পাশব শক্তি, অপর প্রেমের শক্তি। পাশব শক্তি শাসিতের মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়া তাহার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে; কিন্তু এই শক্তি ভয় জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গে গূঢ় ভাবে ঘৃণারও সঞ্চার করিয়া দেয়। শাসনকর্ত্তা সে ভাবের বাহ্য বিকাশাভাব বলিয়া উহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন না; পরন্তু পাশব শক্তির কার্য্য-কারিতা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া তাহার প্রয়োগপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যান। এ দিকে শাসিত সর্ব্বদাই অসন্তুষ্টচিত্তে বাস করে এবং শাসনমুক্ত হইবার জন্য সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায়। যাই সেই সুযোগ উপস্থিত হয়, অমনি সে ভয়কে দূরে সরাইয়া ফেলিয়া শাসকের শক্তিকে অবজ্ঞার সহিত পদাহত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না এবং তৎপরে আত্মপ্রভাব বিস্তার করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রেমের শক্তির প্রভাব অন্য-বিধ। এই শক্তি শাসিতের মনে ভক্তির সঞ্চার করিয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া লয়। প্রেমিকের শাসন-দণ্ডও শাসিতের

নিকট মিষ্ট বোধ হয়। সুতরাং প্রেমিকের রাজত্ব চিরস্থায়ী। যতদিন প্রেমের আধিপত্য থাকে, ততদিন তাহার রাজত্বের কোনও অপচয় হয় না। ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসে প্রেমের শাসনের বহুল উপদেশ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। অদ্য আমরা কারাগার শাসনের একটি সদ্ দৃষ্টান্ত পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি।

কারাগারে সাধারণতঃ পাশব শক্তির খেলাই বিশেষ ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। কারারক্ষিগণ সাধারণতঃ বিশ্বাস করেন যে, পাশব শক্তি প্রয়োগ না করিলে সংসারের দুর্ব্বৃত্ত প্রকৃতির লোকদিগকে সুস্থির রাখা যাইতে পারে না। তাই তাহাদিগের হস্ত পদ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা; তাই তাহাদিগকে পশুর ন্যায় ঘানি গাছে যুড়িয়া দিবার বিধান; তাই তাহাদিগকে অতি সংকীর্ণ, বায়ু ও আলোকশূন্য প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করিয়া রাখিবার নিয়ম প্রচলিত দেখিতে পাই। কাপ্তেন পিলস্‌বেরি এই শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তিনি প্রেমের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাই যখন কনেকটিকাট রাজ্যের ওয়েষ্ট বেরি কারাগারের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদিগের অবলম্বিত পাশব শক্তি প্রয়োগের বিধি আপনার দায়িত্বে উঠাইয়া দিলেন। তিনি সমস্ত বন্দীদিগকে গারদের চতুঃসীমা মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দিতেন। কয়েদীদিগের উপর এবংবিধ বিশ্বাস স্থাপন জন্য তাঁহাকে কখনও বিপন্ন বা অনুতপ্ত হইতে হয় নাই। এক সময়ে একজন নামজাদা দুর্দ্দৃত্ত জেলে প্রেরিত হইল। সে ১৭ বৎসরকাল নানা দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত থাকিয়া অনেকবার গারদে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। একাধিক বার গারদ হইতে পলায়ন করিয়া পুনঃপুনঃ ধৃত হইয়াছিল। তাহার প্রকৃতি যেমন অসৎ, আকৃতিও তেমনি ভয়াবহ ছিল, তাহাকে দেখিলেই সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় বোধ হইত। সে গারদে আসিবার পূর্ব্বেই কাপ্তেন পিলসবেরি তাহার দুষ্ক্রিয়াসমূহের সংবাদ পাইয়াছিলেন, তিনি তজ্জন্য বিন্দুমাত্র আশঙ্কিত না হইয়া তাহাকে অন্যান্য বন্দীর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু মানুষ সহজে স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। কারাবন্দী সুখে সচ্ছন্দে সংরক্ষিত হইলেও তাহার তদ্রূপ জীবন ভাল লাগিল না। সে পলাইবার সুযোগ দেখিতে লাগিল। একদিন পালায়নকালে ধৃত হইয়া শাসনকর্ত্তার নিকট আনীত হইল। তিনি তাহাকে কিছু না বলিয়া অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠের নিকট লইয়া গেলেন এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "দেখ আমি তোমাকে এ পর্য্যন্ত প্রেমের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু তুমি তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে বিপন্ন করিতে প্রস্তুত; এখন আমি দুঃখের সহিত তোমাকে এই

প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেছি।” তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে কারাবন্দীর প্রস্তরসদৃশ কঠিন হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল। সে অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তদবধি আর সে কুপথ-গামী হয় নাই; পরে সংশুদ্ধ জীবন লইয়া কারামুক্ত হইয়াছিল।

কাপ্তেন পিলসবেরি আর এক সময় শুনিতে পাইলেন যে, অপর একজন বন্দী তাঁহাকে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়াছে। জীবনের এইরূপ আশঙ্কাজনক সংবাদেও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাহাকে সম্মুখে আহ্বান করিলেন এবং তাহার হস্তে একখানি শাণিত ক্ষুর প্রদান করিয়া তাহাকে ক্ষৌরি করিতে আদেশ দিলেন। সে কম্পিতহস্তে আদেশ প্রতিপালনে উদ্যত হইল। অবশেষে কার্য্য সমাধা করিয়া উপবেশন করিলে মহাপুরুষ বন্দীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম তুমি আমাকে হত্যা করিবে, আমি ক্ষুর হাতে দিয়া সে কার্য্যের সুযোগ দিলাম, তুমি হত্যা করিলে না কেন?” মহাত্মা কাপ্তেন পিলসবেরির বাক্য শুনিয়া বন্দীর কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হইল। সে তদবধি হৃদয়ের পঙ্কিল ভাব সমস্ত বিদূরিত করিয়া শুদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিল।

প্রকৃতপক্ষে কাপ্তেন পিলসবেরির প্রেমপ্রণোদিত শাসনপ্রণালীগুণে ওয়েষ্ট-বেরি গারদের অনেক বন্দী সংশোধিত হইয়াছিল। যাঁহারা মনে করেন পাশবিক শক্তি প্রয়োগ না করিলে শাসনকার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না, অনিয়ম এবং বিশৃঙ্খলতা দূরীকৃত হয় না, অসাধুকে সাধু ও দুর্ব্বৃত্তকে শান্ত করা যায় না, তাঁহারা কাপ্তেন পিলসবেরির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন, দেখিতে পাইবেন তাঁহাদের ভ্রান্তিমূলক সংস্কার অমূলক ও ভিত্তিহীন।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারী।

ষাণ্মাসিক।

“তুমি নাই এ জগতে” কানে বড় বাজে,
অভিন্ন হৃদয় যথা, ও কথা কি সাজে?
আছ তুমি মরমের প্রতি স্তরে স্তরে,
সুমধুর সেই স্মৃতি কত সুধা ক্ষরে!
মলয়াত আছে ব্যস্ত সদা সর্ব্বক্ষণ
ও সুরভি হৃদিপুরে করিতে বহন।
পূত আভা বিরাজিছে আবিলতা মাঝে,
তবে তুমি নাহি হেথা বলি কোন্ লাজে?
অন্ধ আঁখি মোহ ঘোরে কাঁদে দিবারাত,
তুমি কি রয়েছ দূরে? আছ সাথ সাথ।
আঁধারে ফুটাও আলো, বসন্ত আসিবে,
তোমার সুশুভ্র হাসি প্রাণে বিরাজিবে।
হাহাকার ভুলে যাব, বিরহ-বেদন
করিবে না শুষ্ক প্রাণ সদত দহন।
(প্রভো!) অবলা বলিয়া আমি হব না
বিকল,

বল বুঝি তুমি মম জীবন-সম্বল।
যে পরশে এ পরাণ উঠিত জাগিয়া,
বিশ্বাস-বর্ম্মেতে দৃঢ় হ'ত ক্ষীণ হিয়া,
বিভুর আশিস শিরে করিয়া ধারণ
জীবনে অসাধ্য কাজ করেছি সাধন;
প্রগাঢ় শান্তির কোলে লভেছি বিরাম,
সংসারে দেখেছি চিত্র নয়নাভিরাম।
আজিত সবাই আছে, শুধু নাই তুমি,
এই গেহ তাই কিহে শ্মশানের ভূমি?
আলো জ্বলে দীপ ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে,
মরমের ঘোর ঘন কে সরাতে পারে?
তব জ্ঞান তব ধ্যান করে আত্মহারা,
তব স্মৃতি মম জীবনের ধ্রুবতারা।
দয়াময়! এই ভাবে ডুবাও আমায়,
ভবে যেন জয়ী হই এই তপস্যায়।

অভাগিনী।

বঙ্গমহিলার হিমালয় ভ্রমণ।

২৭এ নবেম্বর, শুক্রবার।

ক্রমে সুপ্রভাত দেখা দিল। প্রকৃতি যে অনন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছেন, তাহা দেখিতে মন নিতান্ত ব্যগ্র। রাত্রি থাকিতেই জাগিয়াছি! আমরা তিনটী মহিলা খুব পুরু কাপড়ে শরীর ঢাকিয়া একটু দূরবর্ত্তী উচ্চশৃঙ্গে চলিলাম। প্রভাতের মৃদুমন্দ বায়ু-হিল্লোল আমাদের শরীর মনে যেন নবজীবন সঞ্চার করিয়া দিল। যে অভিনব দৃশ্য সম্মুখে বিরাজমান, তাহা দেখিতে দেখিতে সত্যই আপনাকে ভুলিতেছি। এ অতুলনীয় দৃশ্যের এক কণাও চিত্রিত করা ভাষার সাধ্য নহে। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত শিল্পী প্রকৃতি-দেহ অমূল্য ভূষণে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীব আত্মহারা হইয়া স্তম্ভিত হইবে আশ্চর্য্য কি? পর্ব্বতদেহে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডগুলি এমন ভাবে লাগিয়া আছে যে, মনে হয় এখনই গড়াইয়া পড়িবে; অথচ কতশত বৎসর হইতে যে এ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

আমরা একখণ্ড প্রকাণ্ড পাষাণে বসিয়া নীরবে একদৃষ্টিতে স্বভাবের রমণীয় সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতেছি। আজ আমাদের সম্মুখে এমন এক নূতন রাজ্য প্রকাশিত, যাহার অস্তিত্ব পূর্ব্বে কল্পনাতেও আঁকিতে পারি নাই। দার্জিলিং হইতে তুষারমণ্ডিত যে সকল গিরিমালা দৃষ্ট হয়, তাহা দেখিয়া কতই মুগ্ধ হইয়াছি। তাহাদের দীর্ঘতা ও উচ্চতা ভাবিয়া কতই বিস্মিত হইয়াছি। সে সকল পর্ব্বত ব্যতীত আরও কত নূতন গিরিমালা তুষারের অমল শুভ্রবসনে শরীর ঢাকিয়া আজ আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছে। সর্ব্বোচ্চ এভারেষ্টশৃঙ্গ পূর্ণমাত্রায় নিজ সৌন্দর্য্য খুলিয়া দেখাইতেছে। এমন মেঘ ও কুয়াসা-শূন্য দিন অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। এভারেষ্ট-শৃঙ্গের তুষার-মণ্ডিত উন্নত শির যেন স্বর্গের পথে

মিশিয়া গিয়াছে। এই তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতমালা কতশত ক্রোশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ভাবিয়া অবাক্ হইতেছি। মাথার উপর মেঘশূন্য অনন্ত নীলাকাশ, তাহারই নীচে ক্রমশঃ উচ্চ প্রাচীরশ্রেণীর ন্যায় সুদূর-প্রসারিত গিরিমালা, নিম্নে ভয়ঙ্কর খাদ, এ সকল আমার ক্ষুদ্র মনে কেবলই এক অনন্ত অসীম ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছে। এ স্বর্গভূমিতে পঁহুছিয়া এ ক্ষুদ্র হৃদয়ও যেন সাগরের ন্যায় তরঙ্গময় ও প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্রত্বের রাজত্ব এখানে তিষ্ঠিতে পারে না। চারিদিকে এক অনন্তের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে। এ সকল যাঁহার হস্তে গঠিত হইয়াছে, তিনি কত বড় মহান্, কত অসীমশক্তিশালী! যে হস্তে তিনি এ অসীম রাজ্য গড়িয়াছেন, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীও সে হস্তেরই রচনা, ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়-সমুদ্রে ডুবিতেছি। এ অনন্ত রাজ্যে দাঁড়াইয়া নিজকে কি ক্ষুদ্রই দেখিতেছি! এক বন্ধু বলিয়াছিলেন "পর্ব্বত ও সমুদ্র না দেখিলে ঈশ্বরের অসীম ভাব হৃদয়ে ধারণ করা যায় না" আজ আমি তাহার সত্যতা বুঝিলাম। পূর্ব্বকালে ঋষিমুনিগণ এ হিমাচলে বসিয়া নিরাহারে সেই অনন্ত দেবের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন শুনিয়াছি, আজ এ দৃশ্য দেখিয়া সে কথা আর কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃতির এ নন্দনকাননে ক্ষুধা তৃষ্ণা বিষয়চিন্তা প্রভৃতি ক্ষুদ্র সাংসারিক ভাব আপনা হইতেই পলাইয়া যায়—মানুষের মন সেই অনন্তদেবের অসীম ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া স্বর্গের শোভা ধারণ করে।

ক্রমে বালসূর্য্যের সুবর্ণময় কিরণমালা, তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ উজ্জ্বল করিতে লাগিল। তরুণ অরুণ-আভা সর্ব্বাগ্রে এভারেষ্ট-শৃঙ্গের তুষারমণ্ডিত উচ্চ শিরে পতিত হওয়াতে ক্ষণে ক্ষণে ইন্দ্রধনুর বর্ণ প্রতিফলিত দেখিতেছি। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তুষাররাশি উজ্জ্বল হীরকস্তূপের ন্যায় ঝলসিতেছে। চাহিতে চাহিতে চক্ষে ধাঁধা লাগে। চারিদিকের দৃশ্য স্বর্গের অনন্ত সৌন্দর্য্য হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছে। আমাদিগকে আজই যে স্বভাবের এ নন্দনকানন হইতে বিদায় লইতে হইবে, একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। মনে ভাবিতেছি, এমন স্থানে বাস করিলে মানব স্বর্গের জীব হইতে পারে। স্বভাবের এ অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া হৃদয় আপনা হইতেই স্বর্গের পথে ধাবিত হয়।

সংসার-ভাবনা ভুলিয়া গিয়াছি। হৃদয়ে যে উচ্চভাব হইয়াছে, তাহার কতক অংশ লইয়াও যদি গৃহে ফিরিতে পারি, নিজকে ধন্য মনে করিব। কোন মতেই ইচ্ছা হয় না, এ দৃশ্য ছাড়িয়া যাই। অন্ততঃ দুই দিন থাকিবার জন্য দলের অধিনায়িকাকে যথেষ্ট অনুনয় বিনয় করিলাম। বিশ্রামদিন রবিবার দার্জিলিঙে না কাটাইলে চলিবে না বলিয়া, তিনি কোন মতেই আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কাজেই আমরা যাত্রার উদ্যোগে ব্যস্ত হইলাম। মধ্যাহ্ন-

ভোজনের পর আহার-দ্রব্য প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। যে লোক আহার-দ্রব্য বহন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সে গোপনে খাদ্যগুলি নিঃশেষ করিয়াছে, স্পষ্ট বুঝিয়াও কিছু বলিলাম না। অধিনায়িকার পরামর্শে নূতন পথ ধরিয়া দার্জ্জিলিং ফিরিয়া চলিলাম। তাঁহার ধারণা যে, এপথে গেলে অন্ততঃ ১৫।১৬ মাইল পথ বাঁচিয়া যাইবে। নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিব ভাবিয়া আমরাও প্রফুল্ল হইলাম। দলনেত্রীর বর্ম্মর সহিস আমাদের পথ-প্রদর্শক, তাহার একটী কথাও বুঝিতে পারি না। বেলা প্রায় ১২টার সময়ে সেই গগনস্পর্শী গিরিমালা, সেই অমল শুভ্র এভারেষ্ট-শৃঙ্গ, সকলেরই নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দার্জ্জিলিং অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে পথ চলিতেছি। পথের বর্ণনা সম্ভবপর নয়। এখন কেবল নীচে নামিতেছি। এমন উচু নীচু পথ যে, খালি ডাণ্ডি লইয়াই লোকগুলি আছাড়িয়া পড়িতেছে। কোমর পর্য্যন্ত গভীর গর্ত্তের মত স্থানে নামিয়া উপরে উঠি, আবার গর্ত্তে পড়ি। এই সুগম পথে কত দ্রুত চলা সম্ভব, সহজেই অনুমান করা যায়। ক্রমে আমরা পর্ব্বতের মূল দেশে নিবিড় বাঁশবনে যাইয়া পড়িলাম। সেই গগনভেদী পর্ব্বত-চূড়া, সুনীল আকাশ কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। গভীর জঙ্গল ভেদ করিয়া সূর্য্য-কিরণও প্রবেশ করিতে অক্ষম। বর্ষার সময়ে বোধ হয় স্থানগুলি জলে পূর্ণ ছিল, কারণ এখনও পদভরে মাটী বসিয়া যাইতেছে। বন্য জন্তুর সাক্ষাৎলাভ একটুও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এ কয়-দিনের অনাহারে ঘোড়াগুলি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়াছিল, আজ অপর্য্যাপ্ত বাঁশপাতা আহার করিয়া বিশেষ তৃপ্ত হইতেছে। দলের অধিনায়িকা আশা করিয়াছিলেন, ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিলেই আজ রাত্রির জন্য করেষ্ট বাঙ্গালায় বিশ্রামস্থান পাইবেন। কিন্তু প্রায় ১০ মাইল পথ আসিয়াও যখন মনুষ্যের বসতি-চিহ্ন লক্ষিত হইল না, তখন সকলেরই ধারণা জন্মিল পথ হারাইয়াছি। এখন কোথায় আশ্রয়স্থান, কতদূর গেলে লোকের মুখ দেখিব, দার্জ্জিলিং আর কতদূর, সকলই অনিশ্চিতের মধ্যে দাঁড়াইল। এত দুর্গম পথও আমোদে চলিতেছিলাম, বিপথে পড়িয়াছি শুনিয়া মনের ভাব হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তথাপি ভয়ে আকুল না হইয়া সকলেই সাহসে নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।

বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা ফল।

বি এ।

বিক্‌টোরিয়া মুখোপাধ্যায় ইংরাজী অনর ২য় শ্রেণী প্রাইভেট
সুরবালা সিংহ পাস বেথুন কলেজ
চারুবালা মণ্ডল " "

এফ এ।

পুণ্যলতা রায়চৌধুরী ১ম বি বেথুন কলেজ
হেমবালা দে ২য় "
আলটন হামা " "
" মোজেল " "
মেরী বানর্জি " প্রাইবেট
সুনীতিবালা ঘোষ " "
পিরিয়া আইরিণ ৩য় "

প্রবেশিকা।

সুলেখা বসু ১ম বেথুন
বনলতা মজুমদার " ব্রাহ্মবালিকা শিঃ
মৃণালিনী বসু " ইউ এফ সি নর্ম্মাল
সর্কার মাউডে ১ম লোরেটো হাউস
মেরী ঘোষ " "
ষ্টোডার্ড প্রুডেন্স " "
হর্ষবালা বিশ্বাস " ক্রাইষ্ট চর্চ্চ
মার্থা আন্টনি ২য় ডায়সিয়ান মিসন
ইন্দুপ্রভা ঘোষ " "
নির্ম্মলাবালা নায়ক " ক্রাইষ্ট চর্চ্চ
হেমনলিনী বসু " বেথুন
শৈলজা গুপ্তা " "
বিভুবালা সরকার " "
ভক্তিলতা চন্দ " ময়মনসিং আঃ জাঃ
জ্যোতির্ম্ময়ী রায় " "
সুমতি চট্টো ৩য় বেথুন
শান্তিময়ী দত্ত " "
যামিনী গুপ্ত " "
আশা হালদার " "
লাবণ্যবালা ঘোষ " "

নূতন সংবাদ।

১। চিন জাপানে কত দেষাদ্বেষি ছিল, এখন চিন জাপানকে শিক্ষকরূপে বরণ করিয়াছে। ১৭০০০ চিন যুবক জাপানে নানা বিষয় শিক্ষা করিতেছে।

২। রামকৃষ্ণ মিসনের নফরচন্দ্র কুণ্ডু দুইজন নর্দ্দামা সাফকারী কুলীকে উদ্ধার করিতে গিয়া আপনার প্রাণ দিয়াছেন। নফরচন্দ্রের আশ্চর্য্য ত্যাগ স্বীকারে সাহেবেরাও মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ত্যক্ত পরিজনদিগের পালনার্থ চাঁদা দিতেছেন। ফণ্ডে ইতিমধ্যে প্রায় হাজার টাকা উঠিয়াছে, আরও উঠা চাই।

৩। অজিত সিংহকে ধরিবার জন্য ৫০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা হইয়াছে। তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

৪। পঞ্জাবের ছোটলাটের ক্যানসার হওয়াতে ডাক্তারের পরামর্শে তাঁহাকে বিলাত যাত্রা করিতে হইয়াছে।

৫। ফরিদপুরের মাদারিপুর প্রভৃতি স্থানে হিন্দুমুসলমানদিগের মধ্যে সম্ভাব বর্দ্ধনার্থ বন্ধুসভা হইতেছে। বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

৬। খুলনার মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় জেলা-সমিতির অধিবেশন বন্ধ করিয়াছিলেন, পুনর্বিবেচনা করিয়া ইহাতে সম্মতিদান করিয়াছেন, সুখের বিষয়।

৭। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী কলিকাতায় যে শিল্প বিদ্যালয় খুলিয়াছেন, তাহার কার্য্য বেশ চলিতেছে। বোর্ডারদিগের জন্য ৫্ করিয়া ছাত্রীবৃত্তি দেওয়া হয়। অনেক ভদ্রগৃহের স্ত্রীলোককে গাড়ী করিয়া আনিয়া বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

৮। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাসের পুত্র অনরেবল রাধাচরণ পাল একটী মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটী কমিটির সভ্যরূপে যে ২০০০ টাকা ফি তাঁহার প্রাপ্য, তাহা এইরূপে ব্যয় করিবেন :—

(১)	ডিষ্ট্রিক্ট দাতব্য সভা	২৫০
(২)	বিজ্ঞান সভা	২৫০
(৩)	অন্ধ বিদ্যালয়	১০০
(৪)	হিন্দু অনাথাশ্রম	১০০
(৫)	মুসলমান অনাথাশ্রম	১০০
(৬)	লেডী ডফারিণ হাঁসপাতাল	৫০
(৭)	গরিবদের ছোট ভগিনীদল	৫০
(৮)	কয়েদী সাহায্য সভা	৫০
(৯)	নফর কুণ্ডুর পরিবার	৫০

অপর ১০০০ টাকা করদাতাদিগের স্বত্ববিচার আন্দোলন ফণ্ডের মূলধনস্বরূপ রাখিবেন।

বামারচনা।

মাতৃভূমি।

নমি তোমা জন্মভূমি! আনন্দদায়িনী—
ধন ধান্যে পরিপূর্ণা ভুবনমোহিনী।
বিহগ ললিত ছন্দে, তোমারি চরণ বন্দে,
সমীর বীজন করে দিবস যামিনী।
মৃদুল কাকলী তানে, তোমারি মহিমা গানে,
চুম্বিয়া চরণ তব ছুটিছে তটিনী।
নক্ষত্র-খচিত কেশ, ভুবনমোহিনী বেশ,
ফল ফুল শস্য-ভরা মোহন ধরণী।
মহাদেবী মনোরমা, শুভদা, সুখদা, শ্যামা,
মহিমামণ্ডিতা কাম্যা নমস্তে জননী।
পালিছ সন্তানগণে, দয়া ধর্ম্মে প্রীতি সনে,
অন্নদে, বরদে, দেবী শান্তিস্বরূপিণী।
অনন্ত স্নেহশালিনী, বীরপুত্র-প্রসবিনী,
মায়াময়ী মহাদেবী সুবিদ্যা-দায়িনী।
যুগে যুগে পাল ধর্ম্ম, কে বুঝে মা তব মর্ম্ম,
অনন্ত মহিমাপূর্ণ চৈতন্যরূপিণী।
মাতৃভূমি আদ্যা শক্তি, দিয়া এ হৃদয়-ভক্তি
বন্দি পদ কোকনদ আজি গো জননী।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

প্রিয়।

আমার জীবনে তুমি বসন্ত সমান
কিম্বা প্রভাতের ফুল, বিহঙ্গ-ঝঙ্কার ?
মলয় অনিল ? কিম্বা নির্ঝরের গান ?
পুষ্পসার তুমি ? তুমি কুসুম-সম্ভার ? ১
মনোজ্ঞ চাঁদিনী তুমি ? মধুর চন্দ্রমা ?
চকোর ? চাতক ? টীয়া ? পাপিয়া ? কোকিল ?
প্রভাতের প্রীতি-রাশি ? সন্ধ্যার সুষমা ?
ঊষার শরীর-ভূষা ? শিশির-সলিল ?
দিবার আলোক তুমি ? সন্ধ্যার আঁধার ?
গোধুলির আধ ছায়া ? প্রদোষের শোভা।
পবিত্র প্রত্যূষ তুমি ? তুমি জ্যোতি তার,
পূর্ণ শশী ? পূত বাল-অরুণের আভা ?
কি তুমি ? তুমি কি প্রেম ? কিম্বা কুবলয় ?
যত কিছু ভাল আছে যেথানে সেথানে,
তুমিই সবার সার মনে মনে হয়,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, জেগে উঠে প্রাণে। ৪

অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

সদ্যপ্রসূত শিশুর প্রতি জননী।

আজি গো প্রভাতী বায় স্বর্গের সুরভি ভরা,
আজি গো অমৃতময়ী আমার নিখিল ধরা।
জানিনা আজিকে হেথা দয়েল কি সুরে গায়,
স্বর্গের মলয় যেন অমৃত ছড়ায়ে যায়।
আজি কি পবিত্র ভাবে ভরিয়া সামান্ত হৃদি—
বৈকালিক বেল ফুলে কপোত ঢালিছে প্রীতি,
লক্ষ্য পথভ্রষ্ট কিম্বা স্বর্গকক্ষ চ্যুত তারা,
আসিলি দরিদ্র ঘরে হয়ে বুঝি পথহারা।
তোর ও অধর স্পর্শে জুড়াইল দগ্ধ প্রাণ,
তুমি রে বিষাদে হাসি আঁধারে আলোক-দান।
কোন্ দেব আনি দিল তোমা হেন ধন আহা!
কি দিয়ে পূজিব তাঁরে ভাবিয়া না পাই তাহা।
অনন্ত অব্যয় তিনি তুষ্ট কি হবেন ধনে ?
প্রাণের ভকতিটুকু ঢেলে দিব সে চরণে।
জন্ম মাত্র এই ফুল সঁপেছি তাঁহার পায়,
দেবের প্রসাদী ফুল বিপদ কি ছোঁবে তায় ?
চিরজীবী হয়ে বাছা ! থাক মোর কোল-যুড়ে,
মায়েরে একলা ফেলে কখনো যেওনা দূরে,
স্নেহের মুকুল মম ক্রমে বিকশিত হও,
যাঁর করুণার দান, তাঁর প্রেমে মজে রও।
স্বরগ কোথায় বাছা ! স্বরগ কোথায় রয় ?
তোমারই হৃদয় যেন সহস্র স্বরগ হয়।
সত্য ধর্ম্ম ক্ষমা নিষ্ঠা এদেরি দেবতা কয়,
তোমারি হৃদয় যেন দেবতা-আলয় হয়।
পারিজাত মধুভরা স্বর্গের পুতুল,
লও প্রেম স্নেহাশিস স্নেহের মুকুল।
দীনা আমি কোথা পাব রত্ন ভূষা অলঙ্কার,
এইটী তোমার লও জন্মদিন-উপহার॥

তোমার মা।

Bamabodhini Patrika.

The following letter from the late Mr. A M. Bose to his wife will no doubt be interesting to our readers. As the great deceased was a model citizen and patriot, so he was a model husband, son, father and brother. We hope to publish some more of his letters to his friends and relatives, which may give an insight into his character.

Deoghar,
1st. January, 1891.

My dear wife,

To-day is new year's day—a solemn day if one thinks of it in the proper light, a beginning in one sense of a fresh chapter in the book of one's life. Both yesterday when sitting alone in the darkness of my chamber, I bade adieu to the closing year 1890, and to-day when the light of a new year's sun has been pouring in from early morning I have been thinkihg much, and I would like to communicate some of my thoughts to you, the God-given partner of my life, so far as the limited time at my disposal will permit.

Looking back to the past amid many streaks of light which God has from time to time granted me, and for which in my unworthiness I offer the tribute of humble gratitude at his feet. I yet see much, very much to make me sad and miserable.

The prospect rises in gloom and darkness of how I have neglected my opportunities, wasted my gifts, failed in my duties, and yielded to weakness in hundred directions; how instead of progressing in the path of strength, purity, and righteousness, I have often and often strayed from it, and groped in the dark; how instead of ever holding my Heavenly Father by the hand and walking with Him, I have forsaken Him and been weak and miserable. And yet I cannot help thanking Him that though I have forsaken Him, He has not forsaken me; and often and often inspite of my backsliding, He has tried to pour comfort into my heart, and even now inspires me amid my tears, with hopes for a better and brighter future. Will it be ever realized? He knows like a little child I must be content to leave my Future in faith and trust in His hands.

In my retrospect of the past, I have thought of all the kindness and love, and tenderness which I have received from you in these 23 years and more that we have been partners in life. Accept my thanks for this precious gift. For this long period we have been walking up the steep of life hand in hand in the ordering of Providence, companions in joy and sorrow; and what tie could be more sacred and more enduring than this companionship? * * *

Accept again, my dear wife, all my gratitude for all your love and kindness. May the light of this love shine all the brighter in the future! Help me in my struggles to be better, sustain my energies by sympathy and timely help, hold up my head when it droops, and, under God, be my strength in the trials of life. In woman's heart when God shines on it is a special lustre and special comfort.

Throw yourself on Him, ascend by the steps of daily prayer and communion into His presence, breathe the air and see the light of Heaven, obtain the unspeakable peace and joy and strength which flows from His countenance, and then indeed all petty troubles will be over, and all the bitterness and trials of life which now so distress and press one's heart will vanish into utter insignificance. The heart will then melt in love and gentleness towards the whole world, and all the crosses of daily existence will disappear leaving nothing but happiness behind.

May my God grant you this grace, and make you in my weakness my guardian angel and comforter! Who is there in this wide world to sympathize with me and to help me like you?

I have been spending most of this day in prayer and fastings. I like fasting when it does not torture or pain the body and is directed towards a spiritual end. * * *

Yours—
A. M. Bose.

BENGAL PARTITION MEMORIAL.

Mr. Morley's reply of 3rd May last is very disappointing:—

"I have examined in council the representations made by the memorialists, but while I fully recognise that the recent change has been unwelcome to some of the classes affected by it, I am not impressed either by the facts or by the arguments now advanced. I accordingly request that the memorialists may be informed that I am unable to comply with their prayer.

I cannot doubt that Your Excellency's Government will find the means to remove any substantial grievances that may be proved to exist, and I trust that, with loyal co-operation of the people, the benefits anticipated when the measure was sanctioned will in no long time be generally realised."

Lala Lajput Rai is in the custody of the Superintendent of the Mandalay jail. The public is quite in the dark as regards the nature of his offence. Protests against the arbitrary proceedings of the Government and sympathy with the patriotic sufferer are pouring in from all parts of India.

The activity of Etna and Stromboli is on the increase. New craters are opening. The people of the neighbourhood are fleeing.

Rev. Hooper Harris with some companions is touring round the world to preach Babism, a universal religion, which originated in Persia and now counts several *lacs* as its followers. We were edified by his lecture delivered in Calcutta.

THE RESULT OF THE UNIVERSITY EXAMINATIONS FOR 1906-7.

In the Entrance Examination out of 3401 successful candidates—542 passed in the 1st, 1796 in the 2nd, and 1063 in the 3rd division. In the F. A. Examination out of 1104 successful candidates, 134 passed in the 1st, 454 in the 2nd and 516 in the 3rd division. In th eB. A. Examination pass 331 and Honors 93 making a total of 424. Of the female candidates 20 passed the Entrance, 7 the F. A. and 3 the B. A. Examination. The details are given elsewhere.